NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৮ বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন কোহলি

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি সারল ইংল্যান্ড ৮

কলকাতা ১ জুন ২০২৪ ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.6.2024, Vol.17, Issue No. 349, 8 Pages, Price 3.00

কমিশনের কড়া নিরাপত্তায় আজ শেষ দফার নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ সপ্তম তথা শেষ দফার নির্বাচন। সপ্তম দফার ভোট কলকাতার দুই আসন-সহ রাজ্যের নয় লোকসভা আসনে।

নির্বাচনের শেষ দফায় দুর্যোগের ভ্রুকুটি। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিয়ে কিছুটা উদ্বিগ্ন নির্বাচন কমিশন। তবে বৃষ্টিতে ভোট প্রক্রিয়া যাতে কোনওরকমভাবে বিঘ্নিত না হয় তার সবরকম ব্যবস্থা রাখার জন্য কমিশনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোটারদের জন্য পর্যাপ্ত ছাউনির ব্যবস্থা, ইমারজেন্সি লাইট, জেনারেটরর, নিচু এলাকার থাকা ভোটকেন্দ্র গুলিতে জমা জল বের করার জন্য পাম্প মজুদ রাখতে বলা হয়েছে। সর্বাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও থাকছে শেষ দফাতেও। রাজ্যের নয় আসনের জন্য রেকর্ড সংখ্যক ১০২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকছে শনিবার, যার মধ্যে শুধু বুথের পাহারায় থাকছে ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তবে কমিশনের বিশেষ নজর রয়েছে কলকাতা, বসিরহাট ও ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের জন্য।

শনিবার শেষ দফার ভোটে একেবারে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হয়েছে কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এলাকাকে। এই এলাকার চারটি কেন্দ্রের জন্য মোট ২৪৬ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ থাকছে ১১,৩১২ জন। থাকছে ৬০০ টি ক্যুইক রেসপন্স টিম। এই সংখ্যাটিও রেকর্ড। অতীত অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখে কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে মোট ১,৮৬৯ টি বুথের জন্য ৬৬.৫ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী, কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে ২০৭৮ টি বুথের নিরাপত্তায় থাকছে ৮২.৫ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী, যাদবপুর কেন্দ্রের মোট ৯৪৩ টি বুথের জন্য থাকছে ৩৬.৫ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী। এবারের ভোটের আগেই কলকাতা পুলিশ এলাকার সঙ্গে জুড়েছে ভাঙর। এই ভাঙর বিধানসভার বেশিরভাগটাই রয়েছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে, পাশাপাশি কিছু বুথ রয়েছে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে। লোকসভা নির্বাচন হোক বা বিধানসভা, অথবা পঞ্চায়েত নির্বাচন, ভাঙর মানেই ঝামেলা, হানাহানি, রক্তপাত। এবার সেই অপবাদ ঘোচানোর জন্য শুধু ভাঙরের জন্যই আলাদা করে ১৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

শনিবার বারাসাত পুলিশ জেলায় ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ থাকছে ২৭১৬ জন। ব্যারাকপুর পুলিশ জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ২৬৬২ জন রাজ্য পুলিশ। গত ছয় মাস খবরের শিরোনামে রয়েছে সন্দেশখালি বিধানসভা এলাকা। এটি আবার বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। ফলে এই কেন্দ্রটিকেও কমিশন আলাদা নজরে রেখেছে। এই কেন্দ্রে শনিবার কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে ১১৬ কোম্পানি ও ৩১২০ জন রাজ্য পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৬০ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনী ও ৪৩৬৬ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৫৯ কোম্পানি কেন্দ্রিয় বাহিনীর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশ থাকছে ২০৩৪ জন। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ১১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ৩৯২৫ জন রাজ্য পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ৩১৫৭ জন রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এতো গেলো বুথের নিরাপত্তার বিষয়। বুথের বাইরের ঝামেলা মেটাতে নজিরবিহীনভাবে প্রায় দুই হাজার ক্যুইক রেসপন্স টিম ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। মোট ১৯৫৮ টি কিউআরটি ইউনিটের মধ্যে কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ৬০০ টি, বিধাননগর কমিশনারেট এলাকায় ৩২ টি, বারাসাত পুলিশ জেলার জন্য ৬৬ টি, ব্যারাকপুর পুলিশ জেলায় ৬০ টি, বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৪২ টি, বসিরহাট পুলিশ জেলায় ১০৩ টি, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় ৯৭ টি ও সুন্দরবন পুলিশ জেলায় ১০৩ টি কিউআরটি রাখা থাকছে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য। এবং আগামী মঙ্গলবার (৪ জুন) গণনার দিন কলকাতার ১৪টি বড় এবং ছোট রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হবে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে, নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত এমন গাড়ি ছাড়া কোনও গাড়ি পার্কিং করা যাবে না কলকাতার ৩০টি রাস্তায়। দক্ষিণ কলকাতা, মধ্য কলকাতা এবং পূর্ব কলকাতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এর মধ্যে পড়ছে। গণনাকেন্দ্রের আশপাশে কোনও গাড়ি পার্কিং করা যাবে না। এছাড়াও গণনার দিন বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ট্রাফিক রুট ঘুরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

শেষ দফায় ৩,৭৪৮টি বুথ সংবেদনশীল

নিজস্ব প্রতিবেদন: জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ প্রথম সন্দেশখালিতে মহিলা নির্যাতনের কথা প্রকাশ্যে আসে। তারপর থেকে এই পাঁচ মাসে একটা দিনও এমন যায়নি যেদিন রাজ্য রাজনীতি সন্দেশখালি নিয়ে সরগরম হয়নি। একদিকে বিরোধীরা যখন রাজ্যের শাসকদলকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আক্রমণ শানিয়েছে, তেমনই শাসক দলও তাদের মতো করে সেই আক্রমণ প্রতিহত করে গিয়েছে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই আজ সেখানে ভোট। ফলে নির্বাচন কমিশনও এখানে শান্তিপূর্ণ ভোট করার বিষয়ে বিশেষভাবে সচেষ্ট। তাই বসিরহাট লোকসভার জন্য যেমন নিরাপত্তার কড়াকড়ি করা হয়েছে, তেমনই পঞ্চাশ শতাংশের বেশি বুথকে স্পর্শকাতর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

শেষ দফার নির্বাচনে রাজ্যের মোট ন'টি আসনের মোট ১৭,৪৭০ টি বুথের মধ্যে ৩, ৭৪৮ টি বুথ কে ক্রিটিক্যাল বা সংবেদনশীল বুথের তকমা দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে শুধু বসিরহাট লোকসভার মোট ১,৮৮২ টি বুথের মধ্যে ১,০৯৬ টি বুথকে ঝুঁকিপূর্ণ বুথ হিসাবে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ মোট বুথের ৫৮ শতাংশ বুথই স্পর্শকাতর বা ক্রিটিক্যাল। আবার যে ডায়মন্ড হারবার নিয়ে তৃণমূল বিরোধী প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ভুরিভুরি অভিযোগ জানিয়েছে কমিশনের দপ্তরে সেই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের মাত্র দশ শতাংশ বুথ এবার কমিশনের মতে ঝুঁকিপূর্ণ। এই কেন্দ্রের মোট ১,৯৬১ টি বুথের মধ্যে মাত্র ১৯৮ টি বুথ ঝুঁকিপূর্ণ। এই দফায় সবচেয়ে কম ঝুঁকিপূর্ণ বা সংবেদনশীল বুথ রয়েছে কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে। মোট ১,৮৬৯ টি বুথের মধ্যে মাত্র ৬৬ টি বুথ ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া দমদমের ১, ৭৯২ টি বুথের মধ্যে ৫৭২ টি, বারাসাতের ১, ৯৯১ টির মধ্যে ২৭০ টি, জয়নগরের ১,৮৭৯ টির মধ্যে ৬৮৬ টি, মথুরাপুর কেন্দ্রের ১,৮৯৮ টির মধ্যে ৪২০ টি, যাদবপুরের ২,১২০ টির মধ্যে ৩২৩ টি ও কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের মোট ২,০৭৮ টি বুথের মধ্যে কমিশন ১১৭ টি বুথ কে ক্রিটিক্যাল বা ঝুঁকিপূর্ণ বুথ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

সবথেকে বেশি হেলিকপ্টার ব্যবহার তৃণমূলের: কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে হেলিকপ্টার ব্যবহারে অন্য রাজনৈতিক দলকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই বিষয়ে রাজ্যের শাসকদলের থেকে কয়েক যোজন দূরে রয়েছে কেন্দ্রের শাসক দল। ভোটের প্রচারে হেলিকপ্টার ব্যবহার এখন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আর খুব দূরের কোনও বিষয় নয়। প্রতিটা রাজনৈতিক দলই তাদের তারকা প্রচারকদের বিভিন্ন সভায় পাঠানোর জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করে থাকে। আর এই বিষয়ে আমাদের রাজ্যে এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো মোট ৮৯০ টি ক্ষেত্রে হেলিকপ্টার ব্যবহারের জন্য কমিশনের কাছে আবেদন করেছিলো যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের ৪২ টি আসনে তাদের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে অংশ নেওয়ার জন্য মোট ৬৭৬ টি আবেদন কমিশনের দপ্তরে জমা করে, এরমধ্যে ৫২১ বার আকাশে ওড়ার অনুমতি তারা পেয়েছে। মূলতঃ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তাদের তারকা প্রচারকদের ব্যবহারের জন্যই এই আবেদন জানানো হয়েছিলো। অনেক পিছনে থাকা কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি আবেদন করেছিলো ১৮৩ বার। বিজেপির আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে ১২৪ বার। জাতীয় কংগ্রেস মাত্র দুই বার হেলিকপ্টার ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলো, দুটি আবেদনই গ্রাহ্য করে নির্বাচন কমিশন। হেলিকপ্টার ব্যবহারের বিষয়ে রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দল সিপিএম বা বামেদের পক্ষ থেকে কোনও হেলিকপ্টার ব্যবহারের আবেদন করা হয়নি বলেই কমিশন সূত্রে খবর।

৬ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের পরও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। শেষ দফা ভোটের আগের দিন এমনই জানাল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কমিশন জানিয়েছে, বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ জুন পর্যন্ত রাজ্যে ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। ৪ জুন লোকসভা ভোটের গণনা ও ফলপ্রকাশ। তার পরও ২ দিন থাকবেন বাহিনীর জওয়ানরা। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের স্মৃতি এখনও স্পষ্ট। সেই সময় ভোটের বাংলায় একের পর এক হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। ভোট মিটে গেলেও হিংসা থামেনি বলে অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। এমনকী এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলা নিয়েও কম চর্চা হয়নি বাংলার রাজনীতির অলিন্দে। তাই আগেভাগেই এই পদক্ষেপ কমিশনের।

কন্যাকুমারীতে ধ্যানে মগ্ন প্রধানমন্ত্রী

কন্যাকুমারী, ৩১ মে: ধ্যানে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্ব মিটতেই আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু প্রধানমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার তিনি তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে অবস্থিত বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যান করতে বসেন। একটানা ৪৫ ঘণ্টা ধরে তিনি ধ্যান করবেন। আজ তিনি ধ্যান ভঙ্গ করবেন। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান করার ছবি ও ভিডিও। আজ সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। বৃহস্পতিবার, ৩০ মে ভোট প্রচার শেষ হয়েছে। এরপরই ধ্যানে বসেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কন্যাকুমারীতে পৌঁছেই তিনি ভগবতী আম্মান মন্দিরে যান। সেখানে পুজো দেওয়ার পর বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ধ্যান মণ্ডপে ধ্যান করতে বসেন প্রধানমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, গেরুয়া বসনে, বিবেকানন্দের মূর্তির সামনে প্রধানমন্ত্রী বসে ধ্যান করছেন। হাতে জপমালা। এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রীকে সূর্য নমস্কার করতেও দেখা যায়। কন্যাকুমারী দেশের শেষ প্রান্ত, সেখানে দাঁড়িয়েই সূর্যকে প্রণাম করে জলদান করেন নমো।

জানা গিয়েছে, ধ্যানের সময় কোনও অন্ন গ্রহণ করবেন না প্রধানমন্ত্রী। সম্পূর্ণ তরল ডায়েটে থাকবেন তিনি। শুধুমাত্র ডাবের জল, আঙুরের জুস ও অন্যান্য পানীয় পান করবেন। ৪৫ ঘণ্টার এই পুরো সময়টাই মৌন ব্রত পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

নির্বাচনের সপ্তম দফায় উত্তেজনা পৌঁছেছে সপ্তমে

শুভাশিস বিশ্বাস

—ফাইল চিত্র

লাস্ট ল্যাপে লোকসভা নির্বাচন। শেষ দফায় ভোটের নজরে কলকাতা আর কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। যার মধ্যে একদিকে পড়ছে দমদম, বারাসাত, বসিরহাট। আর অন্যদিকে যাদবপুর, ডায়মন্ড হারবার-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা। এদিকে ২০২৪-এর প্রথম থেকেই মাথাচাড়া দিয়েছে সন্দেশখালি ইস্যু। যার জেরে নির্বাচনী ফোকাসে রয়েছে বসিরহাট। এবার বাংলায় যে ক'টি অস্ত্র বিরোধীদের তূণে রয়েছে তার মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র নিঃসন্দেহে এই সন্দেশখালি।

পাশাপাশি, ডায়মন্ড হারবার সবার নজরে কারণ, এখান থেকে নির্বাচনী লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন বা ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল দেখলে এটা স্পষ্ট যে ডায়মন্ড হারবারে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের এঁটে ওঠা কার্যত অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, ডায়মন্ড হারবারে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে গিয়ে বেশ সময় যে নিয়েছিলেন তা ভুলে যাননি বঙ্গবাসী। অভিষেক এখানে সাংসদ হওয়ার পর এখানকার সামগ্রিক উন্নয়ন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে এই ডায়মন্ড হারবার 'মডেল কেন্দ্র' হিসেবে উঠে এসেছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

-বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

বিহারে ভোটের কাজে গিয়ে তাপপ্রবাহে মৃত ১০ কর্মী

গরমে ৪৮ ঘণ্টায় মৃত ১৮ জন

পাটনা, ৩১ মে: গত ৪৮ ঘণ্টায় বিহারে গরমে মৃত্যু হয়েছে ১৮ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ১০ জন ভোটকর্মী। শুক্রবার এই পরিসংখ্যান দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্যের আপৎকালীন বিভাগ জানিয়েছে, গরমে মৃত ১৮ জনের মধ্যে ১১ জনই রোহতাস জেলার। ছ'জন ভোজপুর জেলার, এক জন বক্সারের।

বিহারের প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোজপুরে পাঁচ জন ভোটকর্মীর মৃত্যু হয়েছে গরমে। রোহতাসে গরমে মৃত ১১ জনের মধ্যে রয়েছেন তিন জন ভোটকর্মী। তাঁদের মধ্যে দু'জন ভোজপুর এবং এক জন বক্সারে ভোটের কাজে গিয়েছিলেন। রোহতাস জেলা দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। সেগুলি হল সাসারাম এবং কারাকাট। ভোজপুর জেলা পড়ে আরাহ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে। বক্সার একটি লোকসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলিতে ভোট রয়েছে শনিবার, সপ্তম তথা শেষ দফায়। ওই দিন বিহারের মোট আটটি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। কায়মুর এবং ঔরঙ্গাবাদে এক জন করে ভোটকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। মৃত ভোটকর্মীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকার।

গত কয়েক দিন ধরে বিহারের বহু জায়গায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেশ কিছু জায়গায় দিনের তাপমাত্রা ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে। সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা ছিল বক্সারে। সেখানে বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই গরমের জন্য সব সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ, কোচিং সেন্টার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ৮ জুন পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিহার সরকার। বেগুসরাই, মুজফ্ফরপুর, শেখপুরা, পূর্ব চম্পারণে স্কুলের মধ্যেই শিক্ষকদের জ্ঞান হারানোর খবর প্রকাশ্যে এসেছে।

দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টি আপাতত চলবে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। উত্তরবঙ্গে আগামী কয়েক দিন সর্বত্র ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শুক্রবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে কমলা সতর্কতা জারি ছিল শুক্রবার। শনিবার এবং রবিবারও দক্ষিণের জেলাগুলি ভিজবে। ঝড়ের গতিবেগ কোথাও থাকতে পারে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার, কোথাও ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। তবে শনিবার পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত।

রবিবারের পর থেকে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বৃষ্টি কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সোমবার উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমে বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবারও ঝড়বৃষ্টি হতে পারে উত্তর ২৪ পরগনা, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায়। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে। এর মধ্যে কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, এই দুই জেলায় বৃষ্টি চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। বৃষ্টি হতে পারে ৭ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহে বৃষ্টি হতে পারে শনিবার।

শনিবার লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় রাজ্যের ন'টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এর পর ৪ জুন রয়েছে ভোটগণনা। এই দু'দিনই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর কলকাতা এবং শহরতলিতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। সারা রাত বৃষ্টি চলেছে কোথাও কোথাও। ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর বৃষ্টি থেমে গিয়ে যে ভ্যাপসা গরম পড়েছিল, তা থেকে স্বস্তি মিলেছে বৃহস্পতিবার রাতেই।

Page-2 (01-06-24) NEW PAGE SET UP_Layout 1 5/31/2024 10:01 PM Page 1

খড়দায় গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: গৃহবধূকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠল সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে। যদিও ওই সিপিএম নেতা সম্পর্কে বধূর নিজের ভাসুর। এমনকী পানিহাটি ত্রাণনাথ স্কুলে তিনি শিক্ষকতাও করেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রহড়া থানার অধীনস্থ খড়দার বন্দিপুর হিন্দ পার্ক এলাকায়। অভিযোগ, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ওই সিপিএম নেতার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী ইশানী সান্যাল শুক্রবার ফিনাইল খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। পাশের বাড়ির লোকজন ছাদ থেকে সেই দৃশ্য দেখে ছুটে এসে বধূকে উদ্ধার করেন। পড়শিরা প্রথমে ওই বধূকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় বন্দীপুর উপস্বাস্থ্য

কেন্দ্রে। সেখান থেকে তাঁকে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ইশানী দেবীর অভিযোগ, তাদের পানীয় জল দেওয়া হচ্ছে না। ভাসুর অশেষ স্যানাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলছেন। এমনকী ভাসুর তাঁকে নিয়মিত মানসিক নির্যাতন করছেন। ইশানি দেবীর দাবি, এদিন প্রতিবাদ করলে তাঁকে ভাসুর, জা ও তাদের মেয়েরা তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তবে সিপিএম নেতার এহেন অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সোচ্চার হলেন পড়শিরা। ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে পড়শিরা রহড়া থানায় স্মারকলিপি জমা দেন। ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে তৃণমূল নেতা গোপাল সাহা বলেন, বাম জমানায় সিপিএম নেতা অশেষ স্যানাল এলাকার মানুষের ওপর অত্যাচার করেছিলেন। একজন শিক্ষক হয়েও এখন নিজের ভাইয়ের স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করছেন। এটাই তো সিপিএমের কালচার। গোপাল বাবু আরও বলেন, পাড়ার লোকজন রহড়া থানায় স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। আশা করছি, প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। যদি প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে আগামীদিনে পরিস্থিতি খারাপ হবে। যদিও অভিযুক্ত সিপিএম নেতার কন্যা বিদিশা সান্যালের পাল্টা দাবি, ওদের অভিযোগ মিথ্যা। তার মা অসুস্থ। তবুও পাড়ার একদল লোকজন ঘরে ঢুকে তার বাবাকে মারধর করেছে। পাশাপাশি তাঁদেরকেও শারীরিক ভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। এমনকী জানলার কাঁচও ভাঙচুর করেছে।

ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে। ছবি: অদিতি সাহা

পানীয় জলের জন্য হাহাকার অব্যাহত শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে জলের সমস্যা শুক্রবারও মেটেনি। বৃহস্পতিবার জলের দাবিতে পথে নামে শিলিগুড়ির বামেরা। প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুরসভা ঘেরাও করা হয়। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রের গাড়িও আটকে দেন বিক্ষোভকারীরা। ওঠে 'চোর-চোর' স্লোগান। শেষমেশ অন্য গাড়িতে পুরনিগম এলাকা ছাড়তে বাধ্য হন পুরকর্তারা। এর পর নবান্ন-র হস্তক্ষেপে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্বয়ংক্রিয় গাড়ি পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। পানীয় জলের জন্য হাহাকার চলছে শহর জুড়ে। পুরসভা যে জল সরবরাহ করছে, তা পানের অযোগ্য। ফলে পানীয় জল জোগাতে কালঘাম ছুটছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। কেনা জলই এখন ভরসা শিলিগুড়ির। কত দিন এই সমস্যা চলবে, বোঝা যাচ্ছে না। যদিও পুরসভার তরফে বলা হয়েছে, ২ তারিখ বিকেলের মধ্যে জলের সমস্যা মেটানো যাবে বলে তারা আশাবাদী। এর মাঝে জলের সমস্যা নিয়ে শুক্রবার দুপুর ১টায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব।

বুধবার রাতে গৌতমবাবু ঘোষণা করেছিলেন, পুরসভার সরবরাহ করা জল পানের অযোগ্য। শিলিগুড়িবাসীকে ওই জল খেতে নিষেধ করা হয়। বিকল্প হিসাবে পুরসভার তরফে পানীয় জলের পাউচ বিলি করার কথা জানান তিনি। বেশ কিছু জলের ট্যাঙ্কের মাধ্যমেও বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল সরবরাহ করার কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, জলের পাউচে চাহিদা মিটছে না। ট্যাঙ্কের জলও পর্যাপ্ত নয়।

মোট ২৬টি ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করেছে পুরসভা। শিলিগুড়িতে ওয়ার্ড সংখ্যা ৪৭টি। প্রতিটি ওয়ার্ডে এক বেলা করে জলের ট্যাঙ্ক পাঠানো যাচ্ছে। যা পর্যাপ্ত নয়। যাঁদের জল কিনে খাওয়ার সামর্থ্য নেই, তাঁরা পুরসভার ওই ট্যাঙ্কের জন্যই অপেক্ষা করছেন। ট্যাঙ্ক এলে জলের কাড়াকাড়ি পড়ে যাচ্ছে। ভিড় সামলাতে কুপনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা জুন। ১৮ ই জ্যৈষ্ঠ। শনিবার। নবমী তিথী। জন্মে মীন রাশি। অষ্টত্তরী বৃহস্পতি র দশা, বিংশোত্তোরী চন্দ্র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : তরল পদার্থ কেমিক্যাল সম্পর্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় বৃদ্ধি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। ছোট ভ্রমণ আর ভবিষ্যতের জন্য বীজ বপন হবে। প্রেম সম্পর্ক শুভ।প্রতিবাদ করার আগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব আনন্দের। বাড়ী থেকে কাজে যাওয়ার র সময়, লাল তিলক, লাল রঙের রুমাল রাখুন।

বৃষ রাশি : পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনি কিছু শুভ কাজ করতে পারবেন। অল্প পরিচিত বান্ধবের সহযোগে, সমস্যা থেকে বের হয়ে আসবেন। নতুন পরিকল্পনা করতে পারেন। উচ্চ বিদ্যা তে সাফল্য অর্জন করা যাবে। পিতৃবাক্য মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর পুজো দিন, সফলতা আসবে। পকেটে হলুদ রঙের রুমাল রাখুন, শুভ হবে।

মিথুন রাশি : শনি বার হঠাত প্রাপ্তি। প্রতিবেশী স্বজন বান্ধব দ্বারা, ভ্রমন শুভ। প্রেমে বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী দের জন্য শুভ। লেখক সাহিত্যিক রা সম্মান পাবেন। গোপন কথা গোপন করতে হবে। কাছে সবুজ রঙের রুমাল রাখা উচিত। শ্রী নারায়ণ/ শ্রী কৃষ্ণ সেবা করলে আজ আরো শুভ হবে।

কর্কট রাশি : আজ শনি বার বিতরণ কমলে, প্রশান্তি অনুভব না থাকার কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। এক সন্তানের কারনে মনকষ্ট বৃদ্ধি হবে। নতুন লগ্নি করা অর্থ ফেরত পেতে দুশ্চিন্তা। স্বজন বান্ধব দের সাথে তর্ক বিতর্ক হবে। জাহাজী ইন্জিনিয়ার দের সফর শেষে বিভ্রান্তি।আজ একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আজ বড় ইন্টারভিউ থাকলে, দিন পরিবর্তন করা ভালো। বাড়ীর বাইরে বের হলে ভগবান গনেশের নামে শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পুরাতন বান্ধবী বান্ধব প্রতিবেশী স্বজন র দ্বারা, কোন সমস্যা মুক্তি র পথ দেখা যাবে। ব্যাবসা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। খাদ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ আসবে। প্রেমে শুভ। স্বজন বান্ধব দের বিবাহ কথা পাকা হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। আজ সাদা রঙের কোন কিছু সাথে রাখুন। হর হর মহাদেব।

কন্যা রাশি : পরিবার স্বজনদের সহযোগিতা, আজ ধৈর্য ধরে কাজ করতে হবে। আজ এমন একটা কাজ করবেন, যা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন। পরিবারের সহযোগীতা নিয়েই আজ এগিয়ে যাবেন। প্রেম আজ মধুরতা প্রদান করার কথা। গোপন বিষয় টা নিয়ে আজ কথা না বললেই ভাল। ভগবান শিবের পুজো করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : দুশ্চিন্তা। প্রিয়জন আজ মনকষ্ট দেবে। কথা বলার সময় যুক্তি উপস্থাপন না করলে, কাজ টা হবে কি করে? বাড়ীর পাশে সুযোগ আছে, কথা বলতে হবে। আজ ব্যাংক বিষয়ে কোন কিছু শুভ হবে। দেব গনেশ ভগবান মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবার স্বজন হারানো কোন নারীর ওপর বিশ্বাস করতে হবে। আজ সতর্ক থাকুন। কাজ শেষ হবে না। পরিশেষে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে হবে। আজ সকালের সময়ে তিনটি বিল্বপত্র ভগবান শিবের মাথায় দিন, ধৈর্য ধরতে হবে। প্রেমে ভুল বোঝাবুঝি হবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নাম।

ধনু রাশি : সতর্ক থাকুন। যাকে কাজের দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা না করার জন্য পরিবার স্বজনের সাথে, পরিবারের সদস্য নয়, এমন মানুষের জন্য-তর্ক বিতর্ক হবে। সঞ্চিত অর্থের সঠিক প্রয়োগ হবে। প্রেম বিষয়ক গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসবে। আজ ব্যবসা বৃদ্ধি র প্রভূত সম্ভাবনা। হরিওং বলে পথ চলুন। কুকুর বিড়ালে র সেবা শুভ হবে। দেবী কালরাত্রি মন্ত্র পাঠ।

মকর রাশি : সন্তানের জন্য নিরাপদ নয়, আজ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। পুরাতন বিবাদ মিটবে। প্রতিবাদ না করাটা শুভ। বিশেষতঃ যারা বেতন ভুক কর্ম করেন। আজ তারা কিছু সুযোগ সুবিধা পাবেন, যারা প্রাক্তন সরকারী কর্মচারী। প্রমিক যুগল প্রানের কথা বলতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ওম গনেশ দেব মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : আজ শনি বার খুব ভেবে নতুন সম্পর্কে এগোতে হবে। প্রিয়জন নাকি প্রয়োজনে প্রিয়জন? গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের প্লান হবে। পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ব্যাংক ড্রাফট লোন সংক্রান্ত কিছু শুভ হব। ছাত্র ছাত্রী দের জন্য সুখবর আছে। শিব শিব বলুন।

মীন রাশি : কষ্টদায়ক তিথি। আপনার সাথে প্রতিবেশী কোন সমস্যা আবার নতুন করে শুরু করতে পারে। পরিবারের সদস্য দের সাথে মধুর সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। আপনি যা ভাবছেন তাই যে ঠিক, আর অন্যের ভাবনা ভুল, এই চিন্তা ভাবনা থেকে সরে আসুন। হর হর মহাদেব।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

প্রয়াত কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ইকবাল আহমেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জীবনাবসান হল কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ইকবাল আহমেদ। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। গত চার বছর ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন তিনি। অসুস্থতার কারণে খুব বেশি বাইরে বেরোতে পারতেন না। বছর সাতেক আগেই অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র পদ খুইয়েছিলেন তিনি। সেই তিনিই শুক্রবার প্রয়াত হলেন।

খানাকুলের প্রাক্তন বিধায়ক ইকবাল আহমেদ সম্পর্কে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ সুলতান আহমেদের ভাই। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদল তৃণমূলের যে কয়েকজন নেতা, মন্ত্রীরা নারদ কাণ্ডে স্টিং অপারেশনে দেখা গিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন সুলতান আহমেদ। তাঁকে একাধিকবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তাঁর ভাই ইকবালকেও একই ইস্যুতে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়। উনিশের লোকসভা নির্বাচনের পর সুলতান আহমেদের মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী সাজদা উপনির্বাচনে জিতে উলুবেড়িয়ার সাংসদ হন। তবে ইকবাল আহমেদকে বার বারই ইডির মুখোমুখি হতে হয়েছে। তারই মাঝে তিনি পুরসভা ডেপুটি মেয়র পদের দায়িত্ব পান। কিন্তু অসুস্থতার জেরে অনুপস্থিত থাকায় তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি খেলার মাঠের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে যুক্ত ছিলেন ইকবাল আহমেদ। মহামেডান ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ২৩ বছরের। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ রেড রোডের ধারের ক্লাবও। মহামেডান ক্লাবে গ্রাউন্ড সেক্রেটারি হিসেবে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ফুটবলসচিব হন সাদা-কালো শিবিরের। ২০০১ সাল থেকে মহামেডান ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল এদিন। ইকবাল আহমেদের রং হারাল কলকাতা ময়দান।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিয়ে এল '৬৬৬ দিন- ফিক্সড ডিপোজিট' স্কিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া নিয়ে এল '৬৬৬ দিন- ফিক্সড ডিপোজিট' নামে এক নয়া স্কিম। এই স্কিমে সুপার সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ৬৬৬ দিনে আমানতের উপর ৭.৯৫ শতাংশ হারে আকর্ষণীয় রিটার্ন দিচ্ছে। এই স্কিম ২ কোটি টাকা বা তার নিচে থাকা আমানতের জন্যই প্রযোজ্য। এই '৬৬৬ দিনে - ফিক্সড ডিপোজিট' স্কিমে প্রবীণ নাগরিকেরা সুদ পাবেন ৭.৮ শতাংশ হাবে এবং অন্যরা পাবেন ৭.৩০ শতাংশ হারে। ০১.০৬.২০২৪ থেকে এই নয়া স্কিম কার্যকর হবে। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই ফিক্সড ডিপোজিটের বিপরীতে ঋণ এবং প্রি ম্যাচিওর উইথড্রন ফেসিলিটিও রয়েছে। গ্রাহকরা এই '৬৬৬ দিন , ফিক্সড ডিপোজিট' খুলতে ভারতের যেকোনো ব্যাংক শাখায় যেতে পারেন বা বিওআই ওমনি নিও অ্যাপ বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং ব্যবহার করতে পারেন।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির: চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা নিউ ফরাক্কা স্টেশনে। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন দাস। বাড়ি মুর্শিদাবাদের সাদিকপুর গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে কিউল এক্সপ্রেসে চেপে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ৩ নম্বর প্লাটফর্মে ঢোকার সময় চলন্ত ট্রেন থেকে ওই ব্যক্তি পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ছুটে আসে নিউ ফরাক্কা জিআরপি ও আরপিএফ। স্বপন দাসের দুই ছেলে। ছোট ছেলে গয়াতে কাজ করেন একটি বিস্কুট কারখানায়। তার সঙ্গে দেখা করে স্বপনবাবু এক্সপ্রেসে ট্রেনে ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। নিউ ফরাক্কা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সময় হঠাৎ ট্রেনের নিচে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

রেমালে রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ৬ জেলার ১ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টরের বেশি জমির ফসল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘূর্ণিঝড় রিমালের প্রভাবে হওয়া দুর্যোগ ও ভারী বৃষ্টিতে রাজ্যে ঘরবাড়ি রাস্তার মতো পরিকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ শস্যহানি হয়েছে। রাজ্যের ৬ জেলার ১২২টি ব্লকের ১ লক্ষ ৭ হাজার হেক্টর-এর বেশি জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই দুর্যোগের প্রভাবে। রাজ্যের কৃষি দপ্তরের প্রাথমিক সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। হুগলি জেলার ১৮টি ব্লকের ৫৭৯৬৩ হেক্টর জমিতে তিল, চিনেবাদাম, সবজি ও পান চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গিয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার বাইশটি ব্লকের ২৫৮৪ হেক্টর জমিতে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ২৫ টি ব্লকের ৫০২৪ হেক্টর জমিতে, হাওড়ায় ১৪ টি ব্লকের ৪৭৬৪ হেক্টর জমিতে,পূর্ব মেদিনীপুরের ২৫ টি ব্লকের ৭৮৯৫ হেক্টর জমিতে এবং নদীয়া জেলার ১৮টি ব্লকের ৬১ ৮৮ হেক্টর জমিতে শস্যহানি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ৩৮৯৭০ হেক্টর জমিতে তিল চাষের ক্ষতি হয়েছে। ১০৮৯১ হেক্টর জমির চিনা বাদাম চাষ নষ্ট হয়েছে। পানের বরজ নষ্ট হয়েছে ২৪৪৪

হেক্টর এবং ১৯২৭৬ হেক্টর জমিতে সবজি চাষের ক্ষতি হয়েছে বলে ওই সমীক্ষায় উঠে এসেছে। কৃষি মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন আসার কথা এই দুর্যোগে ধান চাষের কোনও ক্ষতি হয়নি। সমীক্ষাতেই তা ধরা পড়েছে। কৃষিমন্ত্রী জানান জেলাগুলির কাছ থেকে ব্লক পিছু শস্যহানির বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। তা পাওয়ার পরেই শস্য বীমা প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

নির্বাচনের সপ্তম দফায় উত্তেজনা পৌঁছেছে সপ্তমে

প্রথম পাতার পর...

তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে যে কটি লোকসভার দিকে সবার নজর তার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে উত্তর কলকাতা, দমদম, যাদবপুর এবং বসিরহাট। এবারে কলকাতা এবং কলকাতা কেন্দ্রিক নির্বাচনে প্রাণ এসেছে হঠাৎ-ই বামেরা মাথা তুলে দাঁড়ানোয়। ২০১৯ বা তৎপরবর্তী নির্বাচনে যাদের বঙ্গ রাজনীতিতে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য ছিল, সেই বামেরাই এবার বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল-বিজেপি উভয়কেই। বামেরা মাথা তুলে দাঁড়ানোয় কয়েকটি জটিল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বঙ্গ রাজনীতিতে। তা হল ২০১৯-এর মোদি ঝড়ের প্রভাবে যে ভোট বাম থেকে রামে গিয়েছিল তা আবার বাম ভোটব্যাংকে ফেরৎ আসা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, এই ভোট ব্যাংক বামেদের দিকে ফিরে এলে সমস্যায় পড়তে হবে পদ্ম শিবিরকে।

কারণ, কথাটা খুব কঠিন হলেও সত্যি, তা হল বিজেপির সংগঠন কিছুতেই দানা বাঁধছে না কলকাতা এবং কলকাতা উপকণ্ঠে। সেখানে বাম ভোট বিজেপিতে না গেলে বড় সম্ভাবনা রয়েছে বিজেপির ভোট কমার। এখানে আরও একটা কথা বলতেই হয়, মুসলিম ভোট বিজেপির দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বড়ই কম। ফলে মুসলিম ভোট তৃণমূলের দিকে যাবে, না বামদের দিকে সেটা এই মুহূর্তে বোঝা বড়ই কঠিন। তবে তৃণমূলের নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে আরও নানা দুর্নীতি যা সামনে এসেছে তাতে শহুরে ভোট এবং এই সংখ্যালঘু ভোটে একটা বড় চিড় ধরার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, সম্প্রতি ২০১০ থেকে ওবিসি সার্টিফিকেট যে বাতিল করার নির্দেশ এসেছে হাইকোর্টের তরফ থেকে। তাতেও মুসলিম সহ এক বড় অংশ মুখ ফেরাচ্ছেন বিজেপির থেকে এটাও সত্যি। ফলে এই ভোটের প্রবাহ ঠিক কোনদিকে তার গতিপথ বোঝা সম্ভব নয়।

তবে সপ্তম দফার ভোটে শাসকদলের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতা উত্তর, দমদম, যাদবপুর এবং বসিরহাট। কলকাতা উত্তরের শাসকদলের প্রার্থীকে নিয়ে দলের মধ্যে এক তীব্র অসন্তোষ রয়েছে, যার আঁচ নেভাতে হস্তক্ষেপ করতে হয় স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমোকে। কিন্তু তাতে কতটা ড্যামেজ কন্ট্রোল করা গেছে তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। অন্যদিকে, এই উত্তর কলকাতারই বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় বহুকাল ধরে ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমোর সঙ্গেই একই মঞ্চে রাজনীতি করেছেন। শুধু তাই নয়, উত্তর কলকাতা-সহ তৃণমূলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রের একটা বড় দিক তিনিই সামাল দিয়েছেন। এমন এক নেতা সুদীপের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে বিরোধী শিবির পদ্মে যোগ দেওয়া নিঃসন্দেহে শাসকদলের পক্ষে অস্বস্তির তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে উত্তর কলকাতায় জিততে হলে মুসলমান ভোট ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্টর। ঠিক যেমন এমনই আরও একটা ফ্যাক্টর রয়েছে অবাঙালি ভোট ব্যাংক। এখন এই মুসলিম ভোট ব্যাংক কোনদিকে ঝুঁকবে তা বলা বড়ই কঠিন। যদি ধরেই নেওয়া হয়, মুসলিম ভোটের একটা বিরাট অংশ ভোট বাম-কংগ্রেস জোটের দিকে ঝুঁকছে তাহলে একটা বড় টক্কর হতে পারে তিন প্রার্থীর মধ্যে। আর তৃণমূলের অন্তর্ঘাতের প্রসঙ্গ সেখানেই নয় বাদই রইল।

দমদম কেন্দ্রে ছবিটা সেখানে অনেক সহজ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে দীর্ঘদনের সাংসদ সৌগত রায়ের একটা ভোট ব্যাংক আছেই। তবে নানা কারণে দমদমবাসীর মধ্যে কমেছে তাঁর জনপ্রিয়তায় পড়েছে একটু ভাটার টান। এদিকে নির্বাচনী প্রচারে জয়ের জন্য যে ঝড় তোলার দরকার তেমন ঝড় তুলতে দেখা যায়নি বিজেপি প্রার্থী শীলভদ্র দত্তকে। সেখান সুজন জনসংযোগের নিরিখে নিঃসন্দেহে অনেকটাই এগিয়ে। তবে অনেকেরই ধারণা, সুজনের কাছে বাম ভোট ফেরত গেলে লাভ তৃণমূল প্রার্থী সৌগতর। আর সৌগতকে পিছনে ফেলতে সুজনের যে পরিমাণ ভোট টানা দরকার, তা এই মুহূর্তে বেশ কঠিন। তবে দমদমে বামেরা যে অক্সিজেন পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া যায়। তবে শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর পদযাত্রা কতটা শক্তি জোগাতে পারে শীলভদ্রকে সেটাও দেখার।

অপর যে কেন্দ্রটি সার্চ লাইটের আলোয় তা হল যাদবপুর। লড়াই সেখানে সায়নী আর সৃজনের। যাদবপুরের একটা বড় অংশের মানুষ সৃজনের দিকে ঝুঁকলেও সমস্যা অন্য জায়গায়। যাদবপুর লোকসভার মধ্যে পড়ছে বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, সোনারপুর উত্তর, ভাঙ্গর, যাদবপুর আর টালিগঞ্জ বিধানসভা। যাদবপুর বা টালিগঞ্জ ছাড়িয়ে দক্ষিণে যত যাওয়া যাবে সেখানকার মানুষ উপকৃত 'লদীর ভান্ডার' এবং 'স্বাস্থ্যসাথী'তে। সেখানকার কতটা ভোট সৃজন নিজের দখলে নিতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

শাসকদলের আরও এক মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বসিরহাট লোকসভা। কারণ সেই সন্দেশখালি। সন্দেশখালি থেকে বিজেপি প্রার্থী করেছে রেখা পাত্রকে, যিনি সন্দেশখালি প্রতিবাদী মুখ। প্রথমে যে ঝড় সন্দেশখালি নিয়ে উঠেছিল তা যেন সময়ের সাথে অনেকটাই এখন ম্রিয়মান। পাশাপাশি এমন কিছু ঘটনা সামনে চলে এসেছে তাতে যেন কোথাও খেই হারিয়েছে বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড। উপরন্তু রেখা পাত্র দুঁদে রাজনীতিক নন। সে অর্থে রাজনীতি তাঁর কাছে এক নতুন জগৎ। এক্ষেত্রে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে যে সাপোর্ট দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা ঠিক মত বোধহয় দিয়ে উঠতে পারছেন না। কারণ, তাঁরা নিজেরাই যেন পথ হারিয়েছেন। ফলে তৃণমূল প্রার্থী দুঁদে রাজনীতিবিদ হাজি নুরুল ইসলামের সঙ্গে টেক্কা নেওয়া মোটেই সহজ কথা হবে না রেখার। ফলে সব মিলিয়ে সপ্তম দফার নির্বাচনের উত্তেজনা সপ্তমেই।

এসি মেশিন বিক্রিতে নয়া রেকর্ড গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এয়ার কন্ডিশন মেশিন বিক্রিতে নয়া রেকর্ড গড়ল গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি। সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত গত এই পাঁচ মাসে ১,৫০০০০ এসি বিক্রি হয়েছে তাদের আউটলেট থেকে। এই বিপুল সংখ্যায় এসি বিক্রি এক মাইলস্টোন বলেও জানিয়েছেন গ্রেট ইস্টার্নের কর্মকর্তারা।এই প্রসঙ্গে গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেন্দ্র কুমার বেইদ জানান, প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর বিক্রির ক্ষেত্র সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার জেরেই এমন মাইলস্টোন স্পর্শ করা সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে এই সাফল্যলাভের ক্ষেত্রে গ্রেট ইস্টার্নের কর্মীবৃন্দ এবং যাঁরা এই এসি মেশিন তৈরি করছেন তাঁদের দক্ষতা এবং সর্বোপরি গ্রাহকদের অমূল্য অবদান রয়েছে বলেও জানান তিনি।

পূর্ব রেল লেভেল ক্রসিং এর পরিবর্তে লো হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপনের ফলে উপকৃত যাত্রীরা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: নিরাপদ এবং নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য পূর্ব রেল সর্বদা প্রস্তুত। সম্প্রতি পূর্ব রেল, মালদা ডিভিশনের অন্তর্গত চামাগ্রাম এবং নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যে একটি লেভেল ক্রসিং ৪০/বি অপসারণ করেছে। পরিবর্তে প্রয়োজনীয় জমি সহ পূর্ব রেল দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থায়নে ৪.৮ মি. উচ্চতার একটি লো হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। নিরাপদ এবং নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নতুন লো হাইট সাবওয়ে প্রতিস্থাপনের লক্ষ্য হল নিরবিচ্ছিন্ন এবং নিরাপদ যাত্রা উভয়ই বৃদ্ধি করে স্থানীয় সম্প্রদায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত করা। এখন আঞ্চলিক ব্যবসায়ীরা ছোট ট্রাকের মাধ্যমে খুব সহজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে উপরন্তু লেভেল ক্রসিং অপসারণ রেল ও সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সময় বাঁচাবে, যা একটি নির্বিঘ্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় আরও অবদান রাখবে। এই লো হাইট সাবওয়ে সড়ক যাত্রীদের জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয়েছে।

বরানগরে দুই ফুলের লড়াই প্রেস্টিজ ফাইটের আর বামেদের অস্তিত্ব রক্ষার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: তাপস রায়ের ইস্তফায় খালি হয় বরানগর আসনটি। এরপর বিজেপিতে যোগদান করেন তিনি। বিজেপিতে যোগদান করেই উত্তর কলকাতা থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হন তাপসবাবু। এদিকে ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে সজল ঘোষের নাম প্রায় ঠিক ছিল। কিন্তু শেষ বেলায় দলবদল করে তাঁর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেন তাপস রায়। তবে তাতে মোটেও ক্ষোভ প্রকাশ করেননি সজল। বরং তাপসবাবুকে দু'হাত খুলে স্বাগত জানান। এরপর সেই সজলকে বরানগরে প্রার্থী করে বিজেপি। অন্যদিকে বরানগরে 'ঘরের ছেলে' ও প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যকে প্রার্থী করে সিপিএম। ওই আসনে তৃণমূল প্রার্থী করেছে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

তন্ময় এর আগে উত্তম দমদমের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৬ সালে তৃণমূলের চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও বিজেপির অর্চনা মজুমদারকে হারিয়ে বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি। এরপর ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তন্ময়কে আবার উত্তম দমদমেরই প্রার্থী করে দল। কিন্তু সেবার চন্দ্রিমার কাছে পরাজিত হন তিনি।

সিপিএমের একটি সূত্রে খবর, লোকসভা ভোটে দমদম আসনের প্রার্থী হিসাবে তন্ময়ের নাম ভাবা হয়েছিল। তন্ময়ের নিজেরও ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জেলায় দলের তন্ময়-বিরোধী গোষ্ঠীর চাপে তা সম্ভব হয়নি। প্রার্থী করা হয় সুজনকে। অর্থাৎ, উত্তর ২৪ পরগনাতে এই মুহূর্তে তন্ময়ের জনপ্রিয়তায় লেগেছে ভাটার টান। কারণ, গত বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের বেনজির বিপর্যয়ের পরে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিলেন তন্ময়। প্রকাশ্যে দলের নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে তোপ দাগায় তিন মাস মুখ খুলতে সেন্সর করা হয় তাঁকে। বিধানসভা নির্বাচনে ব্যর্থতার দায় দলীয় নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, 'দলের এই ব্যর্থতার দায় নেতৃত্বের। আমাদের নয়। নিচুতলার কর্মীদেরও নয়। লোকসভায় শূন্য হয়ে যাওয়ার পরেও সেই দায় কেউ নেননি। বিধানসভায় হারের পরেও কেউ দায় নেবেন না। শুধু স্তালিন কপচালে হবে না। এটা স্তালিনের যুগ নয়।' শুধু তাই নয়, বামফ্রন্টের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর জোট নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন তন্ময়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে টিভির পর্দায় দেখা যায় তন্ময়কে। অংশ নেন বিতর্ক সভাগুলিতে। সেই তন্ময়কে বরানগরবাসী কতটা আপন করে নেবেন সেটাও দেখার।

অন্যদিকে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় ৪২ নামের মধ্যে ঠাঁই হয়নি সায়ন্তিকার। এরপর তা নিয়ে মুখ খোলেন অভিনেত্রী। তাঁর অভিমানপর্ব যখন বঙ্গ রাজনীতির 'হট টপিক' হয়ে উঠেছিল, তখনই কিছুটা ড্যামেজ কন্ট্রোল করতেই তাঁকে প্রার্থী করা হয় বরানগরের। তবে সায়ন্তিকার নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর বরানগরের তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্চিতা দে-র বক্তব্য ঘিরে পড়ে শোরগোল। সঞ্চিতা পোস্টে লেখেন, 'বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে আমরা কোনও সেলেব্রিটি বা অভিনেতা অভিনেত্রী চাই না। আমরা চাই একজন রাজনৈতিক ব্যক্তি আমাদের প্রার্থী হোন। যিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের হয়ে লড়াই করবেন। রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া এই লড়াই লড়া খুব সহজ হবে না।' যদিও হইচই পড়তেই পোস্টটি উধাও হয়। সঙ্গে সঞ্চিতা জানান, আবেগের বশে ফেসবুকে পোস্টটি করেছেন তিনি।

ফলে সায়ন্তিকার প্লাস পয়েন্ট গ্ল্যামার, মিতভাষী, মিশুকে, সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা হলে সজল এগিয়ে তাঁর স্লগওভার চলে চোখা আক্রমণ, ডাকাবুকো পদক্ষেপ, পুজোর আয়োজনে ষোলোআনা নিজেকে ডুবিয়ে রাখা। কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জায়গা ছেড়ে দিতে নারাজ। আর সেখানে বামপ্রার্থী তন্ময়ের রয়েছে দীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা।

ফলে বরানগর উপনির্বাচনে লড়াইটা মূলত ত্রিমুখী। বরানগরের উপনির্বাচনে বামেদের জন্য লড়াইটা শূন্য থেকে ১-এ পৌঁছনোর আর অন্য দুই দলের জন্য 'প্রেস্টিজ ফাইট'।

খড়দায় বিজেপির বুথ সভাপতির বাড়ির সামনে উদ্ধার সাদা থান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শেষ দফায় আজ, শনিবার দমদম লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। আগের দিন শুক্রবার খড়দা পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৭৭ নম্বর পার্টের বুথ সভাপতি পিন্টু পালের বাড়ির সামনে সাদা থান ও বোমার মতন বস্তু রাখা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতেই পাল পরিবার বাড়ির সামনে সাদা থান এবং কালো প্ল্যাস্টিকে মোড়া বোমার মতো বস্তু দেখতে পান। এতে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে দলীয় কর্মীরা পাল বাড়ির সামনে জমায়েত হন। এই ঘটনাকে ঘিরে খড়দার রহড়া থানার পূর্ব কল্যান নগর মাঠ পাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। রহড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে দেখেন ওটা বোমা নয়। কালো প্যাস্টিকে মোড়া একটা গোলাকার সুলতির দড়ি। এরপর পুলিশ সাদা থান এবং কালো প্লাস্টিকে মোড়া বোমার মতো বস্তু উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বিজেপির বুথ সভাপতি পিন্টু পালের দাবি, ভোটের দিন তিনি বুথে দলীয় এজেন্ট হিসেবে বসবেন। কিন্তু বুথে বসা থেকে আটকাতে তৃণমূল এসব করছে। যদিও তিনি বুথে বসবেন। পিন্টু বাবুর বক্তব্য, মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, সেটা প্রশাসনের অবশ্যই দেখা উচিত। পিন্টু বাবুর স্ত্রী অপর্ণা পালের দাবি, সাদা থান পাঠানো মানে তো খুনের হুমকি দেওয়া। এটা তৃণমূলের কাজ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে খড়দার আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি গোপাল সাহা বলেন, সাদা থান কিংবা বোমা রেখে চমকে ভোট করানোর তাদের দরকার নেই। মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দেবে। কিন্তু ওরা ভয় পেয়ে গেছে। তাই তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য ওরা নিজেরাই সাদা থান রেখেছে।

SBI — রিটেল অ্যাসেট ক্রেডিট সেন্টার, মেমারি
আর.বি.ও.-১ এর অধীনে, বর্ধমান, হাসপাতাল মোড়, পোস্ট: মেমারি
জেলা: পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড: ৭১৩১৪৬

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাকে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নোটিশে উল্লিখিত অর্ত পরিশোধের আহ্বান জানায়,
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও ডিরেক্টর কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও প্রকার লেনদেনে উক্ত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা ২) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**১) জনাব আবদুর রসিদ সেখ (পপুলার স্টোরের স্বত্বাধিকারী ও)** ঠিকানা-কুসুমগ্রাম মাঝেরপাড়া, গ্রাম এবং পোস্ট কুসুম গ্রাম, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪২২ **২) শাখা: কুসুমগ্রাম**	**১. সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :** সামসুন্নেহার বেগম স্বামী শেখ আবদুর রশিদ। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ আনুমানিক ০৯ শতক, মৌজা : কুসুমগ্রাম , জেএল নং ৭১, খতিয়ান নং ৭৯৫২, প্লট নং ১৮০৬, শ্রেণি : বাস্তু, বাজার মসজিদের নিকট, থানা : মন্তেশ্বর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩৪২২, দলিল নং ১-০০২৭০-২০০৯ সালের অনুযায়ী বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা নং ৪০৮৭ থেকে ৪১০৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -মন্তেশ্বর। **চৌহদ্দি** উত্তরে : শ্রী জিয়াউল মুস্তাফার সম্পত্তি, দক্ষিণে : হবিবর রহমান শ্রী শাজাহান এবং শ্রী সাহেব এর সম্পত্তি, পূর্বে : শ্রী পানু রুদ্র এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সাধারণ সড়ক	**ক) ৩০.০৫.২০২৪** **খ) ১৭.০১.২০২৪** **(২০.০১.২০২৪ তারিখে প্রেরিত)** **গ) ১১,৯২,৮০৩.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশো তিন টাকা মাত্র) এইচবিএল এর জন্য, **৭,৪৭,২৮৫.০০ টাকা** (সাত লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত পঁচাশি টাকা মাত্র) **টপ-আপের জন্য এবং ৯,৯৩, ০১৯.০০ টাকা** (নয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার উনিশ টাকা মাত্র) **সিসি এর জন্য (মোট ২৯,৩৩,১০৭.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ তেত্রিশ হাজার একশো সাত টাকা মাত্র) ১১.১২.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি ভবিষ্যৎ সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি ।
২.	**১) স্বরূপ কুমার চন্দ্র** পিতা- সমীর কুমার চন্দ্র, গ্রাম ও পোস্ট সিঙ্গারকোন, দক্ষিণপাড়া বাদলা, থানা- কালনা, পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৭০ **২) শাখা: বৈদ্যপুর**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী স্বপন কুমার চন্দ্র, পিতা সমীর কুমার চন্দ্র।** -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ৪ ডেসিমেল, মৌজা : সিঙ্গেরকোন, জেএল নং ১৩৯, এলআর খতিয়ান নং ২২২০, এলআর দাগ নং ৮৫৮, শ্রেণি : বাস্তু, দলিল নং ১-০২৯৫৫-২০১৭ সালের, জিপি : বাদলা, থানা : কালনা, জেলা : পূর্ব বর্ধমান।	**ক) ৩০.০৫.২০২৪** **খ) ০৮.০৩.২০২৩** **গ) ৯,৫২,৫৪৬.০০ টাকা** (নয় লক্ষ বাহান্ন হাজার পাঁচশত ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) ০৮.০৩.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি ভবিষ্যৎ সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি ।
৩.	**১) মেসার্স ন্যাশনাল এমব্রয়ডারি স্বত্বাধিকারী: জনাব ফিরোজ শেখ** ঠিকানা- বোহর বাজার, মসজিদের কাছে, গ্রাম-মোসরা, পোস্ট- বোহর, থানা- মেমারি, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩৪৩০ **২) শাখা: সাতগাছিয়া**	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী ফিরোজ শেখ পিতা শ্রী নূর মহম্মদ শেখ।** -সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল দলিল অনুযায়ী এবং অস্থায়ী শেড এরিযা ১৭৪২ বর্গফুট বন্ধকদত্ত মৌজা : বোহার, জেএল নং ৯৩, প্লট নং ৫৪৫০, খতিয়ান নং এলআর ৩৫৬২/১, শ্রেণি : বাস্তু, বোহার মসজিদের নিকট, থানা : মেমারি, পিন র ৭১৩৪২২ দলিল নং ১-৪৯৪৩/২০০৯ বর্ণিত মতে, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর : মেমারি। চৌহদ্দি : উত্তরে : সৈয়দ আবদুল মনাফ এর ভবন, দক্ষিণে : সৈয়দ আবদুল মনাফের ভবন, পূর্বে : মালিকের ভবন, পুকুর, পশ্চিমে : বোহার ২ জিপি এর সড়ক।	**ক) ৩০.০৫.২০২৪** **খ) ২৮.০৭.২০২৩** **(৩১.০৭.২০২৩ তারিখে প্রেরিত)** **গ) ১৯,৯৯,৩৫৯.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত উনষাট টাকা মাত্র) ২৮.০৭.২০২৩ অনুযায়ী তদুপরি ভবিষ্যৎ সুদ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি ।

বিঃদ্রঃ: দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ৩০.০৫.২০২৪,
স্থান: মেমারি

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিসি মেমারি

ভাঙড়ে বোমাবাজি, জখম এক শিশু-সহ ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: বৃহস্পতিবার রাত থেকে তপ্ত হয়ে উঠল ভাঙড়। ভাঙড়ের ভোগালিতে ফের তৃণমূল-আইএসএফ সংঘর্ষ। আর এই সংঘর্ষের হাত থেকে রেহাই পেল না শিশুও। বৃহস্পতিবার রাতের এই বোমাবাজিতে জখম এক শিশু-সহ ৭ জন। তৃণমূলের অভিযোগ, রাতে তাদের কর্মীদের লক্ষ্য করে অতর্কিতে বোমা মেরেছে আইএসএফ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বোমাবাজির অভিযোগ তুলেছে আইএসএফ। গুরুতর আহত চারজনকে জিরানগাছা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এরপর তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতেই তাঁদের পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। খবর পেয়ে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান সায়নী ঘোষ, অরূপ বিশ্বাসরা। ছিলেন শওকত মোল্লাও।

তৃণমূলের আহত এক কর্মী হাসপাতালের বেডে শুয়েই বলেন, 'রাস্তা দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছিলাম। ওরা আমাদের মিছিলের ওপরেই হামলা করে। প্রায় তিরিশটার মতো বোমা মেরেছে। আমার পা ঝলসে গিয়েছে।'

এরই পাশাপাশি এই বোমাবাজির ঘটনায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির গ্রেপ্তারির দাবি তোলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। তাঁর অভিযোগ, 'রাজনৈতিকভাবে না পেরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মতো সন্ত্রাস তৈরি করছে নওশাদ সিদ্দিকি। ৫ জন গুরুতর আহত। একটা শিশুও আহত হয়েছে।' এই ঘটনায় সায়নী ঘোষের বক্তব্য, 'আইএসএফের পায়ের তলার থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, সেটা বুঝেই হামলা করছে। বাড়ি বাড়ি ভোটের স্লিপ দিতে গিয়েছিল। একইসঙ্গে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, 'হারার আগেই আসলে ওরা হার মেনে নিয়েছে।' পাল্টা আইএসএফের বক্তব্য, 'তৃণমূলের লোকেরাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকি দিচ্ছিল। নিজেরাই সন্ত্রাস তৈরির জন্য বোমা মেরেছিল। আর তাতেই আহত হয়। এখন আইএসএফের নামে দোষ চাপাচ্ছে।'

দমদম কেন্দ্রে ৮১ কোম্পানি বাহিনী মোতায়ন থাকছে: অলোক রাজোরিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আজ, শনিবার সপ্তম দফায় রাজ্যে নয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন। তার মধ্যে রয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনার অধীনস্থ দমদম কেন্দ্র। শুক্রবার পানিহাটির ডিসি সেন্টার গুরু নানক ডেন্টাল কলেজ থেকে ভোটের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছেছেন ভোট কর্মীরা। এদিন পানিহাটির ডিসি সেন্টার পরিদর্শনে আসেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। তিনি জানান, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে নির্বাচন করতে ৮১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন থাকছে। ১৫০টি-রও বেশি কুইক রেসপন্স টিম এবং সাড়ে তিন হাজার পুলিশ কর্মী মোতায়ন থাকছে। দমদমের বাসিন্দা মহিলা ভোট কর্মী দেবশ্রী চক্রবর্তী বলেন, প্রথমবার তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে চলেছেন। তাঁর বেশ ভালোই লাগছে। আবার তাঁর কিছুটা ভয়ও লাগছে।

ভোটের আগের দিন থেকেই নিরাপত্তায় মুড়ল কলকাতা

বিভিন্ন জায়গায় চলল নাকা চেকিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তম ভোটদফা শুরু হওয়ার আগে কলকাতার নানা জায়গায় নাকা চেকিং করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের অফিসার ও কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে। সপ্তম দফায় বাংলার নয় আসনে ভোট রয়েছে। তালিকায় আছে কলকাতাও। চলছে নাকা তল্লাশি। বিশেষ করে শহর কলকাতার বিভিন্ন এন্ট্রি ও এক্সিট পয়েন্টগুলিতে চলছে এই নাকা চেকিং। নজরদারিতে কোথাও কোনও খামতি রাখা হয়নি। রাস্তা দিয়ে যেসব গাড়িগুলি যাতায়াত করছে, সেগুলিকে থামিয়ে গাড়ি চালকদের পরিচয়পত্র যাচাই করে দেখা হয়। গাড়ির যাত্রীরা কোথা থেকে আসছেন, কোথায় যাচ্ছেন, কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, সেই সংক্রান্ত বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করেন আধিকারিকেরা। পাশাপাশি গাড়ির ভিতরে কী নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডিকি খুলে পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হচ্ছে, কোথাও অবৈধ কিছু রয়েছে কি না। তল্লাশি করা হচ্ছে ব্যাগ-পত্রও। গোটা প্রক্রিয়া ভিডিয়োগ্রাফিও করা হয় কমিশনের তরফে। অন্যদিকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে গাড়ির নম্বর, চালকের ফোন নম্বরও নিয়ে রাখা হয়।

নির্বাচন কমিশনের তরফে নাকা চেকিংয়ের দায়িত্ব থাকা আধিকারিকরা জানান, ভোটদান ছাড়াও আরও বেশ কিছু বিষয়ের উপর নজর রাখতে হয় কমিশনকে। বিশেষ করে কোথাও অনিয়মিত নগদ টাকার লেনদেন বা মদ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হয়। ভোট পর্ব শুরু হয়ে গেলে, ৫০ হাজার টাকার বেশি নগদ নিয়ে যাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে নথিপত্র দেখাতে হয়। মূলত সেই বিষয়গুলিকেই খতিয়ে দেখা হয়।

এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে রয়েছে ১০২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। সপ্তম দফায় মোট বুথের সংখ্যা ১৭ হাজার ৪৭০ টি। এর মধ্যে ৩ হাজার ৭৪৮ টি টি বুথ স্পর্শকাতর। তার মধ্যে সপ্তম তথা শেষ দফা নির্বাচনে ৯ টি লোকসভা আসনের নিরাপত্তায় মোতায়ন থাকবে ৯৬৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাকি কোম্পানি থাকবে স্ট্রং রুমে নিরাপত্তায় এবং বাকি জেলায়। ৩৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে প্রথম থেকে ষষ্ঠ দফার পোস্ট পোলের জন্য। ১৮ কোম্পানি থাকবে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তার জন্য। মোট ১৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকছে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায়। ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা থাকছে স্ট্রং রুমের বাইরে। স্ট্রং রুমের বাইরে মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, সশস্ত্র পুলিশ ও লাঠিধারী পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়মে বদল, চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নিয়মে আসছে বদল। দীর্ঘ টানাপড়েনের পর অবশেষে চালু হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। সূত্রে খবর, লোকসভার ভোট পর্ব মিটলেই বিজ্ঞপ্তি জারি করতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। এমনটাই উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর। এতদিন পর্যন্ত কলেজে কলেজে পৃথকভাবে ভর্তির প্রক্রিয়া চলত। আর সেক্ষেত্রে ছাত্র সংসদের নানাভাবে প্রভাব খাটানোর বিপুল অভিযোগও উঠেছে। আর সেই কারণেই এবার ভর্তি প্রক্রিয়া আমুল বদলে ফেলতে চাইছে রাজ্য সরকার। প্রথম মেয়াদে শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন এই প্রক্রিয়া চালু করতে চেয়েছিলেন ব্রাত্য বসু। কিন্তু সেই সময় শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে এ নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়। পরবর্তীকালে শিক্ষামন্ত্রী হন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। অভিযোগ, তিনিই এই পদ্ধতির বিপক্ষে ছিলেন। তার জেরে থমকে যায় প্রক্রিয়া। সব জট কাটিয়ে এ বছর থেকে কেন্দ্রীয়ভাবেই ভর্তি শুরু হচ্ছে।

সূত্রের খবর, ২২ জুন থেকেই নয়া পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতি বিষয়ে মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে। সেই মেধা তালিকা অনুযায়ী কলেজ পছন্দ করার সুযোগ পাবেন পড়ুয়ারা। এরপর কাউন্সেলিংয়ের ভিত্তিতে সেই কলেজে ভর্তি হতে পারবেন পড়ুয়া।

এতদিন যিনি ভর্তি হতে চান তাঁকে আবেদন করতে হত সেই কলেজের ওয়েবসাইটে। কিন্তু নতুন এই নিয়মে আবেদন করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। পোর্টালের মাধ্যমেই যে কোনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকস্তরে ভর্তির আবেদন করা যাবে। কলেজের অ্যাকাউন্টে নয়, উচ্চশিক্ষা সংসদের অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে আবেদন ও ভর্তির ফি। স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ- ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১০ম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮০২৩৩,
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট -৪ [রুল ৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, ০৩.০২.২০২৪ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা মেসার্স ডুয়ার্স জুট টেক্সটাইল প্রাইভেট লিমিটেড** কে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **১১,৯৪,৪৬,২২৭.৮৩ টাকা (এগারো কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশো সাতাশ টাকা ও তিরাশি পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১২.২০২৩ থেকে সুদ সহ পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা, জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন **২৮শে মে, ২০২৪ তারিখে** সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **১১,৯৪,৪৬,২২৭.৮৩ টাকা (এগারো কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুইশো সাতাশ টাকা ও তিরাশি পয়সা মাত্র)** এবং ০১.১২.২০২৩ থেকে আরও সুদ এবং তদুপরি মূল্য চার্জ ইত্যাদি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে ও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী :
১. ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত গ্রাম : উত্তর চেঙ্গতিমারী, দোরকো, বক্সিরহাট, কোচবিহার, কামাক্ষাগুড়ি, ৭৩৬১৫৯, (রুরাল), পরিমাণ মোট এরিয়া : ১.৩০৫ একর। দলিল ১-২২৫ তারিখ ০৭.০১.২০২০ রেজিস্ট্রিকৃত ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে (চেন দলিল নং ১-৫৭০৭, তারিখ ০৯.০৮.২০১৭) কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি ডুয়ার্স জুট টেক্সটাইল প্রা লি এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তর এবং পূর্বে : নবীন দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ডুয়ার্স ট্রেডিং কোম্পানি, পশ্চিমে র ১৫ ফুট চওড়া মেটাল রোড, সীমার মধ্যে ১.৫০ ডেসিমেল জমি এলআর প্লট নং ২৭০ বাইরে চৌহদ্দি : উত্তরে :নবীন দাসের সম্পত্তি, দক্ষিণে : ফরেস্ট অফিস, পূর্বে : চিনাশ্বরীর সম্পত্তি, পশ্চিমে : ডুয়ার্স ট্রেডিং কোম্পানির সম্পত্তি, সীমার মধ্যে ১.২৯ একর জমি , এলআর প্লট নং ২৭২, ২৭৩,২৭৪, ২৭৫ অবস্থিত। **(দলিল নং ১-২২৫ তারিখ ০৭.০১.২০২০)**
২. ফ্যাক্টরি জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত গ্রাম : উত্তর চেঙ্গটিমারী, দোরকো, থানা : বক্সিরহাট, কোচবিহার, কামাক্ষাগুড়ি,৭৩৬১৫৯ (রুরাল), পরিমাণ মোট এরিয়া : ০.৫১ একর। স্বত্ব দলিল নং ১-৩২৪০ রেজিস্ট্রিকৃত ০৮ মে ১৪ তারিখে, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তি ডুয়াসী ট্রেডিং কোম্পানির নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত জয় নারায়ণ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী, দক্ষিণে : চেঙ্গটিমারী ফরেস্ট, পূর্বে : প্রয়াত জয় নারায়ণ দাসের আইনি উত্তরাধিকারী, পশ্চিমে : সরকারি খাস জমি এলআর দাগ নং ২৭০,২৭১,২৭২ অধীন। **(দলিল নং ১-৩২৪০ তারিখ ০৮/০৫/২০১৪)**

দ্রষ্টব্য: দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিকে পরিষেবার পরিবর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ: ২৮.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং: ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮৩৯
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in, CIN: L65190MH2004GOI148838
সংযোজনী- ৪, [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা ওই অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে **ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতা** ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করতে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে ।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ-এর অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	ক) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম খ) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) শ্রী দিব্যেন্দু দাস (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতী অন্তরা দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) ০৭০২৬৭৫১০০০১৪৩২২ এবং ০৭০২৬৭৫১০০০১৪৩৫৯	০১-০২-২০২৪ ৩১-০৫-২০২৪ ২৩,৫১,১০৬.৮ ৫ (তেইশ লক্ষ একান্ন হাজার একশো ছয় টাকা পঁচাশি পয়সা মাত্র) ১০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল দিয়ে তৈরি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ১এ, দোতলায়, উত্তর পূর্ব দিকে তিনতলা ভবনে পরিমাণ আনুমানিক ৭৮০ বর্গফুট সুপার বিল্টআপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত পুর হোল্ডিং নং ১১২ বিবেকানন্দ পল্লি, থানা: দমদম, কলকাতা: ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ২, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, নির্মিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১২ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : গোরুই, আরএস দাগ নং ৫১, এলআর দাগ নং ১২৭, এলওপি নং ৪২, এলআর খতিয়ান নং ৪২, জেএল নং ১৬, এডিএসআর কাশীপুর দম দম এবং পুরসভা হোল্ডিং নং ১১২ বিবেকানন্দ পল্লি, থানা দমদম, কলকাতা ৭০০০৬৫ দক্ষিণ দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা চৌহদ্দি : উত্তরে : এলওপি নং ৪১, দক্ষিণে : অন্যান্যর জমি, পূর্বে : অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ১৭ ফুট চওড়া পুর সড়ক।
২.	১) মেসার্স আর.কে. ট্রেডিং, (ঋণগ্রহীতা) স্বত্বাধিকারী- শ্রী ঋষিকেশ দে (ঋণগ্রহীতা) শ্রীমতী ঋতুপর্ণা দে (জামিনদার) ২) ১১৩৮৬৫১১০০০০২২৫৭ এবং ১১৩৮৬৭৩২০০০০০১৭০	১) ১৩-০২-২০২৪ ২) ৩১-০৫-২০২৪ ৩) ২৭,৩১,৭৮২.৫৮ (সাতাশ লক্ষ একত্রিশ হাজার সাতশো বিরাশি টাকা আটান্ন পয়সা মাত্র) ০১-০৪-২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্থাবর সম্পত্তি অরুই গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন অবস্থিত জেলা পূর্ব বর্ধমান, থানা : মাধবডিহি, মৌজা : অরুই জেএল নং ১৮২, এলআর প্লট নং ১৮২৩ এবং ১৮৩৪, এলআর খতিয়ান নং ১১০ এবং ২৬৭৬, চৌহদ্দি : পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : বিষ্ণুপদ দে এর সম্পত্তি, উত্তরে : বিষ্ণুপদ দে এর সম্পত্তি,দক্ষিণে : মোরাম রোড। এবং সংশ্লিষ্ট জমিস্থিত স্থায়ীভাবে যাবতীয় নির্মাণ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সমুদয়।
৩.	১) প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা), গীতা জুলকা (প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী), তানিষ্ক জুলকা (প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী) এবং আকাঙ্ক্ষা জুলকা (প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী) ২) ১৬৮৩৬৫১১০০০০০০১৯; ১৬৮৩৬৭৩২০০০০০১৪৩ এবং ১৬৮৩৬৭৩২০০০০০১১৬	১) ১৬.০৩.২০২৪ ২) ৩০-০৫-২০২৪ ৩) ২৫,৫৬,২০১.৫ ৯ (পঁচিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দুইশো এক টাকা মাত্র) ০১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া এবং ৫,৬৫, ৫৬২.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ পয়ষট্টি হাজার পাঁচশো বাষট্টি টাকা মাত্র) ০৫.০৬.২০২৩ অনুযায়ী বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর একতলায় সিমেন্টের মেঝে সমন্বিত পরিমাণ এরিয়া ২৩৩ বর্গ ফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত ৫০ বছরের পুরানো তিনতলা ভবনে প্রেমিসেস নং ৯এ, ইন্দ্র রায় রোড, থানা : ভবানীপুর, কলকাতা : ৭০০০২৫, উক্ত প্রথম তপশিল থেকে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত প্রেমিসেস ওয়ার্ড নং ৭২ এবং উক্ত দোকান ঘর এর চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৯এ, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কালীমোহন ব্যানার্জি লেন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৯এ, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৯এ। এবং সংশ্লিষ্টস্থিত যাবতীয় নির্মাণ সকল অংশ৩০৯৪.৮৪ বর্গফুট এরিয়া তিনতলা ভবনে দোকান ঘর, বেড রুম, ডাইনিং স্পেস, শৌচালয়, চলার পথ সহ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯এ, ইন্দ্র রায় রোড, থানা : ভবানীপুর, জেলা এবং অ্যাডি জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৯সি ইন্দ্র রায় রোড, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কালী মোহন ব্যানার্জি লেন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া কালী মোহন ব্যানার্জি লেন,পশ্চিমে : কালী মোহন ব্যানার্জি লেন,
৪.	১) ঋণগ্রহীতা শ্রী শিশির কুমার পাঞ্জা এবং শ্রীমতী বন্দনা পাঞ্জা ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০২১৯৬০ এবং ০২৫৬৬৭৫১০০০২১১৩৭	১) ২১-০২-২০২৪ ২) ৩১-০৫-২০২৪ ৩) ২৫,৩৯,০০৪.০৬ টাকা (পঁচিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার চার টাকা ও ছয় পয়সা মাত্র) ১০-১২-২০২৩ অনুযায়ী	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল নং ১-২৫৬৩/২০১১ তারিখ ২৮.০৬.২০১১, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ২০৬০ বর্গফুট আরএস প্লট নং ১৬৬৩, আরএস খতিয়ান নং ১৮২০, এলআর প্লট নং ২১১৮ এবং ২১১৯, এলআর খতিয়ান নং ১৮২০, এলআর খতিয়ান নং ২৮৮৯, মৌজা : বড়শুল, জেএল নং ১৬৩, থানা : শক্তিগড়, এডিএসআর অফিস এবং সাব ডিভিশন বর্ধমান, বড়শুল ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন এবং একটি নির্মাণ সমুদয়। সম্পত্তির চৌহদ্দি : দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, পূর্বে : আরএস দাগ নং ১৬৬৩।

তারিখ: ০১-০৬-২০২৪
স্থান: কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

সম্পাদকীয়

সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রতিবাদী মন আজ আরও বেশি দরকার

সত্যজিৎ রায়ের শেষ ছবি তিনটি দেখে তাঁর প্রতিবাদী মুখটি সকলকে মুগ্ধ করেছে। শিল্পীর মধ্যে যদি সামাজিক চেতনাই না থাকে, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রে ঘটে-যাওয়া অন্যায়-অবিচারের সামনে যদি সে মুখ বুজে থাকে, তবে সেই শিল্পীসত্তার কী-ই বা মূল্য আছে! রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে সত্যজিতের মতো মানুষেরা আজ যদি কেবলই কাব্যময়তার মধ্যে পড়ে থাকতেন, তবে সমাজ হত বন্ধ্যা। হীরক রাজার প্রজাদের মতো, স্থবির। তবে এ কথাও অস্বীকার করার জো নেই যে, বেদনাহত, প্রতিবাদী অভিব্যক্তি অন্যের হৃদয়ও নিশ্চিতরূপে স্পর্শ করে। নইলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে বাংলাদেশ কিংবা রাশিয়ায় ওই ভাবে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হতে পারত না। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ হয়তো সমাজকে বদলাতে পারেনি, তবে তা আজও মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে যায়। গণশত্রু ছবির নায়ক চিকিৎসক অশোক গুপ্তের মধ্য দিয়ে আমরা সত্যজিতের বিচলিত এবং বেদনাহত চরিত্রটিকে খুঁজে পাই। দুর্নীতি, কপটতা, ছলচাতুরি, ধর্মের নামে কুসংস্কার, উগ্র মৌলবাদ, ক্ষমতার প্রতি উৎকট লালসা এবং সেই সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের একাংশের দ্বিচারিতা আজও দেখতে হচ্ছে। অযোগ্য মানুষের নেতৃত্ব, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে রাজনীতি, ধর্মের আফিম খাইয়ে এক জনের বিরুদ্ধে আর এক জনকে লড়িয়ে দেওয়া; এই সব দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি বেড়েছে বই কমেনি। সমাজ সেই অর্থে বদলায়নি ঠিকই। তবে কিছু মানুষের ‘রেভলিউশনারি হার্ট’ তৈরি হয়েছে বইকি। দেশ জুড়ে সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন তারই একটি মোক্ষম প্রমাণ। মাঠের এই বিপ্লব আর শিল্পীর কলমে উঠে আসা বিপ্লব কখন, কী ভাবে, কোন দিকে মোড় নেবে, কেউ বলতে পারে না। ‘সত্যমেব জয়তে’; এটিই বিপ্লবের আসল রসদ। আমরা সবাই অশোক গুপ্তের মতো হতে পারি না। গণশত্রু-র মতো ছবি দর্পণস্বরূপ, যা আমাদের সজাগ করে দেয়। সব মানুষকে ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রলোভনের দ্বারা বশ করা যায় না। তাঁরা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়ে বসেন। তার পর সাধারণ মানুষের হুঁশ ফেরে। গণশত্রু-তে তার প্রকাশ আমরা দেখেছি। সত্যের জয় সেখানে হয়েছে। বাস্তব সমাজজীবনেও এমনটি ঘটে। সত্যজিৎ রায়ের মতো প্রতিবাদী মন আজ আরও বেশি করে দরকার।

আনন্দকথা

এরা এত হাসিখুশি করছে, কিন্তু এ চুপ করে বসে আছে।” মাস্টারের বয়স তখন সাতাশ বৎসর হইবে।

কথা কহিতে কহিতে পরম ভক্ত হনুমানের কথা উঠিল। হনুমানের পট একখানি ঠাকুরের ঘরের দেওয়ালে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, হনুমানের কি ভাব! ধন, মান, দেহসুখ কিছুই চায় না; কেবল ভগবানকে চায়! যখন স্ফটিকস্তম্ভ থেকে ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে পালাচ্ছে তখন মন্দোদরী অনেকরকম ফল নিয়ে লোভ দেখাতে লাগল। ভাবলে ফলের লোভ নেমে এসে অস্ত্রটা যদি ফেলে দেয়; কিন্তু হনুমান ভুলবার ছেলে নয়; সে বলল ঃ

(গীত — ‘শ্রীরামকল্পতরু)

আমার কি ফলের অভাব।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

নার্গিস

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নার্গিসের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট ভারোত্তলক কারনাম মালেশ্বরীর জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীনেশ কার্তিকের জন্মদিন।*

সামাজিক ন্যায় বনাম তোষণ নীতি
পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষিত

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SUB-DIVISIONAL OFFICER
_____ SUB-DIVISION
DIST. - _____
CERTIFICATE FOR OTHER BACKWARD CLASSES
Certificate No. - _____ Date : _____
This is to certify that _____ son/daughter of _____ of village _____ P.O. _____ P.S. _____ in the district _____ of the state of _____ belongs to the _____ community which is recognised as a Backward Class (Other Backward Classes - Category A/B) by the Government of West Bengal, Under:-
_____
and as a Backward Class by the Government of India for the State of West Bengal, under:-
_____
_____ and other family ordinarily reside(s) in the District of _____ of the state _____
This is also to certify that he does not belong to the category of persons/section (Creamy Layer) to whom reservation shall not apply as provided in Schedule under Section 4 of the West Bengal Backward Classes (other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes) (Reservation of Vacancies in Services and Posts) Act, 2012 or in Column No. 3 of the Schedule to the Govt. of India, Department of personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8-9-93, last revised vide O.M. No. 36033/1/2013 dated the 27th May, 2013.
Place :
Date :
Attach applicant's recent passport size photograph duly attested
Office Seal
Sub-Divisional Officer
DIST. - _____
STATE - _____

পল্লব মন্ডল

২০১০ সালের পরে তৈরি হওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করার এবং এই তালিকা অবৈধ বলে ঘোষণা করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর ফলে বাতিল হতে চলেছে প্রায় ৫ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র। যদিও ২০১০ সালের আগের ঘোষিত ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের শংসাপত্র বৈধ এবং ২০১০ সালের পরে ওবিসি সংরক্ষণের কারণে যারা চাকরি পেয়েছেন বা নিয়োগপ্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছেন তাদের চাকরি বহাল থাকবে। বুধবারের শুনানি শেষে কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বর্তমান সরকারের শাসনকালে জারি হওয়া সমস্ত ওবিসিদের তালিকা বাতিল করা হল। সেইসঙ্গে, ওবিসিদের জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিশন অ্যাক্ট ১৯৯৩ অনুযায়ী নতুন তালিকা তৈরি করতে হবে। সেই তালিকা বিধানসভায় পেশ করে চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়ার পরই এই তালিকা চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে। টিএমসির ‘ধর্মনিরপেক্ষতার’ বুলি নস্যাৎ করে দেওয়া হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক সমাবেশে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে আনন্দের দৃশ্যমানতা মাননীয়ার মুসলিম প্রীতিতে কিছুটা আঘাত হেনেছে বলেই তিনি মুসলিম তুষ্টিকরণ জন্য আদালতের আদেশর বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা বলেন, যা সম্পূর্ণরূপে জাতিভিত্তিক সংরক্ষণকে রাজনৈতিক তুষ্টির জন্য ব্যবহার করার নজির। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে টিএমসি সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম ভোটারদের সন্তুষ্ট করতে ওবিসি সংরক্ষণকে কারচুপি করার অভিযোগ রয়েছে। মুসলিম ভোটারদের মুখ্যমন্ত্রী মমতার প্রধান ভোটব্যাঙ্ক বলে মনে করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে তাদের জনসংখ্যা ৩০ -এর অধিক। সুতরাং সংখ্যাগুরুত্বের দিকে দিয়ে দ্বিতীয় এই সম্প্রদায় কি ভাবে সংখ্যালঘু স্ট্যাটাস ভোগ করে তা একটি বড় প্রশ্ন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রায়শই বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উৎসাহ প্রদান এবং তাদের স্থায়িত্ব প্রদান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা পক্ষে ক্ষতিকারক। এথেকেই বোঝা যায় যে পদক্ষেপটি প্রকৃত সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর করার পরিবর্তে টিএমসির ভোটব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। ফলস্বরূপ, ক্ষমতাসীন দলের ২০১২ সালে প্রণীত নীতিটি কেবল জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের সারমর্মকেই ক্ষুণ্ন করে না, সেই সঙ্গে এটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণকেও ইন্ধন যোগায়, যাদের প্রকৃতপক্ষে এই সংরক্ষণের প্রয়োজন। তাই, মুসলিম সম্প্রদায়কে ওবিসি মর্যাদা দান, টিএমসি সরকারের সামাজিক ও শিক্ষাগত পশ্চাদপদতার ভিত্তিতে সাংবিধানিক সংরক্ষণের অপব্যবহার। কলকাতা হাইকোর্ট এই রায়দানের মাধমে প্রমাণ করে দেন যে, সরকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা তথ্য ছাড়াই ওবিসিদের উপশ্রেণিবিন্যাসের সুপারিশ করেছিল। রাজ্য কমিশন এবং সরকার জনসাধারণের বিজ্ঞপ্তি এবং আপত্তির উপর কর্ণপাত না করে এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগুলিকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে অস্বচ্ছ এবং পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে শুধুমাত্র মুসলিম তোষণের কারণে। আদালত জানায় যে রাজ্য সরকারের সংরক্ষণ প্রদান সম্পর্কে সংবিধানের ১৬ (৪) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতিগুলি মেনে চলা উচিত, যা সরকার উপেক্ষা করেছে।

কেন হিন্দু রিজার্ভেশন ভাগ করা হলো অবৈধ ভাবে?

এই রায় থেকে উদ্ভূত মৌলিক প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল কেন হিন্দু বর্ণ-ভিত্তিক সংরক্ষণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্যত বিলিয়ে দেওয়া হল? সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পরা শ্রেণির উন্নতির জন্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে সংরক্ষণ রাজনৈতিক তোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠল কেন? এই দুই প্রশ্নের ব্যখ্যা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ হলেও অতিসরলিকৃত উত্তর হল রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক দখলের মাধ্যমে নিজেদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার লিপ্সা, যা তুষ্টিকরণের দ্বারাই সম্ভব। এই ক্ষমতা লিপ্সাই টিএমসিকে ২০১২ সালের আইন দ্বারা মুসলমানদের ওবিসি সংরক্ষণের পথকে সুগম করে তলে, যা আসলে তাদের ভোটব্যাঙ্ক দখলের চেষ্টা মাত্র। মুসলমান ও খ্রিস্টানরা নিজেদের এমন একটি ধর্ম বলে দাবি করে যা বর্ণপ্রথা মেনে চলে না। তাদের সংখ্যালঘু কোটা বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির কোটা আগে থেকেই থাকলেও কোন কোন রাজনৈতিক দল এই সম্প্রদায়গুলিকে ওবিসি মর্যাদা দাবি করার অনুমতি দিচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতিভিত্তিক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যকে দুর্বল করে দেয়। অধিকন্তু, এটি সংবিধান দ্বারা প্রদত্ত তাদের ন্যায্য সুবিধা থেকে যোগ্য হিন্দু সম্প্রদায়কে বঞ্চিত করে।

যোগ্যতার উপর রাজনৈতিক তুষ্টিকরণ?

টিএমসি এবং অনেক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স জোটের দলগুলি সংখ্যালঘু দের ওবিসি কোটায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাদের ইশতেহারগুলি সরাসরি একথা না বললেও তাদের কর্মকান্ডগুলি তাদের এই অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে। কর্ণাটকে সিদ্ধারামিয়া প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি দেখুন! এই দলগুলি সমাজের নিপীড়িত অংশের সুবিধার জন্য সংবিধানে রাখা সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে উপহাস করছে। তারা অহিন্দু সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে ওবিসিদের সংরক্ষিত আসন ও কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করছে! ক্রমেই প্রকাশ হচ্ছে, ওবিসি কোটা সরকারি কর্মসংস্থান এবং শিক্ষায় যোগ্যতাভিত্তিক ব্যবস্থাকে বাইপাস করার জন্য নির্দিষ্ট সম্প্রদায়গুলিকে অনুমতি দেওয়ার একটি কৌশল হয়ে উঠেছে। অহিন্দু ধর্মগুলির ওবিসি মর্যাদা প্রসারিত করে রাজ্য সরকারগুলি যোগ্যতার পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলিকে অবজ্ঞা করছে! এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল জনসাধারণের আস্থা নষ্টই করে না, ভবিষ্যতে গ্রহণযোগ্য নীতিগুলির জন্য একটি বিপজ্জনক নজিরও স্থাপন করছে।

কলকাতা হাইকোর্টের রায় টি. এম. সি সরকার এবং ক্ষতিকর তুষ্টিকরণের রাজনীতি করা সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য একটি অনুস্মারক হওয়া উচিত। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজের কিছু অংশকে সন্তুষ্ট করার জন্য অবিচারের পথ অবলম্বন করতে দেওয়া উচিত নয়। রাজ্য সরকারগুলিকে অবশ্যই সমস্ত সম্প্রদায় ও জাতির সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। পক্ষপাতদুষ্ট নীতি এবং রাজনৈতিক চাপ কেবল সামাজিক কাঠামর ক্ষতিসাধন ঘটাবে। যে সরকার এই ধরনের বিপজ্জনক নীতি গ্রহণ করছে, তারা ভারতের জনগণের সঙ্গে ঘৃন্য সাম্প্রদায়িক খেলা খেলছে।

কলকাতা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে হওয়া মারাত্মক ভুল সংশোধন করে, এই সিদ্ধান্তে সনাতনীরা আনন্দিত। আশা করি এই পদক্ষেপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হিন্দু সংরক্ষণের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করবে। সবশেষে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং রাজশেখর মান্থার রায়টি মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতে হিন্দুদের অধিকারের বিনিময়ে রাজনৈতিক তোষণের ঘটনা সাংবিধানিক আত্মা বিরুদ্ধ।

পরিযায়ী শ্রমিকের পর এবার বাংলায় পরিযায়ী শিক্ষক!

স্বপনকুমার মণ্ডল

> আসলে বাঙালির আর কিছু থাক বা না-থাক, পাণ্ডিত্যের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক। তর্কযুদ্ধে তার সতর্ক দৃষ্টি সদা সচল। শুধু তাই নয়, ভাবুক প্রকৃতির মধ্যেও তার পণ্ডিতম্মন্যতা বর্তমান। পেশাদারিত্বেও বাঙালির পণ্ডিত হওয়ার বাতিক। ‘যার নেই গতি,সে করে পণ্ডিতি’র মধ্যে পণ্ডিতের দারিদ্রপীড়িত জীবন বেরিয়ে এলেও তার মধ্যেই বাঙালির হাতের পাঁচে পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য বেড়িয়ে পড়ে। নেপালি বেকাররা কিছু না পেলে যেমন গাড়ির চালক হয়,বাঙালি বেকার তেমনই টিউশন করে। এই পড়ানোর মধ্যে শুধুমাত্র দারিদ্রমোচনের উপায়ই জারি না, পাণ্ডিত্যের ক্ষুধাও সক্রিয় থাকে। সেখানে অধিকাংশ বাঙালির কাছেই শিক্ষকতার পেশা শুধু চাকরির সাধই বয়ে আনে না,স্বপ্নপূরণের হাতছানি দিয়ে চলে।

বছর চারেক আগেই করোনাকালে দেশের করুণ চিত্রে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিদারুণ অস্তিত্ব-সংকটে পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরার দুর্বিষহ দৃশ্য দেখে দেশবাসী শিউরে উঠেছিল, বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল মনে। যেন করোনার করুণায় দেশের মানুষ দেশের দুর্দশার বাস্তব চিত্র আবিষ্কার করার অবকাশ পেল। সেখানে বিশেষ করে এই রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা যে বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান এবং তাদের অধিকাংশই পরিযায়ী হয়ে রাজ্যের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন শহর নগর বন্দরের কাজে সামিল হয়ে থাকে, করোনার ভয়াবহ পরিণতিতে তা বেরিয়ে পড়ে। করোনার ছোবল থেকে বাঁচতে গিয়ে রাজ্যের মানুষের অস্তিত্ব-সঙ্কটও আমাদের তখন ভাবিয়ে তোলে। সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বা আশঙ্কা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, রাজ্যেও ভিনদেশি পরিযায়ী শ্রমিকের অস্তিত্ব নিয়ে প্রতিযুক্তি সাজানো যেতেই পারে, তাতে রাজ্যের করুণ চিত্র কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কাজের অভাব থেকেই যে রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ওঠার মূলাধার, তার পরিচয় এখনও অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের রাজ্যের বাইরে কাজে যাওয়ার অব্যাহত গতিতে প্রতীয়মান। সেখানে তীব্র বেকারত্বে দিশাহীন যুবসমাজের মধ্যেও পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ওঠাটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। কাজের খোঁজে রাজ্যের বাইরের যাওয়ার প্রবণতা অপ্রত্যাশিত নয়। সেই প্রত্যাশায় পরিযায়ী শ্রমিক থেকে পরিযায়ী শিক্ষকের আবির্ভাবে রাজ্যের করুণ চিত্রকে আরও বেলাগাম করে তুলেছে। পার্শবর্তী যে রাজ্যটি সম্পর্কে ‘জঙ্গলের রাজত্ব’ বলে সভ্যতাগর্বীদের মুখে খই ফুটতো, সেই বিহারই সারা রাজ্যে এখন মদ্যপান নিষিদ্ধ করে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । শুধু তাই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বচ্ছ নিয়োগের আয়োজন করে নতুন পথের দিশারি হয়ে উঠেছে । সেই স্বচ্ছতার আলো এই রাজ্যের সুশিক্ষিত বেকারদের মনেও আশার আলো সঞ্চার করেছে। ইতিপূর্বের স্বচ্ছ নিয়োগের অভিজ্ঞতাই তাদের মনে নতুন করে বাঁচার সদিচ্ছা জেগে উঠেছে। ২৮ মে (২০২৪) শুধুমাত্র বাংলা বিষয়ের শিক্ষকের টেট পরীক্ষার (১৮-২৯ মে ‘বিহার সেকেন্ডারি টিচার এবিলিটি টেস্ট’ চলছে) জন্য হাজার হাজার শিক্ষিত বেকার বাংলা থেকে পাটনার উদ্দেশে রওনা হয়। এভাবে তাদের পরিযায়ী শিক্ষক হয়ে ওঠাটা যে তারা কখনও ভাবতেই পারেনি, সোশ্যাল মিডিয়াতেও তা নিয়ে অনেকের পোস্টেই তা প্রতীয়মান। একদিকে যখন রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার আয়োজন চলছে, অন্যদিকে তখন বাংলার বেকার যুবক-যুবতীদের মনে পরিযায়ী শিক্ষকের দুঃস্বপ্ন নিবিড় হয়ে উঠছে, ভাবা যায়!

আসলে বাঙালির আর কিছু থাক বা না-থাক, পাণ্ডিত্যের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক। তর্কযুদ্ধে তার সতর্ক দৃষ্টি সদা সচল। শুধু তাই নয়, ভাবুক প্রকৃতির মধ্যেও তার পণ্ডিতম্মন্যতা বর্তমান। পেশাদারিত্বেও বাঙালির পণ্ডিত হওয়ার বাতিক। ‘যার নেই গতি,সে করে পণ্ডিতি’র মধ্যে পণ্ডিতের দারিদ্রপীড়িত জীবন বেরিয়ে এলেও তার মধ্যেই বাঙালির হাতের পাঁচে পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য বেড়িয়ে পড়ে। নেপালি বেকাররা কিছু না পেলে যেমন গাড়ির চালক হয়,বাঙালি বেকার তেমনই টিউশন করে। এই পড়ানোর মধ্যে শুধুমাত্র দারিদ্রমোচনের উপায়ই জারি না, পাণ্ডিত্যের ক্ষুধাও সক্রিয় থাকে। সেখানে অধিকাংশ বাঙালির কাছেই শিক্ষকতার পেশা শুধু চাকরির সাধই বয়ে আনে না, স্বপ্নপূরণের হাতছানি দিয়ে চলে। এজন্য অধিকাংশের মনেই শিক্ষক-শিক্ষিকার সাধ-স্বপ্নের মধ্যেই নতুন জীবনের প্রতীক্ষা জেগে থাকে। সেখানে উচ্চশিক্ষা শেষ করে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করার আয়োজনের মধ্যেই হবু শিক্ষকের স্বপ্ন নিবিড় হতে থাকে। শিক্ষার সৌরভ ও গৌরবের মধ্যেই শিক্ষকতার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ থাকে না,পবিত্র পেশা হিসেবেও তার বনেদি আভিজাত্য বাঙালির চোখে মুখে অজান্তেই বেরিয়ে পড়ে। এখনও নেই রাজ্যের মধ্যেও শিক্ষকের শ্রদ্ধার আসনে নিজেকে দেখার স্বপ্ন অনেক ছাত্রছাত্রীর মধ্যেই চোখের কাজল হয়ে জেগে থাকে।

সেখানে দীর্ঘকাল ধরে (২০১৬-র পরে এস এস সি পরীক্ষা আর হয়নি) রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে রয়েছে, যাও হয়েছে তাও দুর্নীতির শিকারে পর্যুদস্ত। শিক্ষাক্ষেত্রেও বেহাল দশা। আগে শিক্ষার উৎকর্ষকেন্দ্র ছিল এই রাজ্য। সেই রাজ্যেই আজ যোগ্য শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে অবিরত। নিয়োগে দুর্নীতির পাহাড় ডিঙিয়ে নতুন সূর্যের আলোর সম্ভাবনাও আর দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে সেই দুর্নীতির ফাঁসে বেকার যুবক-যুবতীদের স্বপ্নই আজ মৃত্যুশয্যায় পাঞ্জা লড়ছে। সেখানে বেঁচে থাকার বিশল্যকরণী জোগানোর সদিচ্ছা নিয়ে নিজের রাজ্য ছেড়ে পররাজ্যে পাড়ি দেওয়ার মধ্যে কোনো গৌরব নেই, আছে শুধু আত্মধিক্কার আর স্বদেশে বঞ্চিত হওয়ার তীব্র হাহাকার। আমরা অনেক সময় মেধার দেশান্তর নিয়ে সখেদে দুঃখ প্রকাশ করি। অথচ তার জন্য আমরাই দায়ী,সেকথা আমরা ভুলে যাই। শিক্ষা শেষে নিজেকে যথাযোগ্য ভাবে গড়ে তুলেও আজ রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের পরিযায়ী শিক্ষকে পরিণত হতে হচ্ছে, এ তো শিক্ষাব্যবস্থার দেউলিয়াপনা, রাজ্যের সুশাসনের অভাবের অনন্য নিদর্শন। বঞ্চিত ও যোগ্যদের দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ নিয়োগের দাবিতে রাস্তার আন্দোলন এখনও জারি, তার মধ্যে পরিযায়ী শিক্ষকদের অবিরাম পথচলায় রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশা আরও নগ্ন হয়ে উঠেছে। বিশ্বাসের অভাবে সন্দেহ নিবিড় হয়ে ওঠে। যে শিক্ষা মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে,সেই শিক্ষাই আজ জীবনের বাতিঘর নেভানোর আয়োজনে সামিল হয়েছে। অবিশ্বাসী মনে কেউ স্বপ্ন দেখতে পারে না, দেখে শুধু দুঃস্বপ্ন। যে শিক্ষা মানুষকে সম্পদে পরিণত করে, সেই শিক্ষাই আজ মানুষকে দেউলিয়া করে তুলেছে। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা রাজ্যটি যখন শিক্ষা বিস্তারে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলায় মরীয়া,তখন এই রাজ্যের করুণা পরিণতিতে শিক্ষাক্ষেত্রেই মানবসম্পদের অপব্যবহারে চরম দুরবস্থা বিস্ময় সৃষ্টি করে। একে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে,অন্যদিকে শিক্ষক নিয়োগের আয়োজনে অচলাবস্থা জারি। এই শাঁখের করাতে স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও হবু শিক্ষকদের ত্রিবেণী সংকটে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার অচলাবস্থা যে ক্রমশ কত ভয়ঙ্কর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে,পরিযায়ী শিক্ষকের পথচলাতেই তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে !

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সরকারি অনুমতি ছাড়াই অবৈধ ভাবে কৃষিজমিতে বাংলো তৈরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সরকারি অনুমতি ছাড়াই জমির কনভার্সন না করে স্থানীয় পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে অবৈধ ভাবে কৃষিজমির ওপর বাংলো তৈরির অভিযোগ উঠল অবাঙালি এক মহিলার বিরুদ্ধে। স্থানীয় নবদ্বীপ ব্লক ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে খবর, নদিয়ার নবদ্বীপ ব্লকের সরডাঙা মৌজার, জেএল নম্বর ১১ জলঙ্গি নদীর ধারে অবৈধ ভাবে তৈরি হয়েছে এই বাংলো। বৃহস্পতিবার রাতে ওই বাংলোটির মালিকের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় এফআইআর দায়ের করল নবদ্বীপ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।

সূত্রের খবর, এই বাংলোর মালিক রাজেশ্বরী দেবী দাসী নামে এক মহিলা। অভিযোগ, ওই বাংলোর মালিক একটা জমির পাট্টা জাল তৈরি করে অন্য একটি রায়তি জমি দখল করার চেষ্টা করছিলেন। ওই বিষয়ে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। সেই সময় ধরা পড়ে এই অবৈধ নির্মাণের গোটা বিষয়টি। নবদ্বীপ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর গত জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ পায় যে অবৈধ ভাবে বাংলো তৈরি করা হয়েছে। এমনকি ওই বাংলো সংলগ্ন একটি রায়তি জমির জাল পাট্টা বানিয়ে জমি দখল নেওয়ার চেষ্টা চলছিল। সেই তদন্ত নেমে গোটা ঘটনাটি জানা যায়।

২০২১ সালে স্থানীয় মায়াপুর বামনপুকুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত আপত্তি শংসাপত্র দিয়েছে ওই বাংলোর বিল্ডিং প্ল্যান তৈরি করার। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে ওই জমির কোনও কনভার্সন সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত কী করে এই বিল্ডিং প্ল্যান ইস্যু করল সেটিও তদন্তের বিষয়। এই জমির মালিকের বিরুদ্ধে দু'টি এফ আই আর দায়ের হয়েছে। একটি জাল পাট্টা ও একটি জাল কনভারসন সার্টিফিকেটের জন্য।

এ বিষয়ে নবদ্বীপ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকারীক নবীন কুমার গৌতম বলেন, 'আমরা বিষয়টি জানতে পেরে যিনি বাংলা তৈরি করেছিলেন, তাঁকে একাধিকবার নোটিশ করে ডেকেছি। তিনি নোটিশের কোনও সদুত্তর দেননি। এমনকি একটি বারের জন্য সশরীরে হাজির হয়নি। সেই কারণে ওই বেআইনি বাংলা যিনি তৈরি করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।'

সরকারি বা সরকার পোষিত সংস্থার কর্মী কাউন্টিং এজেন্ট হতে না পারার সিদ্ধান্ত জানাল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আগামী মাসের ৪ তারিখ দেশের সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রের সঙ্গে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগণনা করা হবে। ভোটগণনায় কোনও সরকারি কর্মী বা সরকার পোষিত কোনও সংস্থার কর্মী ভোটগণনায় কাউন্টিং এজেন্ট হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিল প্রশাসন। শুক্রবার আসানসোলের আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কনফারেন্স হলে সর্বদলীয় বৈঠকে ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার এস পন্নবলম, অতিরিক্ত জেলাশাসক সঞ্জয় পাল, মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য এবং পুলিশ আধিকারিক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এদিনের বৈঠকে বলা হয় ভোটগণনার দিন সকাল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাউন্টিং এজেন্টদের গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। গণনা কেন্দ্রের বাইরে বিনা অনুমতির কোনও গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১৮৪টি টেবিলে ভোটগণনা করা হবে, যার মধ্যে ১৫৫টি টেবিলে ইভিএম গণনা হবে, বাকি টেবিলে পোস্টাল ব্যালট গণনা হবে। সব থেকে বেশি ২৬টি টেবিলে আসানসোল উত্তর ও আসানসোল দক্ষিণের গণনা হবে এবং সব থেকে কম পাণ্ডবেশ্বরের ১৮টি টেবিলে গণনা করা হবে। প্রশাসন সূত্রের খবর, ১৪ রাউন্ড পর্যন্ত গণনা হতে পারে। গণনা কার্য করার জন্য সরাসরি ৭৫০ জন এবং পার্শ্ববর্তী কাজ করার জন্য আরও ৫০০ জন নিযুক্ত থাকবেন। সুষ্ঠু ভাবে গণনা করতে ইতিমধ্যেই আসানসোল রবীন্দ্রভবনে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে গণনা কর্মীদের নিয়ে একাধিক দফায় প্রশিক্ষণ শিবির হয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

CIN: L27106WB1996PLC076866

রেজিস্টার্ড অফিস: মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪

ই-মেল: info@aanchalispat.com, টেলি: ০৩২১২-২৪৬১২১, ওয়েবসাইট: www.aanchalispat.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	৪,৭২৬.২৮	৮৩৫.৫৮	৫,৫৭৩.৬১	১০,৯৩৯.০৫	১৯,৪৫৩.৬৭
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী	(৮.৭৭)	(২০৪.৬৫)	(২,৩৬০.২১)	(৭৫৪.২১)	(৩,০৬৭.৭৪)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	(৮.৭৭)	(২০৪.৬৫)	(২,৩৬০.২১)	(৭৫৪.২১)	(৩,০৪৭.২৫)
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১২০.৬৩	(২০৪.৬৫)	(১,৬৫৮.৬৬)	(৬২৪.৮১)	(২,৩৪৫.৭১)
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী	১২০.১৫	(২০৪.৬৫)	(১,৬৫৯.৮১)	(৬২৫.২৯)	(২,৩৪৬.৮৬)
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮	২০৮৫.৩৮
অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ব বর্ষে ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-	-
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)					
মৌলিক : (টাকায়)	০.৫৮	(০.৯৮)	(৭.৯৬)	(৩.০০)	(১১.২৫)
মিশ্রিত : (টাকায়)	০.৫৮	(০.৯৮)	(৭.৯৬)	(৩.০০)	(১১.২৫)

দ্রষ্টব্য :

১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** -তে পাওয়া যাবে।

২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানি আইন ২০১৩ এর ধারা ১২২ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ক্ষ্মআইএনডি এএসক্ষ্ম) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ এর সাথে একত্রে পঠিত।

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৪

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

শতাধিক বছরের বাবা সামানির আরাধনায় সম্প্রীতির নিদর্শন

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: শতাধিক বছর ধরে সম্প্রীতির নিদর্শন দেখা যায় আরামবাগ মহকুমার খানাকুলের জগৎপুরে পীরবাবার আরাধনাকে কেন্দ্র করে। এই মহকুমার একেবারে প্রত্যন্ত এলাকা হল জগৎপুর। নদীবেষ্টিত এই গ্রামের এক প্রান্তে বাবা সামানি নামে এক পীরসাহেবের আরাধন হয়। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃহস্পতিবার বাবা সামানির আরাধনা হয়। বর্তমানে এই পীরসাহেবের আরাধনা সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। আর এই পীরবাবার আরাধনাকে কেন্দ্র করে মেলাও বসে এবং বহু মানুষের সমাগম হয়।

স্থানীয় সূত্রের খবর, আগত পুণ্যার্থীরা সংসারের কল্যাণের জন্য বাবা পীরের কাছে মানত করেন। আর তাঁদের সেই প্রার্থনা পূরণ হলে পীরাহেবের নামে তাঁরা বাতাসা সিন্নি ছড়ান। এই বাতাসা সিন্নি এক কেজি থেকে দু' মন পর্যন্ত ছড়াতে দেখা যায়। তবে এই মেলার মূল ঐতিহ্য হল সম্প্রীতি। আজ থেকে শতাধিক বছর আগে বিশ্বাস আর সম্প্রীতিকে সামনে রেখে এর আয়োজন হয়। আর এই মেলা পরিচালনা থেকে শুরু করে আরাধনার দায়িত্বে একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মের মানুষকে দেখা যায়, তেমন অন্যদিকে মুসলিম ধর্মের মানুষদেরও দেখা যায়। খানাকুলের এই পীরের মেলায় হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাতৃত্ব লক্ষ্যনীয়।

এবছরও হুগলি জেলার পাশাপাশি রূপনারায়ণ নদীর অপর প্রান্তে অবস্থিত পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীরা এই মেলাতে ভিড় করেন। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ পীরের মাজারে বাতাসা সিন্নি ছড়িয়ে মঙ্গল কামনা করেন। পাশাপাশি মাজারে চলে প্রার্থনাও। মেলার নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ। প্রাচীনকালে নদীবেষ্টিত এই গ্রামের হিন্দু ও মুসলিমকে একই ডোরে বাঁধতেই এই মাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই বিষয়ে মেলার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি সুব্রত ঘোরুই বলেন, 'বাবা সামানির আরাধনা বহু প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। তাই কে প্রথম শুরু করেছিলেন, তা জানা যায়নি। তবে বর্তমানে এটি গ্রামের সকল মানুষের সহযোগিতায় সর্বজনীন রূপ পেয়েছে। খানাকুলের বহু এলাকার মানুষের পাশাপাশি মেদিনীপুর থেকেও পুণ্যার্থীরা আসেন।'

কামড়ানোর দাবিতে কুকুরকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: একটি কুকুরকে পিটিয়ে মারা হল। জানা যাচ্ছে, দু'দিনে প্রায় ২৫ জন কামড়ে দিয়েছে কুকুরটি। এরপরই কুকুরকে মারা হল পিটিয়ে। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের ঘটনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কয়েকদিন ধরে একটি কালো কুকুর মানুষ দেখলেই তেড়ে যাচ্ছিল। কুকুটির মাথা খারাপ ছিল। পরে কুকুরটিকে পিটিয়ে মারা হয় বলে জানা গিয়েছে। এক টোটো চালকের দাবি, 'বৃহস্পতিবার আমাদেরই এক টোটোচালককে কামড়েছে। তারপর দশজনকে কামড়ে দিয়েছে। আহতদের উত্তরপাড়া হাসপাতালে ও স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হয় চিকিৎসার জন্য।' এ প্রসঙ্গে পুরসভার কাউন্সিলরকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান বাসিন্দারা। স্থানীয় কাউন্সিলর সুব্রত মুখোপাধ্যায় জানান, পুরসভার কুকুর ধরার পরিকাঠামো নেই। প্রাণী স্বাস্থ্য দপ্তর বিষয়টি দেখে।

রানিগঞ্জে পালিত বিশ্ব মাদকবিরোধী দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চল আজ যেন মাদকাসক্তদের জন্য মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এবার সেই বিশ্ব মাদকবিরোধী দিবস বা ওয়ার্ল্ড নো টোব্যাকো ডে পালনের দিনে, খনি অঞ্চলে মাদক সেবনের ক্ষতিকর বিষয়গুলি তুলে ধরলেন খুব কাছ থেকে এই জটিল রোগে আক্রান্তদের দুর্ভোগ দেখা চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, বারংবার বহু নিষেধাজ্ঞা জারি করার পরও মাদক সেবন বন্ধ করার কোনও মানসিকতাই যেন নেই প্রশাসনের এক স্তরের মানুষজনেদের। যা দিকে দিকে মাদক সেবনের প্রতি আসক্তি বাড়ার বিষয় লক্ষ্য করে, এমনটাই ধারণা করছে ভুক্তভোগী পরিবারগুলি। শিল্পাঞ্চলের দিকে দিকে তাই বহু মাদক, বিক্রির নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এলাকার ব্যবসায়ীরা তা দেদার বিক্রি করে চলেছেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ, মাদক সেবনের প্রতি নানান নিষেধাজ্ঞা কড়া ভাবে আরোপ করা হলেও, সে সকল নিয়ম-নীতি মানছে না কেউ। এই সকল বিষয়কেই মাথায় রেখে এবার মানুষের সেবা যত্ন করে চলা চিকিৎসকরা এবার শুধুমাত্র নিজেদের চিকিৎসা কেন্দ্রে সাধারণ মানুষকে পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে, তাঁরা এবার সাধারণ মানুষের মাঝে, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, অর্থাৎ আইএমএ সংস্থার মাধ্যমে রানিগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে নেতাজি স্ট্যাচু লাগোয়া এলাকায় ৩১ মে বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস বা ওয়ার্ল্ড নো টোব্যাকো ডে পালনের লক্ষ্যে নিল মাদকবিরোধী দিবস পালনের অভিনব উদ্যোগ। এদিন রানিগঞ্জের অসংখ্য চিকিৎসক বিশেষ করে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলা চিকিৎসকরা, এই দিনটিকে মানুষের মাঝে তুলে ধরেন, কেন তামাকজাত পদার্থ আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর, সে বিষয়গুলি সাধারণের মাঝে তুলে ধরতে বিভিন্ন ব্যানার ফেস্টুন সহযোগে চালালেন প্রচার। তামাক বর্জনের কারণ ও এই তামাক ব্যবহারের প্রভাবে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজ, তা তাঁরা তুলে ধরলেন নিজের বক্তব্যে। এদিনের এই কর্মসূচিতে বিশেষ ভাবে উপস্থিত হন, আইএমের সভাপতি ড. চৈতালি বসু, ড. অরূপানন্দ পাল, ড. পিয়ালী দাসগুপ্ত, ড. সুবর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, ড. এস মাঝি, ড. সমিরন দাশগুপ্ত প্রমুখ। বিভিন্ন ব্যানার পোস্টারে তামাক সেবনের ক্ষতিকর সব বিষয়গুলি তুলে ধরে মানুষের মাঝে কী কারণে এসব ক্ষতি হয়ে থাকে, তা তুলে ধরা হয় পোস্টার, ব্যানারের বিভিন্ন ছবির মধ্যে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁরা শুধু এ ধরনের প্রচার কর্মসূচি করেই থেমে থাকবেন না আগামীতে লাগাতার চলবে এই মাদকের বিরুদ্ধে প্রচার।

VIDYASAGAR BASIC COLLEGE (B.Ed)
Kantapukuria, Baghadari
Purba Medinipur- 721425

VACANCY (D.El.Ed.)
Applications are invited for the post of Education, Math., English, Social Science, Art, Science, Music. Qualification as per NCTE norms. Apply within 04-06-2024. Secretary- 9474349523.

BABU JAGJIVAN RAM MEMORIAL COLLEGE
(COMPOSITE UNIT)
BANSIPUR, CHOPA, GURAP, HOOGHLY-712308
RECOGNIZED BY NCTE AND AFFILIATED TO BSAEU AND WBBPE
Applications are invited through Email:
babujagjivanrammemorial@yahoo.in
FOR THE POST OF HOD, FOUNDATION- 1, ENGLISH- 1, BENGALI- 1, MATHEMATICS- 1, SCIENCE- 1, MUSIC- 1, LIBRARIAN- 1 AS PER NCTE NORMS FOR D.EL.ED SECTION WITHIN 7 DAYS Sd/- Secretary
Contact: 86378 39722 / 85830 08233

কন্টিনেন্টাল ভালভ্‌স লিমিটেড

CIN : L29221WB1982PLC057718

রেজিস্টার্ড অফিস: সুকেত, ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		মার্চ ৩১' ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ডিসে. ৩১' ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১' ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১' ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	মার্চ ৩১' ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৫৭১.৩৫	২০৯.৩৯	৩০৮.৮২	১,২৪৭.৭৯	৭০৭.৮২
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১০.৪৩	৩.৮১	১২.৯০	১৭.৯৯	১৫.১৫
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	১০.৪৩	৩.৮১	১২.৯০	১৭.৯৯	১৫.১৫
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	৭.৭৯	২.৯৭	৭.৮৩	১৩.৩৮	৯.৬২
৫.	করের সময়কালের জন্য মোট অন্যান্য বিস্তৃত আয়	০.১১	০.১২	(৭.৩০)	০.৪৫	০.৪৫
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪	৮১.৪৪
৭.	শেয়ার প্রতি রোজগার (ইপিএস) (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকা) মৌলিক এবং মিশ্রিত	০.৯৫	০.৩৬	০.৯৬	১.৬৪	১.১৮

দ্রষ্টব্য :

(১) উপরের আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত ও পরিচালন পর্যদ কর্তৃক অনুমোদিত, ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়।

(২) উপরেরটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফরম্যাটের নির্যাস। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফম্যার্ট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহে।

ডিরেক্টরস বোর্ডের আদেশানুসারে
ধরমবীর কুমার
ডিরেক্টর
DIN: 09555230

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৪

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে
মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U51109WB2003PTC096541
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।
নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল	০১.০৬.২০২৪ থেকে ২২.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ	২২.০৬.২০২৪ থেকে ২৮.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	২৮.০৬.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে

নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।

নিলামের তারিখ এবং সময় : ০১.০৭.২০২৪, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত

সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	বায়না জমা দাখিল (আইএনআর)	বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
ফ্ল্যাট নং ৩০৭, ৪র্থ তল, ব্লক বি, সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পাঁচপাড়া, জেএল নং ৩৭, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯, এডিএসআরও রানিহাটি (৮১০.৩১ বর্গফুট)	১৩,৫৭,১৩৮	১,৩৫,৭১৪	৫০,০০০
ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫ম তল, ব্লক বি, সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, মৌজা - পাঁচপাড়া, জেএল নং ৩৭, থানা - সাঁকরাইল, জেলা - হাওড়া, পিন - ৭১১১০৯, এডিএসআরও রানিহাটি (৮৩২.২৭ বর্গফুট)	১৪,৬৫,০৬৮	১,৪৬,৫০৭	৫০,০০০
প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ	৬৩,৮৪০	৬,৩৮৪	৫,০০০
জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ	৯৪,২৫,৮২৩	৯,৪২,৫৮২	৫,০০,০০০

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শর্তাদি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgentrp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদানের পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে, নিজ ব্যয়ে সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
প্রতীম বয়াল
রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
রেজি নং - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385
রেজি. অফিস ঠিকানা - ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩
রেজি. ইমেল আইডি cirp.rpapls@resurgentrp.com
প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা - ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
যোগাযোগের নম্বর - (+৯১) ৯০৩৮২ ৮০৪৫০
ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প) - cirp.rpapls@resurgentrp.com

তারিখ - ০১.০৬.২০২৪
স্থান - কলকাতা

KESORAM কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজি অফিস: ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১

CIN : L17119WB1919PLC003429

ফোন: ০৩৩-২২৪৩ ৫৪৫৩, ২২৪২ ৯৪৫৪, ২২১৩ ৫১২১;

ওয়েবসাইট: www.kesocorp.com, ইমেল : corporate@kesoram.net

পাবলিক নোটিশ , ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা

জানানো হচ্ছে যে, কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (ত্কোম্পানিদ) এর ১০৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা **(এজিএম)** অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার ৯ই জুলাই, ২০২৪ তারিখ বেলা ১১.৩০টায় **(আইএসটি)** কলামন্দির, ৪৮, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭-তে ভিডিও কনফারেন্স (ত্ভিসিদ)/আদার অডিও ভিসুয়াল মিনস (**'ওএভিএম'**)-এর মাধ্যমে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস, যা '**এমসিএ এবং এসইবিআই সার্কুলারস**'-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে । ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল') এর ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যম এজিএম-এর আহূত নোটিসে বিধৃত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য।
এজিএম-এর নোটিসের ই-কপি এবং সেই সঙ্গে কোম্পানির ২০২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kesocorp.com এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-তে। অতিরিক্ত হিসাবে এজিএম -র নোটিস স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটের প্রাসঙ্গিক সেকশনেও পাওয়া যাবে অর্থাৎ বিএসই ঊ লিমিটেড (**'বিএসই'**) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ('এনএসই')-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com - তে।
এজিএমে সদস্যরা যোগদান ও অংশগ্রহণ করতে পারেন ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে, যার বিস্তারিত কোম্পানি কর্তৃক দেওয়া হবে এজিএম -এর নোটিসে। ভিসি/ওএভিএম -র মাধ্যমে সভায় যোগদানকারী সদস্যদের ২০১৩-এর কোম্পানি আইনের ১০৩ ধারা অধীনে কোরাম নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।
এজিএম-এর নোটিশ এবং সেইসঙ্গে বার্ষিক রিপোর্ট বৈদ্যুতিনভাবে সেইসব সদস্যকে পাঠানো হবে যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস কোম্পানি/রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('রেজিস্ট্রার/আরটিএ')/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টস (ডিপিএস))-এর কাছে নথিভুক্ত।
ফিজিক্যাল আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা এবং যাঁরা এখনও তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস নথিভুক্ত করেননি তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে আরটিএ-র কাছে যথা এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিঃ-কে mcssta@rediffmail.com-তে সদস্যের নাম, ফোলিও নং উল্লেখে প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি-সহ ২ রা জুলাই, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫০০টার (আইএসটি) মধ্যে ই-মেল করতে এজিএম-এর নোটিস ও বার্ষিক রিপোর্ট পেতে এবং ই-ভোটিং -এর জন্য লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে। ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারীরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপি-দের মাধ্যমে তা হালনাগাদ করিয়ে নেবেন।
কোম্পানি তার সবুজ উদ্যোগ এবং প্রযোজ্য এমসিএ সার্কুলারগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সদস্যদের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ১০৫তম এজিএমের নোটিসের প্রকৃত অনুলিপি পাঠাবে না। তবে সদস্য(দের) ফর্ম কেস থেকে কেস ভিত্তিতে অনুরোধের ভিত্তিতে এটি উপলব্ধ করা হবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ -এর ধারা ১০৮ এর উপর প্রযোজ্য রেগুলেশন এবং সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানিটি এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') প্রদান করছে যাতে তারা কোম্পানির ১০৫তম এজিএম আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সমস্ত রেজোলিউশনে ভোট দিতে পারে। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ৫ই জুলাই, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯.০০টায় (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং সোমবার, ৮ই জুলাই, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫.০০টায় (আইএসটি) শেষ হবে। উপরন্তু, কোম্পানি বৈঠকে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধারও ব্যবস্থা করেছে। এজিএমের আগে/এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে সরবরাহ করা হবে।
এজিএম এবং রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার স্থানে সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ভোটদানের জন্য পরিচালক বোর্ড শ্রীমতী রিতু বাজাজ (সিপি রেজিস্ট্রেশন নং ১১৯৩৩), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিয়োগ করেছে।
কোম্পানি তার সমস্ত সদস্যদের এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল-এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা (**'রিমোট ই-ভোটিং'**) প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট । উপরন্তু, কোম্পানি মিটিং চলাকালীন ব্যালট পেপার বা ই- ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করবে। এজিএমের আগে/এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।

কেশোরাম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
গৌতম গাঙ্গুলি
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ৩১ শে মে, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

পোদ্দার প্রোজেক্টস লিমিটেড

CIN: L51909WB1963PLC025750

১৮ রবীন্দ্র সরণি পোদ্দার কোর্ট ১০ম তল কলকাতা-৭০০০০১

ফোন নং : ০৩৩-২২২৫০৩৫২/৪১৪৭ ইমেল: investors@poddarprojects.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বারো মাসের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩০.০৩.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
চলতি কার্যাদি থেকে মোট আয়	১,৮২০.৫২	১,৫২৩.৪১	১,৭৬৮.৬৮	৬,৪৬৫.০৭	৫,৯৪৯.৫২
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] ব্যতিক্রমী এবং কর পূর্ব	১৮২.৪১	১৫৬.৭৩	৩৫১.৪৮	১,০১৭.৪৮	৭৮৯.২৩
কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] কর পূর্ব চলতি কার্যাদি থেকে	১৮২.৪১	১৫৬.৭৩	৩৫১.৪৮	১,০১৭.৪৮	৭৮৯.২৩
চলতি কার্যাদি থেকে লাভ [+]/ক্ষতি [-] সময়কালের জন্য	১৬০.৫৩	১১৮.৬৪	৩১০.২৭	৮২৬.১০	৫৯৫.৭১
মোট ব্যাপক আয়					
চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫	২৯৭.৩৫
অন্যান্য ইক্যুইটি					
শেয়ার প্রতি আয় ১০/- টাকা প্রতিটি (বার্ষিকীকৃত নয়) চলতি এবং অচলতি কার্যাদি থেকে					
মৌলিক (টা.)	৫.৪০	৩.৯৯	১০.৪৩	২৭.৭৮	২০.০৩
মিশ্রিত (টা.)	৫.৪০	৩.৯৯	১০.৪৩	২৭.৭৮	২০.০৩

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্ত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত হওয়ার পর **৩০ মে, ২০২৪** তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছে।

২. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarprojects.com -তেও পাওয়া যাবে।

৩. কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস, ২০১৫ এর অধীনে নির্ধারিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (ইন্ড এএস) এবং এর অধীনে জারি করা প্রাসঙ্গিক সংশোধনী বিধি অনুসারে ফলাফলগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিভাগ নিশ্চিত করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পূর্ববর্তী সময়ের চিত্রটি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার প্রোজেক্টস লিঃ -র পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার পোদ্দার
(চেয়ারম্যান)
DIN : 01598304

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**অ্যাকাউন্ট :** মেসার্স দীপ উদ্যোগ **ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স দীপ উদ্যোগ স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি শম্পা রায় স্বামী শ্রী প্রশান্ত রায় ৩/১৮৯, ড. বি সি রায় সরণি পো. মোড়পুকুর, থানা - রিষড়া জেলা - হুগলি, ৭১২২৫০, পব **শাখা :** শেওরাফুলি	২৫.০১.২০২৪ এবং ২৯.০৫.২০২৪	**২৩৪৮২১৬ টাকা** (তেইশ লাখ আটচল্লিশ হাজার দুশো ষোলো টাকা) টাকা ২৫.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং ২৬.০১.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং ৪, পরিমাণ ৭২.৩৪ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬৩০০-২০১৩ সালের তারিখ ১৩.০৮.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৭৫৫৮ থেকে ৭৫৮৪, দোকান নং ১ এবং ২ পরিমাণ ১৪১.২২ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ) রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬৩০১-২০১৩ সালের তারিখ ১৩.০৮.২০১৩, বুক নং ১,সিডি ভলুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৭৫৮৫ থেকে ৭৬১১, দোকান নং ৩ পরিমাণ ৬৮.৮৮ বর্গফুট (সুপার বিল্টআপ) রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৬৩০২-২০১৩ সালের তারিখ ১৩.০৮.২০১৩, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ১০, পৃষ্ঠা ৭৬১২ থেকে ৭৬৩৮, অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, হোল্ডিং নং২/৮ কে সি সেন রোড মেন (বর্তমানে বি সি রায় সেভেন্থ লেন, এলআর দাগ নং ৯৩৩৮, এলআর খতিয়ান নং ১০১৭২স ওয়ার্ড নং ১৬, রিষড়া পুরসভা অধীন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, সম্পত্তি শ্রীমতি শম্পা রায়ের নামে।
২.	**অ্যাকাউন্ট :** সোমা দে **ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি সোমা দে স্বামী সুবীর দে ২/৪ লেনিন সরণি মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর শ্রীরামপুর লাখোটিয়ার নিকট জেলা - হুগলি, পব-৭১২২০৩ **শাখা :** মোল্লারবার গুমোডাঙা	০৭.০২.২০২৪ এবং ২৯.০৫.২০২৪	**১৫৫৪৭৩৮.০০ টাকা** (পনের লাখ চুয়ান্ন হাজার সাতশ আটত্রিশ টাকা) টাকা ০৬.০২.২০২৪ অনুযায়ী এবং ০৭.০২.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মশাট, জেএল নং ১৬, আরএস দাগ নং ২৯২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৬৫, এলআর দাগ নং ৩৩৭০, মশাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা :চণ্ডীতলা, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জনাই, উল্লেখ্য দলিল নং ৫৬১-২০১৯ সালের তারিখ ২৪.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভলুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ১১৭৩৩ থেকে ১১৭৫০, সম্পত্তি শ্রীমতি সোমা দে এর নামে।
৩.	**অ্যাকাউন্ট :** ১. মেসার্স শাওলিন কসমেটিকস এন্টারপ্রাইজেস ২. শ্রী সুরজিৎ ব্যানার্জি **ঋণগ্রহীতা :** মেসার্স শাওলিন কসমেটিকস এন্টারপ্রাইজেস স্বত্বাধিকারী শ্রী সুরজিৎ ব্যানার্জি পিতা শ্রী স্বপন কুমার ব্যানার্জি ১৩৮৫, সুরপাড়া রোড, বারাসত শম্ভুর মোর-এর নিকট পো. এবং থানা - চন্দননগর জেলা - হুগলি, ৭১২১৩৬, পব শ্রী সুরজিৎ ব্যানার্জি পিতা শ্রী স্বপন কুমার ব্যানার্জি ১৩৮৫, সুরপাড়া রোড, বারাসত শম্ভুর মোর-এর নিকট পো. এবং থানা - চন্দননগর জেলা - হুগলি, ৭১২১৩৬, পব **শাখা :** চন্দননগর	১২.০৩.২০২৪ এবং ৩০.০৫.২০২৪	**৩৮৭৯৬৮৭ টাকা** (আটত্রিশ লাখ উনআশি হাজার ছশো সাতাশি টাকা) টাকা ১২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৩.০৩.২০২৪ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ০৩ কাঠা ০৪ ছটাক ৩৮ বর্গফুট কমবেশি এবং ২য়তল পরিমাণ ১৩১৪.২২ বর্গফুট কমবেশি এবং ৩য় তল পরিমাণ ৭৮৩.৬৯ বর্গফুট কমবেশি সংশ্লিষ্ট ভবনে অবস্থিত মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ২৪, তৌজি নং ০১, আরএস দাগ নং ৫২, আরএস খতিয়ান নং ২৩, এলআর দাগ নং ৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৭, হোল্ডিং নং ১৩৮৫, শূরপাড়া রোড,বারাসত, শম্ভুর মোড়ের নিকট, পো এবং থানা : চন্দননগর, চন্দননগর পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ২১, জেলা : হুগলি, পব, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চন্দননগর, উল্লেখ্য দলিল নং ২৩৩৫-২০০৬ সালের, তারিখ ১৮.০৯.২০০৬, বুক নং ১, ভলুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৫৮৩৪ থেকে ৫৮৫০, সম্পত্তি শ্রী সুরজিৎ ব্যানার্জি এর নামে।

তারিখ : ০১.০৬.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল

স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, এসি মার্কেট বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর)	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR021306562635 নাম- শিব কুমার শর্মা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- গ্রাম রাজপ্রসাদপুর পোস্ট- হাটশুরিয়া থানা- বারজোড়া জেলা বাঁকুড়া, বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭২২২০৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - JH10BU7497 ইঞ্জিন নং KD51599 চেসিস নং - MAJAXXMRKAKD51599 মডেল- FORD CAT C ECOSPORT	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-আগস্ট-২০২৩	১০,১৯,৩১৮ টাকা	১৩,২২,০৯০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - ALR043708225917 নাম- মউ গুজ্জার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৩৪৬, কেজিআর পথ, উত্তর ২৪ পরগনা, কাঁচরাপাড়া (এম) কাঁচরাপাড়া (এম) উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩১৪৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB24BG2827 ইঞ্জিন নং - XZN6H61238 চেসিস নং - MA1NA2XZXN6H93513 মডেল- MAHINDRA CAT C NEO N4	ক) নোটিশের তারিখ - ২০ ফেব্রুঃ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-নভেঃ-২০২৩	৯,৮৩,৩৭৩ টাকা	১০,৭৮,৩১৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000504603742 নাম - মহুয়া নাগ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- বি ২৮ ৪ কালিন্দি হাউজিং এস্টেট থানা লেক টাউন সিটি উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB06S1004 ইঞ্জিন নং - B4DA412E009159 চেসিস নং - MEERBC006K9009643 মডেল- RENAULT CAT B TRIBER RXE	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০ মার্চ ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৩,৪৬,৪১১ টাকা	৫,৭৪,৬০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR000508341479 নাম - মহঃ এহতাশাম (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- এ এন দিও পথ টিটাগড় সিদ্ধেশ্বরবাটি টিটাগড় উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১১৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB02AM8431 ইঞ্জিন নং - K12MN4374305 চেসিস নং - MA3NFG81SJB178915 মডেল- MARUTI CAT B IGNIS	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৮-অক্টোঃ-২০২৩	৪,০৫,৪৮৯ টাকা	৪,১০,৬৩৩ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003505683271 নাম - সঞ্জিত ভগত (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- নৌকাঘাট, নৌকাঘাট শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০১১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB74BF1896 ইঞ্জিন নং - REVTRN08PZXKA0129 চেসিস নং - MAT626351LKP58252 মডেল- TATA CAT B TIAGO	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯-জুলাই-২০২৩	৫,৬৯,১০৯ টাকা	৭,২০,৫৭৩ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR031907786734 নাম- নমিতা দত্ত (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- শ্রী কৃষ্ণপুর পোস্ট- কাজিপাড়া অনুকুল ঠাকুর মন্দির থানা বারাসাত, বারাসাত এম উত্তর ২৪ পরগনা পিন ৭০০১২৪ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB26BH0304 ইঞ্জিন নং - WRK4L14507 চেসিস নং - MA1TA2WR2K2L41830 মডেল- MAHINDRA CAT C MAHINDRA Scorpio	ক) নোটিশের তারিখ - ২০-ফেব্রুয়ারি-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-জানুঃ-২০২৪	১৬,৭২,৩১৩ টাকা	১৯,০৫,৫০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR043705443538 নাম- হেনারানী সিংহ বাগ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- বি ১৪ ৪১ কল্যাণী পিন ৭৪১২৩৫ নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১২৩৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB90G1610 ইঞ্জিন নং - 1.5CR05JZXW06052 চেসিস নং - MAT627241LLJ26416 মডেল- TATA CAT C NEXON XM S Diesel	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৫,৯৪,১০৭ টাকা	৯,১৫,২৯৩ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR021307953555 নাম- সেখ হুমায়ুন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- সাতোরে সাতুরিয়া বীরভূম সিটি বলপুর বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১২৩৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB68AE3701 ইঞ্জিন নং - K10BN2332408 চেসিস নং - MA3RFL41SLJ189578 মডেল- MARUTI CAT B S PRESSO	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-নভেঃ-২০২২	৩,৭৮,৪৯৫ টাকা	৩,৬৩,৫৭০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021305415941 নাম - স্মরণজিৎ সরকার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চালতিয়া বকুলফ্লোর চালতিয়া চলতিয়া সিটি বহরমপুর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৬৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB58BH6965 ইঞ্জিন নং - K10BN2314314 চেসিস নং - MA3ETDE1S00702654 মডেল- MARUTI CAT B CELERIO VXI BS6	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৩,৬৯,২০১ টাকা	৫,৩৬,৫০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306737303 নাম- সাহাজাহান আনসারী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- পানাগড় বাজার, রঘুনাথপুর, পানাগড় বাজার বর্ধমান বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪৮ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB42BA6472 ইঞ্জিন নং - BS6E103351 চেসিস নং - MEERBC007M9111035 মডেল- RENAULT CAT B TRIBER RXE	ক) নোটিশের তারিখ - ০৯-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯-ডিসেঃ-২০২৩	৪,০২,২৯৬ টাকা	৫,৭১,৪৪৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306154269 নাম- বাবলু দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- সাগরভাঙ্গা মুসলিমপাড়া গোপিনাথপুর ২৮ কোকেভেন বর্ধমান পিনকোড ৭১৩২১৯ দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২০২	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB40AS6462 ইঞ্জিন নং - B4DA417E050090 চেসিস নং - MEERBC000M2082566 মডেল- RENAULT CAT B TRIBER RXT	ক) নোটিশের তারিখ -২২-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯-ডিসেঃ-২০২৩	৪,৪১,৮৯৪ টাকা	৭,০৬,৮০৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000504366530 নাম - সেখ সাহাউদ্দীন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- এমএফইউজেএফ মধ্যপাড়া হোসেনপুর ৩ জলপাই নন্দি গ্রাম, পূর্ব মেদি সিটি মেদিনীপুর পিনকোড ৭২১৬৩১ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২১	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB30AE3014 ইঞ্জিন নং - VARICOR06APYJ01419 চেসিস নং - MAT614707KRA00457 মডেল TATA CAT C PLUS HEXA XE	ক) নোটিশের তারিখ - ২২-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ১৪-জুন-২০২৩	৩,০৮,৯০৭ টাকা	১০,১৪,০৯৬ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306058372 নাম - রোহিত চ্যাটার্জি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- মন্তেশ্বর বর্ধমান সিটি, বর্ধমান, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩১৪৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB44M2817 ইঞ্জিন নং - G4LAMM894278 চেসিস নং - MALFC81BLMM203861 মডেল- HYUNDAI CAT C VENUE	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩১-অক্টোঃ-২০২২	৫,০৬,৯০৬ টাকা	৭,৩১,৪৮৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306358046 নাম- আশীষ কুমার গোয়েঙ্কা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ঠিকানা (এম) বর্ধমান সিয়ারসোল রাজবাড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৫৮ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB38AX3492 ইঞ্জিন নং - F8DN6557172 চেসিস নং - MA3EUA61S00J08341 মডেল- MARUTI CAT B ALTO 800 VXI AC E6	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-জানুঃ-২০২৪	২,৭৯,৩৮৫ টাকা	৪,০৪,৪৯৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000503396285 নাম - সাবির খান (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- মাসিমাবাদ, মাসিমাবাদ পূর্ব মেদিনীপুর সিটি, ডেবরা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭২১১৩৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB30AB2368 ইঞ্জিন নং - G4LAJM916415 চেসিস নং - MALBM51BLJM560239 মডেল- HYUNDAI CAT C I20	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-নভেঃ-২০২৩	৩,৪১,৫১৯ টাকা	৭,৩১,৭০২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR021308172217 নাম- কারিনা প্রসাদ ভার্মা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- এন এস রোড, শিশু ভারতী গার্লস স্কুল এর বিপরীতে, আসানসোল আসানসোল মিউ .কর্প. বর্ধমান আসানসোল আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB38AX6745 ইঞ্জিন নং - VTRN10GYXM16697 চেসিস নং - MAT632105MPGK3556 মডেল- TATA CAT C XM	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ২৯-ফেব্রুঃ-২০২৪	৫,৪৮,১৮৯ টাকা	৬,১৯,৭৩৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003505878773 নাম- দীপক সরকার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- বিডিও রোড ওয়ার্ড নং ১০ পোস্ট এবং থানা ধুপগুড়ি জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৫২১০ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB74BK7005 ইঞ্জিন নং - K15BN 9091796 চেসিস নং - MA3BNC32SMA307667 মডেল- MARUTI CAT C ERTIGA	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-আগস্ট-২০২৩	৬,০৩,৩২০ টাকা	৮,০৮,৩৭৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003507340545 নাম- ইন্তেখাব আকরাম মাদনি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- গ্রাম ফারাবাড়ি পোস্ট- বড়বিল্লা থানা- গোয়াইপোখের ইসলামপুর সিটি ইসলামপুর উত্তর দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩২১০ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB92G3901 ইঞ্জিন নং - D4FANM521985 চেসিস নং - MALFE81DLNM316525 মডেল- HYUNDAI CAT C VENUE	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -২৯-সেপ্টেঃ-২০২৩	৭,৬৮,৯০৬ টাকা	৯,০৭,৬০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003505900314 নাম- উজ্জ্বল সরকার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- অরবিন্দ মোহিত নগর জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৫১০২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB72Y6263 ইঞ্জিন নং - EUMZA32277 চেসিস নং - MA1NM2EU1M2A55434 মডেল- MAHINDRA CAT C XUV300 W6 BS6 DIESEL	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-ফেব্রুঃ-২০২৪	২,৭৩,৭৯৩ টাকা	৬,১৩,৩০২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003504360775 নাম - আমিনুর হোসেন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- জারবাড়ি জারবাড়ি প্রথম কান্দা কোচবিহার শহর দিনহাটা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৩৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB64V3992 ইঞ্জিন নং - K12MN7466896 চেসিস নং - MBHCZC63SKF437211 মডেল- MARUTI CAT B SWIFT	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৩,৬৬, ৩৫৩.১৪ টাকা	৬,৭৪,৫৫২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021305221186 নাম - নুরেমান আনসারী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- গাঙ্গুলী রোড পুরুলিয়া পুরুলিয়া টাউন ঈদগা মোড় পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭২৩১০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - JH01DW4765 ইঞ্জিন নং - XDL4B16496 চেসিস নং - MA1YU2XDUL6B11779 মডেল- MAHINDRA CATEGORY C PLUS XUV500	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ২৯-সেপ্টেঃ-২০২৩	১১,১৩,২৫৭ টাকা	১৬,৬৭,৮৬৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR031907830033 নাম - আল্পনা পাল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৬৩এ/১ বাসুদেব পুর রোড সরসুনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB103443 ইঞ্জিন নং - G3HAJM568138 চেসিস নং - MALA351ALJM616270 মডেল- HYUNDAI CAT B EON	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৮-নভেঃ-২০২৩	৪,৩০,৬১০ টাকা	৫,০৫,৫০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306709683 নাম- পুনম (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ই ২৩ নূতন পল্লী ১ম ফ্লোর দুর্গাপুর বেনাচিতি পশ্চিম বর্ধমান দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB40AT8088 ইঞ্জিন নং - B4AA403E029649 চেসিস নং - MEEBBA006M9791449 মডেল- RENAULT CAT B KWID	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ ৩০-আগস্ট-২০২৩	৩,৭৮,২৭৭ টাকা	৪,৮৪,৪১৪ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR000504530758 নাম - শ্রাবন্তী কয়াল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চিন্তামনিপাড়া সিলিকোর্ট হাজী ডুইডিং ডুইডিং পাড়া ওয়ার্ড ১৩ হাজী ডিভি লিডিং পাড়া দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৩১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB98C7466 ইঞ্জিন নং - D13A5555380 চেসিস নং - MA3NYFB1SHL318106 মডেল- MARUTI CAT C VITARA BREEZA	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-আগস্ট-২০২৩	৭,৮৩,৫১৬ টাকা	১৪,৯৭,৬৭১ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং UCR031908063047 নাম - অনামিকা মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- পারবীরহাটা জিটি রোড শ্রীপল্লী বর্ধমান শ্রীপল্লী পিনকোড ৭১৩১০৩ বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৮ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB42AY7077 ইঞ্জিন নং -B4DA417E038720 চেসিস নং - MEERBC001LC073819 মডেল- RENAULT CAT B TRIBER RXZ PETROL MT 1.0L	ক) নোটিশের তারিখ - ২০-ফেব্রুয়ারি-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ - ৩০-ডিসেঃ-২০২৩	৮,৪৮,৯৮৯ টাকা	৯,১৩,৩২৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505771282 নাম- জুহি চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৩/২/১ কে বি রাউন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ কলকাতা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB02AQ8344 ইঞ্জিন নং - XMM4A10637 চেসিস নং - MA1TA2XM2M2A11527 মডেল- MAHINDRA CAT C SCORPIO S5 BSVI	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৫,৫১,৬০১ টাকা	১২,২২,৯০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505891817 নাম- মিনা সরদার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চক্রবেড়িয়া উত্তর পাড়া বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিনকোড ৭৪৩৬১০ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩২২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB96R1760 ইঞ্জিন নং - K15BN 9094171 চেসিস নং - MA3BNC32SMB311242 মডেল- MARUTI CAT C ERTIGA VXI	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৩,৬৩,৬৬৫ টাকা	৬,৬৫,৭১৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505472941 নাম - বিকাশ জয়সওয়াল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৪৯ সাগর মান্না রোড এলপি ১৪ ৩ ০ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬০ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB10B8999 ইঞ্জিন নং - 0009Y295 চেসিস নং - WBAJX6706LYD04688 মডেল- BMW CAT D BMW	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভেঃ ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -১৩-এপ্রিল-২০২৩	৪৫,৩৫,৪৩৭ টাকা	৬১,১১,৭১২ টাকা
লোন একাউন্ট নং - UCR043704783616 নাম - রোমিত ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- উপহার সি১,১৬০১,২০৫২ চক গড়িয়া, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB06P7780 ইঞ্জিন নং - G4LAHM642077 চেসিস নং - MALA851CLHM733137 মডেল- HYUNDAI CAT B GRAND I10	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভেঃ ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-অক্টোঃ-২০২৩	৪.৫৬.৫৬৬ টাকা	৮,৫৩,৩৫১ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000502952018 নাম- কাঞ্চনী জানা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- জলপাই ২ জলপাই পার্ট ২ বারাঘুনি পূর্ব মেদিনীপুর সঠিক শহর তমলুক পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭২১৬৫৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB30Z1754 ইঞ্জিন নং - WRJ4A12440 চেসিস নং - MA1TA2WR2J2A16205 মডেল- MAHINDRA CAT C SCORPIO	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-অক্টোঃ-২০২৩	৫,৮৪,৪৩৪ টাকা	১৫,৩৭,১৫৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021305561259 নাম- রাহুল প্রসাদ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- এবি ব্লক মসজিদ মোহাল্লা জামুরিয়া নিংহা বর্ধমান পিন কোড- ৭১৩৩৭০ আসানসোল পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩০৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB38AV7345 ইঞ্জিন নং - BS6 E030249 চেসিস নং - MEERBC002LA064378 মডেল- RENAULT CAT B TRIBER	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভেঃ ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৮-সেপ্টেঃ-২০২৩	৪,০৩,৯৭২ টাকা	৬,৯২,২৮২ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505462946 নাম - ঝর্ণা মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- বিশরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৫০৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB20BH3714 ইঞ্জিন নং - K12NN9030212 চেসিস নং - MA3CZFB3SLH690786 মডেল- MARUTI CAT C SWIFT DZIRE	ক) নোটিশের তারিখ- ১৫ ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ২৯-সেপ্টেঃ-২০২৩	৩,৪০,০৬১ টাকা	৬,২৩,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000503459164 নাম - এম ভি রাও (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- এস ও লাটেম রাথিয়াহ ৫৩ এ এস এম স্ট্রিট গ্রাম পুগমাবাদ পোস্ট হেড অফিস থানা আবেরডিন পোর্ট ব্লেয়ার আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৭৪৪১০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - AN01N0074 ইঞ্জিন নং - JP62328 চেসিস নং - MAJAXXMRKAJP62328 মডেল- FORD CAT C ECOSPORT ১.৫ টাইটানিয়াম এসজি	ক) নোটিশের তারিখ - ০৯-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯-ডিসেঃ-২০২৩	৩,৪৩,৪৬০ টাকা	৯,৬৩,২৯০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003507086124 নাম- রাজু কুমার ঠাকুর (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ফ্ল্যাট সি৩, ৩য় ফ্লোর, দ্বিজেন্দ্র অ্যাপার্টমেন্ট, এসএন দত্ত সরণি, ডব্লিউএন৩৩ সানরাইজ ক্লাব শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গের কাছে ৭৩৪০০৭ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB74BJ4748 ইঞ্জিন নং - G12BN1048945 চেসিস নং - MA3ERLF1S00A09499 মডেল- MARUTI CAT A EECO	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৩-আগস্ট-২০২৩	৩,৯১,৫৩৫ টাকা	৪,৮৩,৯৫৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR043708905017 নাম - রনোজিৎ রায় (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ধরমপুর গ্রাম পুটিখালি নদীয়া নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৫০৭ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB52BJ2931 ইঞ্জিন নং - REVTRN20CWXM53811 চেসিস নং - MAT634031PPC48967 মডেল- TATA CAT C PUNCH	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-নভেঃ-২০২৩	৫,৫০,১৬৯ টাকা	৫,৫১,৬২০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021307391257 নাম - মহেন্দ্র নুনিয়া (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- পৌরসভা মহাবীর গঞ্জ রানীগঞ্জ বর্ধমান সিটির কাছে আসানসোল বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৪৭ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB38AZ1098 ইঞ্জিন নং - D4FAMM382511 চেসিস নং - MZBEP813LNN332612 মডেল- KIA MOTORS CAT C SELTOS	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-সেপ্টেঃ-২০২৩	৯,৫৯,৪৭২ টাকা	১১,১৯,৫২৬ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR021306986036 নাম- কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- প্রযত্নে সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩সি বলাকা অ্যাপার্টমেন্ট কেশব কানন দুর্গাপুর এমকর্ড দুর্গাপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB38AS1507 ইঞ্জিন নং - K12MN2364568 চেসিস নং - MA3CZF63SKE543007 মডেল- MARUTI CAT C MARUTI DZIRE VXI	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৬,৯৫,১২৩ টাকা	৯,০০,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021308157689 নাম- অনিরুদ্ধ চট্টোপাধ্যায় (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ছোটখণ্ড ছোটখণ্ড বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB42BD2144 ইঞ্জিন নং - K10CN1077719 চেসিস নং - MA3SFM61SNK123610 মডেল- MARUTI CAT B ALTO	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০২-নভেঃ-২০২৩	৪,২৫,০৯০ টাকা	৪,৬২,৬৮৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003507458010 নাম - জীবন দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- মধুপুর মধুপুর কোতোয়ালি কোচবিহার কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৬৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB64AA7836 ইঞ্জিন নং - G4LAMM023702 চেসিস নং - MALB251CLNM291036 মডেল- HYUNDAI CAT B GRAND I10 NIOS MAGNA 1.2	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ২৯-ফেব্রুঃ-২০২৪	৩,৬২,১৪৫ টাকা	৪,৭৭,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000506476540 নাম- অন্নপূর্ণা লজিস্টিকস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- অন্নপূর্ণা লজিস্টিকস ১এ কালিঘাট পার্ক দক্ষিণ কলকাতা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB02AR5807 ইঞ্জিন নং - 15CR05GYXW13848 চেসিস নং - MAT627143MLH56386 মডেল- TATA CAT C NEXON	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভেঃ ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ২৯-অক্টোঃ-২০২৩	৯,৩২,৩৪৩ টাকা	১২,০০,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021305370045 নাম- ইসাবেল কারমেল ব্রেন্ডিশ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৭৯/৪১/২৭ থর্ন হিল রোড সিগ্রাম লাইনস এলাহাবাদ আইপিএম স্কুলের পাশে, এলাহাবাদ উত্তর প্রদেশ ২১১০০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - JH10CA9802 ইঞ্জিন নং - K12NN9029054 চেসিস নং - MA3CZFB3SLH690033 মডেল- MARUTI CAT C SWIFT DZIRE	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভেঃ ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-অক্টোঃ-২০২৩	৩,৪৬,৬৭৭ টাকা	৬,৯১,৫৫৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021307952069 নাম- ইসুমান সিংহ রায় (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চেচা খাতা, চেচাখাতা, জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জংশন আলিপুরদুয়ার জংশন শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১২৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB70R4045 ইঞ্জিন নং - K12MN4773705 চেসিস নং - MA3NFG81SNE346787 মডেল- MARUTI CAT B SIGMA	ক) নোটিশের তারিখ ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৪,৭৫,৬৩৯ টাকা	৫,৩০,৮১৯ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021307106452 নাম - ফরিউদ্দীন সেখ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- জয়পুর জয়পুর খড়গ্রাম মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১৫৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB58BQ6799 ইঞ্জিন নং - 15CR05PYXK23100 চেসিস নং - MAT627172MLP96262 মডেল- TATA CAT C NEXON	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৮-নভেঃ-২০২৩	১০,৬০,১৫১ টাকা	১২,২১,১৫৪ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR031906321523 নাম- মেট টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- প্লট নং ১১এফ ১১ ইউনিট নং এসানটা ০৫০ ইকো স্পেস ১১ এফ ১১ নিউটাউন কোল পিনকোড ৭০০১৫৬ উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB08K9900 ইঞ্জিন নং - 210312P0001204DTY চেসিস নং - SADCA2AN2ML993364 মডেল- JAGUAR CAT D JAGUAR	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভেঃ ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ ০৮-নভেঃ-২০২২	৬৯,৮৪,৫২২ টাকা	৭৩,৯১,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR021308442579 নাম - লিপিকা ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৭৩ রায়ডাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর -১, দুর্গাপুর (মিউ.কর্প), বর্ধমান, দুর্গাপুর, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB40AR3083 ইঞ্জিন নং - B4DA416E019999 চেসিস নং - MEEBBA007LB746219 মডেল- RENAULT CAT B KWID RXT OPTION PETROL MT 1.0	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৫,৮৩,৫৭১ টাকা	৬,২০,৭৯৮ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000502965091 নাম- চিন্নাইয়া পালানিয়াপ্পান (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- পিতা- প্রয়াত চিন্নাই থেভার কো আমুথা চিকেন সেন্টার এইচ নং সি ৮৩৬ ৫ গ্রাম দেলানিপুর দক্ষিণ আন্দামান আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ৭৪৪১০৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - AN01N0555 ইঞ্জিন নং - HE44585 চেসিস নং - MAJAXXMRKAHE44585 মডেল- FORD CAT C ECOSPORT	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮ নভেঃ ২০২৩	৩,৬০,০৬৭ টাকা	১০,৪০,২৫১ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306537882 নাম - চন্দন দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- আলিখোজা মগরা হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২১৪৮ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB16BF6457 ইঞ্জিন নং - K12MP1377260 চেসিস নং - MBHEWB22SMH765587 মডেল- MARUTI CAT C MARUTI BELENO ZETA	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-জানুঃ-২০২৪	৩,৭১,২৪৬ টাকা	৬,৬১,০৪৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505213127 নাম- অভিজিৎ সাহা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৪ সি ৪ সি অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট শরৎ সরণী রোড হুগলী হুগলি পশ্চিমবঙ্গ ৭১২১০৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB16BB7909 ইঞ্জিন নং - G4LAKM532374 চেসিস নং - MALB241CLLM018923 মডেল- HYUNDAI CAT C AURA S VTVT BS6	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৩,২৬, ০৪৬.১৭ টাকা	৫,৬১,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505631121 নাম- অসিত বরণ হালদার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৪ বাঘাযতীন প্লেস থানা পাটুলি বাঘাযতীন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৮৬	রেজিস্ট্রেশন নং - WB06U1731 ইঞ্জিন নং - D4FALM096368 চেসিস নং - MZBEP813LLN170301 মডেল- KIA MOTORS CAT C SELTOS HTK PLUS 1.5 MT BS 6	ক) নোটিশের তারিখ - ২২-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-ডিসেঃ-২০২৩	৭,৭৩,১৯০ টাকা	১১,৯০,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000505306925 নাম- এমডি সালমান খিচি (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ১৬ আর্মেনিয়ান স্ট্রিট দাওগা বাড়ি ঝরগা কোটিমসজিদ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB02AQ2490 ইঞ্জিন নং - G4LALM540180 চেসিস নং - MALFC81BLLM092185 মডেল- HYUNDAI CAT C VENUE	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-আগস্ট-২০২৩	৩,০৬,৯৩৯ টাকা	৫,৯২,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - UCR043706954945 নাম - প্রিজম পোদ্দার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৩য় ফ্লোর ফ্ল্যাট ৩০২ কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট নিত্যানন্দ নগর ভিটিসি হাওড়া মিউ কর্প পোস্ট দানেশ সেখ লেনে সাব জেলা হারোড়া জেলা হাওড়া হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১০৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB12AX4900 ইঞ্জিন নং - KC16549 চেসিস নং - MAJAXXMRKAKC16549 মডেল- FORD CAT C ECOSPORT	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-নভেঃ-২০২৩	৮,৮০,০৬৫ টাকা	১২,৬১,২০৭ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021307237026 নাম - অসিম হালদার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- নন্দীগ্রাম, বিপ্রা নন্দীগ্রাম, বীরভূম বিপ্রানন্দিগ্রাম পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩১২১৯ বীরভূম পশ্চিমবঙ্গ ৭৩১২১৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB46J3737 ইঞ্জিন নং - K12NP7003595 চেসিস নং - MBHHWB13SNB102102 মডেল- MARUTI CAT C BALENO	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৯-জুলাই-২০২৩	৭,১০,১৮০ টাকা	৭,৫১,৪০১ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021308184288 নাম- চন্দ গণেশ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৪ই বিষ্ণু আবাসন ৯৩ আর এন টেগর রোড, বহরমপুর বহরমপুর মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB58BU4568 ইঞ্জিন নং - REVTRN11GXXK99049 চেসিস নং - MAT627243NLH82902 মডেল- TATA CAT C NEXON XM+SSV	ক) নোটিশের তারিখ ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৮,৭২,৪৮৯ টাকা	৯,৪৬,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000508242485 নাম - মিতা মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ১ ১২ বনমালি ঘোষাল লেন অংশ কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বেহালা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৩৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং -WB10D8720 ইঞ্জিন নং - 10VQAC0005376 চেসিস নং - MZZCCHMEMNV002472 মডেল- CITROENéôéCAT B C3 FEEL 1.2 MT	ক) নোটিশের তারিখ - ২০-ফেব্রুয়ারি-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ ০৮-জানুঃ-২০২৪	৫,৭১,৭৪১ টাকা	৬,৫০,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003507727591 নাম - রতন সরকার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- লোহাগঞ্জ দক্ষিণ দিনাজপুর লোহাগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে দক্ষিণ দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩১২৪ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB66AM5763 ইঞ্জিন নং - B4DA417E158440 চেসিস নং - MEERBC006N5136551 মডেল- RENAULT CAT B TRIBER	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-নভেঃ-২০২৩	৬,৩৬,২৩৬ টাকা	৭,০৮,৪০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021306979485 নাম - মহঃ হাসমত সেখ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- রঘুনাথপুর জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জ ২ মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২২১৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB94M4674 ইঞ্জিন নং - REVTRN10NYXM62406 চেসিস নং - MAT632115MPPP1077 মডেল- TATA CAT C TATA ALTROZ XZ	ক) নোটিশের তারিখ ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-ফেব্রুঃ-২০২৪	৫,৫৩,১০২ টাকা	৭,৬৭,৬০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000508335343 নাম- এরসাদ আলী মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চৌবাগা রোড কলকাতা এমসি কলকাতা এএ কমপ্লেক্স কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB26BU7560 ইঞ্জিন নং - M15DNA05022 চেসিস নং - MBJTYKM1SNJ101054 মডেল- মারুতি ক্যাটাগরি সি প্লাস গ্র্যান্ড ভিটারা	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-নভেঃ-২০২৩	১১,৮২,১০৩ টাকা	১২,৬০,৩১৫ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003507620719 নাম- ফুর টিশেরিং লেপচা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- লিংডিং রিংড্যাং পিডব্লিউ, এনএইচ ৩১এ পঞ্চায়েত ঘর সেন্টাম জিপিইউ উত্তর সিকিম উত্তর সিকিম সিকিম ৭৩৭১১৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - SK03P2629 ইঞ্জিন নং - K15BN1304121 চেসিস নং - MA3ENGL1S00284468 মডেল- MARUTI CATEGORY C PLUS GRAND VITARA	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-অক্টোঃ-২০২৩	৫,৯৭,২৯৬ টাকা	৭,৩১,১৯১ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021304497742 নাম - পারমিতা বাগ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- স্বামী সুব্রত বাগ ভাবা নিপুর সুরেকাইনা জামালপুর বর্ধমান বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৪০৮ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB42AU3810 ইঞ্জিন নং - D4FBKM810686 চেসিস নং - MALC841DLKM165144 মডেল- HYUNDAI CAT C VERNA	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ -০৮-অক্টোঃ-২০২৩	৪,৮৪,৬৬৫ টাকা	১২,০১,৪১০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR021307033785 নাম- রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- পিতা- নন্দলাল মুখার্জী হোতপাড়া সুন্দলপুরী নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ শহর সুন্দলপুর নদিয়া পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১২২ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB52BD8992 ইঞ্জিন নং - REVTRN08PYXKB9500 চেসিস নং - MAT629303MKP83527 মডেল- TATA CAT C TIGOR XZA PLUS	ক) নোটিশের তারিখ - ৩০-মার্চ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ২৯-ফেব্রুঃ-২০২৪	৬,৬৬,৭০৩ টাকা	৮,১১,৫০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003505753122 নাম- সুভাষ বর্মণ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- খালিসাগোসন মারি গোসানিমারী দিনহাটা কোচ বিহার শহর দিনহাটা কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৬১৪৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB64Y5428 ইঞ্জিন নং - K15BN9082255 চেসিস নং - MA3BNC32SLM295642 মডেল- MARUTI CAT C ERTIGA	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-মে-২০২২	৮,২৭,৫২০ টাকা	৯,৩১,৫০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003505087338 নাম- সেখ আমিরুদ্দীন (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- রাঙ্গামাটি, আলতাপুর রঘবপুর উত্তরদিনাজপুর উত্তর দিনাজপুর পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৩২১৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB60V5971 ইঞ্জিন নং - K12MN7553140 চেসিস নং - MA3CZF63SLB652083 মডেল- MARUTI CAT C SWIFT DZIRE	ক) নোটিশের তারিখ ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯-জুলাই-২০২৩	৪,৬২,৫৫৫ টাকা	৬,৮৫,৯৬৬ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR000504646638 নাম- বিকাশ সিং (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- সিই ২৭১৮ রবীন্দ্র নগর থানা রবীন্দ্রনগর মহেশতলা এম সিটি দঃ ২৪ পরগনা , কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৮	রেজিস্ট্রেশন নং - WB20BE6923 ইঞ্জিন নং - WTK4E14117 চেসিস নং - MA1YU2WTUK6F10071 মডেল- MAHINDRA CATEGORY C PLUS XUV500 W3	ক) নোটিশের তারিখ - ২২-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯-ডিসেঃ-২০২৩	৮,২৩,০৭৯ টাকা	১৩,৫৪,৫০৬ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং - AUR003507420839 নাম - অমল দে (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- পশ্চিম বাবু পাড়া জেনি নকশালবাড়ি দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪৪২৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং - WB74BK2874 ইঞ্জিন নং - K12NP4059144 চেসিস নং - MBHCZFB3SNA197361 মডেল- MARUTI CAT C SWIFT DZIRE	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ ১৮-সেপ্টেঃ-২০২৩	৭,৮৩,৭৬৮ টাকা	৮,৮৮,৩৫৮ টাকা

Continued to next page

ঝাড়গ্রামে জটিল অংকে বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে অন্যতম হল ঝাড়গ্রাম। এবার এই কেন্দ্রে বিজেপি এবং তৃণমূল প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে। সাংগঠনিক ভাবে তৃণমূল কিছুটা এগিয়ে থাকলেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটেই জয়ের অংক কষছে বিজেপি। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অংকের খেলা ঘুরিয়ে দিতে পারেন তৃণমূলের সময়ে জঙ্গলমহল চষে বেড়ানো শুভেন্দু অধিকারী।

বাম রাজত্বের অবসানের পর নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রকম উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে জঙ্গলমহলকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করেন। মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর জঙ্গলমহলের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় একদশক ধরে চলা মাওবাদী সন্ত্রাস দমন করে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা অনুযায়ী চলতে থাকে প্রকল্প রূপায়ণের কাজ। ২০১১ সালের পর থেকে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে জঙ্গলমহল চষে বেড়াতে থাকেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জঙ্গলমহলে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা মানেই তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি একসঙ্গে দেখা যেত শুভেন্দু-অভিষেককে। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত জঙ্গলমহলের বিভিন্ন সভায় এই জুটিকে উপস্থিত থাকতে দেখেছেন জঙ্গলমহলের মানুষ।

কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের দায়িত্ব থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে সরিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে মনোনীত করেন তৃণমূল নেত্রী। ২০১১ সালের পর থেকে জঙ্গলমহলের দায়িত্ব শুভেন্দুর হাতে থাকায় তৃণমূল অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁকে সরিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দেওয়ার পর সংগঠন আলগা হতে থাকে এবং ২০১৪ সালে সাড়ে তিন লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জেতা ঝাড়গ্রাম আসন গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে হারাতে হয়। তখন থেকেই বোঝা যায় জঙ্গলমহলে তৃণমূলের সংগঠন রক্ষার ক্ষেত্রে শুভেন্দু অধিকারীর গুরুত্ব কতখানি ছিল। একুশের লোকসভা নির্বাচনে পরাজয় এবং একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে যাওয়ায় জঙ্গলমহলে অশনি সংকেত দেখেন তৃণমূল নেত্রী। ফলে তিনি জঙ্গলমহলের সাংগঠনিক দায়িত্ব একপ্রকার নিজের কাঁধেই তুলে নেন।

বারবার আসতে থাকেন ঝাড়গ্রাম সফরে। জেলার দলীয় নেতাকর্মীদের থেকে সাংগঠনিক বৈঠক করেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে তিনি তাঁর এই তত্ত্বাবধানের ফলও পেয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনে আশাতীত ফল করে ফেলা বিজেপিকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় মুছেই ফেলেন তৃণমূল নেত্রী। ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিজেপিকে উড়িয়ে দিয়ে ব্যাপক ব্যবধানে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থীরা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও উল্লেখযোগ্য ফল করে শাসকদল। এরপর বিজেপির হয়ে জঙ্গলমহলে ব্যাট করতে নামেন শুভেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এবং জঙ্গলমহলের পরিকাঠামোগত অনুন্নয়নের অভিঘাত এবারের লোকসভা নির্বাচনে চিন্তায় রেখেছে তৃণমূলকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্র উদ্ধারে বারবার ছুটে এসেছেন। সভা, মিছিল, রোড শো করেছেন।

তবুও এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই বিপুল জয় সত্ত্বেও কেউ হলফ করে বলতে পারছেন না, ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী জয়ী হবেন। এই লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রেই গো হারান হেরেছে বিজেপি। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জোর ধাক্কা খেয়েছে দলের কাছে। ফলে বিজেপির পক্ষ থেকেও কেউ জোর দিয়ে বলতে পারছেন না যে তাঁদের প্রার্থী এবার জয়লাভ করছেন। শুভেন্দু অধিকারী খেলা ঘোরানোর যতই চেষ্টা করুন না কেন কিংবা যতই জিতছি জিতছি বলে বেড়ান না কেন, কে জিতবেন, কে হারবেন তা বোঝা যাবে ৪ জুনই। আপাতত দুইদলের প্রার্থীদের ভাগ্য বন্দি রয়েছে স্ট্রং রুমে। ওই দিনই যুযুধান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দু অধিকারীর চ্যালেঞ্জেরও ফয়সলা হয়ে যাবে।

মথুরাপুরের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদারের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ, গো ব্যাক স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদারের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ। গো ব্যাক স্লোগান গ্রামবাসীদের একাংশের। এই ঘটনার জেরে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শুক্রবার মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের নালুয়া এলাকায় গেলে তাঁকে ঘিরে ধরে এই বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে। এমনকি রাস্তায় বসে বিক্ষোভ শুরু করেন গ্রামবাসীরা। গাড়ির সামনে বসেন পড়ে গ্রামবাসীদের একাংশ। বিরোধীদের অভিযোগ, নির্বাচনবিধি লংঘন করে প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও এলাকায় প্রচারের পাশাপাশি ভোটারদেরকে প্রভাবিত করতে বাপি হালদার এলাকায় ঢুকেছিলেন। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেন তৃণমূল প্রার্থী।

এই বিষয়ে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক পুরকাইত বলেন, 'ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন তৃণমূল প্রার্থী। ভোটের আগের দিনই নির্বাচন বিধি ভঙ্গ করে এলাকায় প্রচার চালিয়েছেন তিনি। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। শুনলাম স্থানীয় বাসিন্দারাই তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। নিঃসন্দেহে তাঁরা ক্ষুব্ধ তাই তৃণমূল প্রার্থীকে মেনে নিতে পারছেন না।' সিপিএম নেতা সাম্য গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল প্রার্থী নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘন করে প্রচার চালিয়েছেন। আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। এইসব চলতে পারে না।'

সব অভিযোগ অস্বীকার করে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বাপি হালদার বলেন, 'সব মিথ্যে অভিযোগ করছে বিজেপিরা। হেরে যাবে তাই আমার নাম শুনে ভয় পাচ্ছে। আমার পিসিমা অসুস্থ তাই দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেটাকে নিয়ে কারা কুৎসা করার চেষ্টা করছে তাদের মানুষই জবাব দেবে। সিপিএম-বিজেপি এখন হতাশায় ভুগছে।'

রঘুনাথপুরে পৃথক ঘটনায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমায় পৃথক পৃথক ঘটনায় মৃত্যু হল ৩জনের।

জানা যায়, পুরুলিয়ার পারা থানা এলাকায় সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে মন্দিরের এক সাধুর। তাঁর নাম তপন সিং (৫৭), তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার পারা থানার দড়দা বহড়া গ্রামে। তবে তিনি সাঁওতালডিহির ল গাঁ গ্রামে একটি মন্দিরে থাকতেন। মৃতের ছেলে জানান, তাঁর বাবা তপন সিং বৃহস্পতিবার রাতে যখন মন্দিরের মেঝেতে ঘুমোচ্ছিলেন তখন একটি বিষধর সাপ তাঁর ডান হাতে কামড় দেয়। ওই গ্রামের বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে তাঁর অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে তাকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথপুর থানার পুলিশ শুক্রবার দুপুরে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

অন্যদিকে অত্যধিক গরমের জেরে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা ঘটল রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের সাঁওতালডি বস্তিতে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম শান্তিরাম মাহাতো (৪৯)। বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি বাড়িতে হঠাৎ পড়ে গেলে তাঁকে স্থানীয় চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার রঘুনাথপুর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়াতে পাঠায়।

অন্যদিকে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবককের চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার মৃত্যু হল। মঙ্গলবার বিকেলে পুরুলিয়া-চেলিয়ামা রাস্তায় রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দাঁন্দুয়া গ্রামের অদূরে পাথরখুনিয়া মোড়ের সামনে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছিলেন দুই যুবক। তাঁদের নাম রানা মুখোপাধ্যায় ও মিলন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের দু'জনেরই বাড়ি রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের দাঁন্দুয়া গ্রামে। মঙ্গলবার বিকেলে পাথরখুনিয়া মোড়ের অদূরে রাস্তার ওপর দু'জনকেই তাঁদের মোটরবাইক নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা তাঁদের পরিবারে ও পুলিশে খবর জানিয়ে দু'জনকেই উদ্ধার করে চেলিয়ামার বাঁন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে তাঁদের অবস্থা সংকটজনক বুঝতে পেরে দু'জনকেই রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় দুর্গাপুরের একটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিলনের মৃত্যু হয়।

গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সন্দেহজনক ভাবে এলাকায় ঘোরাফেরা করায় ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলো কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত ৪জনকে শুক্রবার মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় ১টি চারচাকা গাড়ি আটক করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হল কুলটির বাসিন্দা সন্তোষ মুদি,আসানসোলের বাসিন্দা পিণ্টু কুমার দাস, জামুড়িয়ার বাসিন্দা কায়ুম আনসারি, অণ্ডালের বাসিন্দা প্রতাপ ভূমিজ। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাঁকসার এল অ্যান্ড টি মোড়ের কাছে একটি চারচাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। ওই গাড়িতে থাকা ৪জন আরোহীকে গাড়ির বৈধ কাগজ দেখাতে বলা হলে, তাঁরা কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি ওই ৪জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তাঁদের কথায় অসঙ্গতি দেখে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং. এমসি/ইএনএইচএম-এইচডব্লুএইচ/০৯ স্টেশন ক্লিনিং, বিড নং.ঃ জিইএম/২০২৪/বি/৪৯৮১৯৭৮, তারিখ ঃ ২৬.০৫.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউস কিপিং ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **দরপ্রস্তাবের বিশদ (দফা বিভাগ)ঃ-** সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণ পরিবহণ স্থানগুলিতে;সাধারণ পরিষ্কারের কাজ (ঝাঁট দেওয়া, মোছা, ঝাড়পাঁছ করা); বাইরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; ০৯টি স্টেশনে অর্থাৎ এনডিএই, এবিকেএ, বিএসএই, জেআইটি, এসএমএই, এমইউজি, সিজিআর, সিএনএস এবং টিবিইতে রেলওয়ে ট্র্যাক পরিষ্কার করার কাজ; বাইরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; ০৯টি স্টেশনে অর্থাৎ এনডিএই, এবিকেএ, বিএসএই, জেআইটি, এসএমএই, এমইউজি, সিজিআর, সিএনএস এবং টিবিইতে প্রস্রাবাগার এবং শৌচালয় পরিষ্কারের কাজ; বাইরে, সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার, জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে-গণ পরিবহণের স্থানগুলিতে; ০৯ টি স্টেশনে অর্থাৎ এনডিএই, এবিকেএ, বিএসএই, জেআইটি, এসএমএই, এমইউজি, সিজিআর, সিএনএস এবং টিবিএই-তে রাস্তার উপরিতল পরিষ্কার; বাইরের সাফাই, জঞ্জাল পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্তকরণ পরিষেবা-ফলাফলের ভিত্তিতে -গণপরিবহণের স্থানগুলিতে; সাফাই ৯টি স্টেশনে অর্থাৎ এনডিএই, এবিকেএ, বিএসএই, জেআইটি, এসএমএই, এমইউজি, সিজিআর, সিএনএস এবং টিবিএইতে নর্দমার সাফাইয়ের কাজ বাইরের। **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** দুই প্যাকেট দরপ্রস্তাব। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্য ঃ ₹২,৮০,২৫,০০৯.০১; দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষের তারিখ ঃ ১০.০৬.২০২৪** সকাল ১০ টা। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময় ঃ ১০.০৬.২০২৪** তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে; **দরপ্রস্তাব বৈধতা শেষের তারিখ থেকে ঃ** ৯০ (দিন); **কার্যালয়ের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **প্রস্তাবদাতার ন্যূনতম বার্ষিক গড় টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ৪২০ লাখ। **একই/সমতুল ধরনের পরিষেবাতে যত বছরের অতীত অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন ঃ** ০৩ বছর; **সমতুল পরিষেবাতে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা ঃ** আছে। **অভিজ্ঞতার বছর ও টার্নওভারের ক্ষেত্রে এমএসই ছাড় ঃ** নেই। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ (স্টার্ট আপ) -এর ক্ষেত্রে ছাড় ঃ** নেই। **বিক্রেতার কাছে থেকে যেসকল নথি পেতে হবে ঃ** অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিষয়; দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসিতে অনুরোধকৃত), ওইএম বার্ষিক টার্নওভার অতিরিক্ত নথি -১ (এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি২ (এটিসিতে অনুরোধকৃত), অতিরিক্ত নথি ৩(এটিসিতে অনুরোধকৃত) অতিরিক্ত নথি ৪ (এটিসিতে অনুরোধকৃত)। *কোনো দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভারের বিষয়ে ছাড় পেতে চাইলে, এই বিষয়ে প্রামাণ্য নথি যা ছাড় পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবে ক্রেতার মূল্যায়নের জন্য তা অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য অনুমোদিত সময় ঃ** ২দিন। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **প্রদেয় বায়না অর্থরাশি ঃ** ₹২,৯০,১২৫। **ইপিবিজিই বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা হার (%) ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য প্রয়োজনীয় সময়কাল (মাসে) ঃ** ২৬। HWH-78/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট এনপিআর ফিনান্স লি এর ৩১.০৫.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত এএফআর বিজ্ঞাপনে ৩য় কলমে অর্থাঙ্ক ক্রম নং ৪ অধীনে "৩১.০৩.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিনমাস" (৪.১২) এর পরিবর্তে পড়তে হবে "(৮.১২)" এবং ৪র্থ কলমে অর্থাঙ্ক ক্রম নং ৫ অধীনে "৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষ" ২৫৮.২৩ এর পরিবর্তে পড়তে হবে "(২৫৮.২৩)"। আরও নীচের ডান দিকের অংশে নাম পড়তে হবে "পবন কুমার টোডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডিন : ০০৫৯০১৫৬"। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

সোমানী সিরামিকস লিমিটেড

রেজি. অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা : ৭০০০০১

CIN : L40200WB1968PLC224116

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

শেয়ার সার্টিফিকেট হারিয়েছে

কোম্পানির শেয়ার সার্টিফিকেট নং ২৬৭ -৪৫০০ ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ প্রতিটি ২ টাকা ডিসটিংটিভ নং : ৫২৯২৬৬-৫৩৩৭৬৫, ফোলিও নং জি০০৭১৬ রেজিস্ট্রিকৃত মঙ্গল গৌরী গিরিধারীলাল যৌথভাবে দিলীপ কুমার গিরিধারীলাল মেহতা এর নামে, বসন্ত, আহমেদাবাদ হারিয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির নিকট কোনও বৈধ আপত্তি দাখিল না হলে কোম্পানি উক্ত মূল সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ারহোল্ডারগমের নামে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। সাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মূল শেয়ার সার্টিফিকেট মাধ্যমে কোনওভাবেই লেনদেন না করতে।

সোমানী সিরামিকস লিমিটেড এর পক্ষে

অম্বরিশ জুলকা

তারিখ : ৩১.০৫.২০২৪ কোম্পানি সেক্রেটারি

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং (CIN) - L65993WB1989PLC047002

রেজিস্টার্ড অফিস: আজিমগঞ্জ হাউস, ৩য় তল, ৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সরণি (পূর্বের ক্যামাক স্ট্রিট) কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩১, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮২ ৯৩৩৫

ই-মেল: investors@sastasundar.com • ওয়েবসাইট : www.sastasundarventures.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ

(ইপিএস ব্যতীত লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১-ডিসে.-২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৩ (নিরীক্ষিত)
মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট)	-	-	-	-	-	৩০,৬৬৭.০৩	৩৭,৪৪৯.৭১	৩১,৩১৫.১০	১,৩৭,৫৭০.৯৩	১,০৩,৯৮১.৮৪
কর এবং ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ পূর্ব সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	(৭.২৪)	(২৩.৭৮)	১০৫.৬৬	(৮৯.২৯)	৬৪.৯৮	৫০১.১১	২,১০০.৩০	(৫৫৩.২১)	৫,৫৬৭.৮৮	(২,৯৩৮.৮৩)
কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ	(৭.২৪)	(২৩.৭৮)	১০৫.৬৬	(৮৯.২৯)	৬৪.৯৮	৫০১.১১	২,১০০.৩০	(৫৫৯.৬৩)	৫,৫৬৭.৮৮	(৩,৭৩৫.২৮)
কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) এবং সহযোগীর লাভ/(ক্ষতি) ভাগ	(৭.২৪)	(২৩.৭৮)	১০৫.৬৬	(৮৯.২৯)	৬৪.৯৮	২,১৫৭.১৭	(৩২২.৯৬)	(৪,৮০০.১০)	৫৮৫.২৬	(৯,৯৪৬.৯২)
মোট আনুপুঙ্খিক আয় /(ক্ষতি)	(৩.০৭)	(২৪.৮৯)	১০৩.৭৮	(৮৮.৪৫)	৬০.৫৫	২,১৭৪.৫২	(৩২৫.৪৮)	(৪,৯৩২.৬৯)	৫৯৬.৯৮	(১০,০৬৬.৪৫)
পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু প্রতি শেয়ার ১০/- টাকা)	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫	৩,১৮১.০৫
সংরক্ষণ (পূর্ববর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	২৪,০৭২.৪৬	২৪,১৬০.৯১	-	-	-	৭৩,০৫৬.৪০	৭২,১৫৮.৯৯
শেয়ার পিছু আয় (মৌলিক)	(০.০২)*	(০.০৮)*	০.৩৩*	(০.২৮)	০.২০	৫.১৭*	(০.২৩)*	(১০.৭৫)*	২.৭৯	(২২.৭০)*
শেয়ার পিছু আয় (মিশ্রিত)	(০.০২)*	(০.০৮)*	০.৩৩*	(০.২৮)	০.২০	৫.১৭*	(০.২৩)*	(১০.৭৫)*	২.৭৯	(২২.৭০)*

*বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য -

১. উপরেরটি স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ছকের একটি সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস্, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ছক, স্টক এক্সচেঞ্জ (সমূহর) ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www. nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট- www.sastasundar-ventures.com এও পাওয়া যাবে।

২. আইএনডিএএস আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রমী সমূহ লাভ ও ক্ষতির খাতায় বিন্যস্ত করা হয়েছে।

বোর্ডের পক্ষে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
বানওয়ারি লাল মিত্তাল
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN - 00365809

তারিখ: ৩০ মে, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড

CIN: L15520WB1960PLC024710

রেজি অফিস: "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:

ফোন: (০৩৩)২২৮১-৭০০১, **ওয়েবসাইট:** www.obl.org.in, **ইমেল:** cs@obl.org.in

৩১.০৩.২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন ও কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং.	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন					কনসোলিডেটেড				
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	
		৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩,৬১১	৩,১৬৬	২,৯০৪	১৩,৩৭৬	১০,৪১৫	৪,৩২৩	৩,৫৬৫	৩,২৯৮	১৫,৬৭৯	১২,২০১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পূর্ব)	৩০৩	৮৯	৭৭	৪৫০	১৫৪	৩১১	১২৬	৩০	৫৫৭	৩১২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	৩০৩	৮৯	৭৭	৪৫০	১৫৪	৩১১	১২৬	৩০	৫৫৭	৩১২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী)	২৫৮	৯৯	৬৯	(৯১)	১৯৬	২৬৯	১৩০	(৪৪)	৯	২৮৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২৫৬	৯৯	৫৭	(৯২)	১৯৭	২৬৭	১৩০	(৫৬)	৮	২৮৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫	২১৬.১৫
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১,৬১২	১,৭০৩	-	-	-	১,৬১৬	১,৫৫৩
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ₹ ১০/- প্রতিটি) (বার্ষিকীকরণ হয়নি) মৌলিক এবং মিশ্রিত (₹)	১১.৯৪	৪.৫৮	৩.১৯	(৪.২১)	৯.০৬	১২.৪৫	৬.০১	(২.০৪)	০.৪২	১৩.০৯

দ্রষ্টব্য:

১ ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের জন্য ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ -র স্ট্যান্ডাঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি এবং কোম্পানির কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের জন্য এর সম্পূরকসমূহ-র নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং ৩১ মে, ২০২৪ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিগোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট উপরেরটি। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহর ওয়েবসাইটসমূহ **www.bseindia.com** এবং **www.cse-india.com** -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.oble.org.in** -এ পাওয়া যাবে।

পর্ষদের আদেশানুসারে
ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য
এন. কে. পোদ্দার
চেয়ারম্যান
DIN: 00304291

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১ মে, ২০২৪

Continued from previous page

ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) নোটিশের তারিখ খ) এনপিএ তারিখ (কার্যকর)	বকেয়া (দাবি) টাকা	সুবিধা পরিমাণ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- UCR000503868271 নাম- চন্দ্র শেখর ঝা (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৩২ এ দেশপ্রিয় পার্ক রোড কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন টালিগঞ্জ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB02AK6967 ইঞ্জিন নং - G4FGGU927972 চেসিস নং - MALC381CLGM192096L মডেল - HYUNDAI CAT C CRETA	ক) নোটিশের তারিখ - ১৫-ডিসেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-সেপ্টেঃ-২০২৩	৪,৫২,৪৯২ টাকা	১৪,৬৭,১৮৬ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR000507681548 নাম- অর্পিতা সামন্ত (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চাঁদমারি রোড রামকৃষ্ণ পল্লী হাঁসখালিপোল হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১০৯ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB12BK2239 ইঞ্জিন নং - K12NP1253095 চেসিসনং - MBHCZFB3SNF281411 মডেল -MARUTI CAT C SWIFT DZIRE	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৩-অক্টোঃ-২০২৩	৫,১০,৯৩২ টাকা	৬,৬৪,১৩৮ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- UCR000508980380 নাম- শরিফুল রহমান সর্দার (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- হোমরাপালতা পো নাগরতলা সাব ডিস্ট্রিক্ট ক্যানিং-২ দক্ষিণ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭৬ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB02AF2557 ইঞ্জিন নং - N15A11120587 চেসিসনং - MAKGM85BEEN004489 মডেল -HONDA CAT C HONDAC-ITY	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-আগস্ট-২০২৩	৫,০৭,৫৬৯ টাকা	৪,৬৩,০৩৮ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং AUR003509136436 নাম , মহঃ সামসে আলম (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- চম্পাসারি, মাদ্রাসার কাছে দেবীডাঙ্গা দক্ষিণ পলাশ শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০৩ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং. - WB74BP3548 ইঞ্জিন নং - K12NN4059026 চেসিসনং - MA3JDT08WPDB72712 মডেল -MARUTI CAT A EECO	ক) নোটিশের তারিখ - ২১-নভেঃ-২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮-সেপ্টেঃ-২০২৩	৬,১৯,০০৯ টাকা	৫,৮৭,৮৯৩ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং UCR000505386959 নাম- পিয়ালি ভট্টাচার্য (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- স্বামী- সৌম্য ভট্টাচার্য মাহিয়ারি দাস পাড়া মাহিয়ারি আন্দুল মৌরি সিটি কলকাতা হাওড়া পশ্চিমবঙ্গ ৭১১৩০২ ভারত	রেজিস্ট্রেশননং. - WB12AV8556 ইঞ্জিন নং - WTJ4H24483 চেসিসনং - MA1YU2WTUJ6H15761 মডেল -MAHINDRA CATEGORY C PLUS XUV500	ক) নোটিশের তারিখ - ০৯-জানুঃ-২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ৩০-ডিসেঃ-২০২৩	৮,৭৮,৯২৭ টাকা	১৭,৫০,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- UCR031906670068 নাম- সুব্রত কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- জে কে সাহা লেনে কাঁঠালপোতা কৃষ্ণনগর ১ নদীয়া কৃষ্ণনগর পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১১০১ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং- WB52AW4460 ইঞ্জিন নং - ESJZM12199 চেসিসনং - MA1WA2ES1K2A14816 মডেল-MAHINDRA CAT C MARAZZO	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভে. ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৮ অক্টো. ২০২৩	১৩,৭০,৯৫৯ টাকা	১৭,৫০,০০০ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR000505997600 নাম- আলো ঘোষ (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- খাসমল্লিক দক্ষিণ ২৪ পরগণা কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৪৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং- WB96R3757 ইঞ্জিন নম্বর - K10BN2400756 চেসিস নম্বর - MA3RFL41SMB243045 মডেল-MARUTI CAT B S PRESSO	ক) নোটিশের তারিখ - ২১ নভে. ২০২৩ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯ জুলাই ২০২৩	৩,২৯,৭২৫ টাকা	৪,২০,০১৮ টাকা
লোন অ্যাকাউন্ট নং- AUR000507124980 নাম- আর্থ কোর ট্রেডিং এলএলপি. (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা- ৩৭ এজরা স্ট্রিট বিএনসি চেম্বার ১ম ফ্লোর, রুম নং সি১০ কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৫৫ ভারত	রেজিস্ট্রেশন নং- WB02AS2105 ইঞ্জিন নং - EUNZA92173 চেসিস নং - MA1NM2EU1N2A54629 মডেল-MAHINDRA CAT CXUV300 W6 O	ক) নোটিশের তারিখ - ২০ ফেব্রু. ২০২৪ খ) এনপিএ এর তারিখ- ০৯ ডিসে. ২০২৩	৮,৬৯,৯৭১ টাকা	১০,০০,০০০ টাকা

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এবং/অথবা গ্যারান্টারদের (যেখানে প্রযোজ্য) তাদের এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ভবিষ্যতের সুদ এবং প্রযোজ্য চার্জ সহ উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনার পরিমাণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ব্যর্থ হলে এই নোটিশের তারিখের ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন এবং আর্থিক সম্পদের পুনর্নির্মাণের বিধান অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উক্ত আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর অধীনে, কোন ঋণগ্রহীতা, উপ-ধারা (২) তে উল্লেখিত নোটিশ প্রাপ্তির পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় উল্লিখিত তার সুরক্ষিত সম্পদের মাধ্যমে হস্তান্তর করবেন না সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই।

সারফায়েসি আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতাদের কাছে সুরক্ষিত সম্পদগুলি উদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের জন্য।

সারফেসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩ উপ-ধারা (৮) -

যেখানে সুরক্ষিত পাওনাদারের সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচের সাথে তার বকেয়া পরিমাণ পাবলিক নিলামের জন্য নোটিশ প্রকাশের তারিখের আগে বা সরকারী বা বেসরকারী চুক্তি থেকে কোটেশন বা দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর তারিখের আগে যে কোনো সময়ে সুরক্ষিত পাওনাদারকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা যাবে না।

(ক) সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক ইজারা, নিয়োগ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুরক্ষিত সম্পদ স্থানান্তর করা হবে না; এবং

(খ) যদি, এই উপ-ধারার অধীনে এই জাতীয় অর্থের দরপত্রের আগে সম্পত্তির ইজারা বা বরাদ্দকরণ বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার জন্য সুরক্ষিত পাওনাদারের দ্বারা কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়, তাহলে এই ধরনের সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। লিজ বা অ্যাসাইনমেন্ট বা এই ধরনের সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে স্থানান্তর।

তারিখ ০১.০৬.২০২৪, স্থান কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.**

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 349, KOLKATA, SATURDAY
1 JUNE 2024, PAGE 8

বাংলাদেশ ম্যাচের আগে নিউইয়র্কের অনুশীলন সুবিধায় ভারতের অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের কারণে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে একটু দেরিতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছে ভারত। গত সোমবার নিউইয়র্কে পৌঁছানোর পর বিশ্রাম আর হোটেলের আশপাশের এলাকা ঘুরে দুদিন কাটিয়েছে ভারতীয় দল।

রোহিত শর্মা,যশপ্রীত বুমরা, রবীন্দ্র জাদেজারা প্রথম অনুশীলনে নেমেছেন গত বুধবার। অনুশীলনের ভেন্যু ছিল নিউইয়র্কের হিকসভিল অঞ্চলের ক্যান্টিয়াগ পার্ক। তবে এ মাঠের অনুশীলন সুবিধা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়। ভারতের সংবাদমাধ্যম 'নিউজ১৮' দলের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পেরেছে।

পিচ থেকে শুরু করে অন্যান্য সুযোগ,সুবিধা;এই মাঠের সবকিছুই অস্থায়ী। এটা বলা নিরাপদ হবে যে, এখানকার সবকিছুই গড়পড়তা মানের। দল এ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে।

গত বুধবার ক্যান্টিয়াগ পার্কে শুধু ভারতীয় দলের অনুশীলন ব্যবস্থার ঘাটতিই নয়, পর্যাপ্ত খাবারও ছিল না। অনুশীলন সেশন কাভার করতে যাওয়া বক্সে সাংবাদিকদের খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। খেলোয়াড়েরাও খুশি ছিলেন না। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) পক্ষ থেকেও খাবার নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছিল।বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (আইসিসি) অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছে, 'ক্যান্টিয়াগ পার্কের অনুশীলন সুবিধা নিয়ে কোনো দল অভিযোগ বা উদ্বেগ প্রকাশ করেনি।'

আগামীকাল রাত সাড়ে আটটায় নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। সাকিব, মাহমুদউল্লাহ,তাসকিনের বিপক্ষে ম্যাচ সামনে রেখে রোহিতের দল পরশু যে মাঠে (ক্যান্টিয়াগ পার্ক) অনুশীলন করেছে, তা নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামের অদূরে অবস্থিত। বিশ্বকাপে ভারত তাদের গ্রুপ পর্বে প্রথম তিন ম্যাচ নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়ামেই খেলবে। তবে সদ্য আধুনিকায়নের কাজ শেষ হওয়া এই স্টেডিয়ামের সবকিছু অস্থায়ী। নেই কোনো অনুশীলন সুবিধা। এমনকি যেসব পিচে খেলা হবে, সেগুলোও প্রতিস্থাপনযোগ্য। আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, নিউইয়র্কে যেসব দলের ম্যাচ আছে, তাদের অফিশিয়াল ট্রেনিং গ্রাউন্ড হিসাবে ক্যান্টিয়াগ পার্ক মাঠই ব্যবহার করতে হবে। আজ এই মাঠে বাংলাদেশ দলও অনুশীলন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে এমনিতেই ক্রিকেটের তেমন জনপ্রিয়তা নেই। প্রথমবার কোনো বৈশ্বিক ক্রিকেট আসর আয়োজন করতে চললেও স্থানীয়দের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই। আবহাওয়াও ক্রিকেটের অনুকূল নয়। গত কয়েক দিনে নিউইয়র্কের বেশ কিছু এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে। আরেক ভেন্যু ডালাসের গ্র্যান্ড প্রেইরি স্টেডিয়াম ঝড়ের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসবের সঙ্গে পিচ, অনুশীলন ও খাবার নিয়ে ভারতের মতো বড় দলের অসন্তোষ মার্কিন মুলুকে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ায় সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন জাগাল।

বিশ্বকাপ খেলতে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন কোহলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার তিনি দেশ থেকে রওনা হয়েছিলেন আমেরিকার উদ্দেশে। শুক্রবার সেখানে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় দলের বাকি সদস্যেরা আগেই আমেরিকায় পৌঁছে গিয়েছেন। তবে শনিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না, তা নিশ্চিত নয়।

বোর্ডের এক সূত্র সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, টিম হোটেলে চলে এসেছে কোহলি। দীর্ঘ বিমানযাত্রার পর আপাতত বিশ্রাম নেবে ও।দ জানা গিয়েছে, ১৬ ঘণ্টা বিমানযাত্রা করে আমেরিকায় পৌঁছেছেন কোহলি। ম্যাচের দিন সকালে তাঁর শরীর কেমন থাকে, তার উপর তাঁর খেলা নির্ভর করবে। স্থানীয় সময় সকাল ১০.৩০ থেকে রয়েছে ভারতের ম্যাচ।

আইপিএলে নিজে ভাল খেললেও দলকে জেতাতে পারেননি কোহলি। ১৫ ম্যাচে ৭৪১ রান করে কমলা টুপি পেয়েছেন। কিন্তু এলিমিনেটরে রাজস্থানের কাছে হেরে আইপিএল জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় কোহলির। রোহিতদের সঙ্গে প্রথম ধাপে আমেরিকা যাননি কোহলি। বোর্ডের থেকে বাড়তি বিশ্রাম চেয়ে নেন। তার অনুমতি মেলায় কিছু দিন বিশ্রাম করেন বাড়িতে।

এখনও পর্যন্ত তিন বার অনুশীলন করেছে ভারত। কোনওটিতেই অংশ নেননি কোহলি। তবে না খেললেও তিনি নিজের ফিটনেসের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন। তাই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নামার আগে কোহলির কোনও অসুবিধা হবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাইকেল ক্লার্কের ফেবারিট ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: কার হাতে উঠবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফি? এই প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বেছে নিয়েছেন রোহিত শর্মার দল ভারতকে। ২ জুন থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ভারতীয়দেরই শিরোপার দাবিদার মনে করছেন সাবেক এই অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক। ভারতের এক স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এসব কথা জানান তিনি।

ভারতকে বেছে নেওয়ার পেছনে ক্লার্কের যুক্তিও আছে। দলটির অভিজ্ঞতা ও প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'আমি এর আগেও বলেছি, যদি আপনি এই বিশ্বকাপের ফেবারিট কে তা খুঁজতে চান, তাহলে সেটা হবে ভারতই। কারণ, যে পরিমাণ ক্রিকেট তারা খেলে, সেই হিসাবে তাদের প্রস্তুতি দারুণ।'

'ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের কন্ডিশনও ভারতীয়দের সাহায্য করবে বলে জানান ক্লার্ক, 'ক্যারিবিয়ান ও যুক্তরাষ্ট্রে কন্ডিশন ভিন্ন ঠিকই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল আছে। ভারতের খেলোয়াড়েরাও এতে অভ্যস্ত।'

ভারতের স্পিন শক্তি ওয়েস্ট ইন্ডিজের কন্ডিশনে তাদের এগিয়ে রাখবে, 'আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ভারত তাদের দল নির্বাচনে ঝুঁকি নিয়েছে। ওরা স্পিনের ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে। অস্ট্রেলিয়া ভিন্ন পথে এগিয়েছে।'

২০১০ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হয়। সেই বিশ্বকাপে ক্লার্কের নেতৃত্বে ফাইনাল খেলেছিল অস্ট্রেলিয়া। সে অভিজ্ঞতার কথাও ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তিনি, 'আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে কন্ডিশনের সঙ্গে পরিচিত, সেখানে স্পিন অন্যতম ভূমিকা রাখবে। আপনাকে সাফল্য পেতে হলে স্পিনের ওপর নির্ভর করতে হবে। বিশ্বকাপ জেতার ক্ষেত্রে অন্য দলগুলোর সবচেয়ে বড় হুমকি হবে ভারত।'

রিয়ালের জার্সিতে এমবাপ্পের অটোগ্রাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিএসজি থেকে বিদায় নেওয়ার পর্ব সেরে ফেলেছেন। তবে কিলিয়ান এমবাপ্পে এখনো ঘোষণা দেননি, তাঁর পরবর্তী গন্তব্য কোথায়। এই রহস্য অবশ্য অনেকটাই অনাবৃত যে ফরাসি তারকা রিয়াল মাদ্রিদে যাচ্ছেন।

এমবাপ্পে আপাতত ব্যস্ত ফ্রান্সের হয়ে ইউরোর প্রস্তুতি নেওয়ায় আর রিয়াল মাদ্রিদ ব্যস্ত চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল নিয়ে। এর মধ্যেই একটা বিষয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে; এমবাপ্পে রিয়ালের জার্সিতে অটোগ্রাফ দিতে শুরু করেছেন! এদিকে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, আগামী ৬ জুন এমবাপ্পেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিবে রিয়াল।

ফ্রান্সের অনুশীলন দেখতে কাল ক্লারিফন্তেইনে হাজির হয়েছিল দলটির অনেক সমর্থক। সেখানে অনেক এমবাপ্পে-ভক্তই ছিলেন। এমবাপ্পের সেই ভক্তদের কয়েকজন আবার গিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের জার্সি গায়ে পরে। প্রিয় তারকাকে কাছে পেয়ে অটোগ্রাফের জন্য এগিয়ে যান রিয়ালের জার্সি পরা এমবাপ্পের সেই ভক্তরা। এমবাপ্পে কলম হাতে নেওয়ার পর গায়ে থাকা জার্সিই অটোগ্রাফের জন্য এগিয়ে যান তাঁরা। এমবাপ্পেও সেই ভক্তদের গায়ে থাকা রিয়ালের জার্সিতে অটোগ্রাফ দেন।

পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে বিশ্বকাপ-প্রস্তুতি সারল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: বোলিং, ফিল্ডিং, ব্যাটিং;বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির শেষ সুযোগে তিন বিভাগেই বেশ তৃপ্তি নিয়ে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের উদ্দেশে যাত্রা করবে ইংল্যান্ড। গতকাল রাতে ওভালে সিরিজের চতুর্থ ও শেষ প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে জস বাটলারের দল। হেডিংলি ও কার্ডিফে দুটি ম্যাচ ভেসে গেছে বৃষ্টিতে, বাকি দুটিতেই জিতল ইংল্যান্ড। ২০২২ সালের অক্টোবরের পর এটিই ইংল্যান্ডের প্রথম কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজ জয়।

রাতে বোলারদের সমন্বিত পারফরম্যান্সে ওভালের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে পাকিস্তানকে ১৫৭ রানে আটকে দেয় ইংল্যান্ড। ছয় বোলারই পেয়েছেন উইকেটের দেখা, ২৭ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা লেগ স্পিনার আদিল রশিদ। ম্যাচসেরার পুরস্কার নিতে এসে আরেকটি ট্রফি জয়ের আশার কথাই শুনিয়েছেন আইসিসি র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ বোলার, 'লক্ষ্য হচ্ছে সেখানে গিয়ে আরেকটি ট্রফি জেতা। সঠিক মানসিকতা থাকতে হবে, বাকিটা এমনিতেই হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।'

বৃষ্টি চোখ রাঙিয়েছে গতকালও। টসে জিতে বোলিং নেয় ইংল্যান্ড। কিন্তু ওপেনিংয়ে ফেরা বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের জুটিতে শুরুটা বেশ ভালোই হয়েছিল পাকিস্তানের। ৫.৫ ওভারে দুজন যোগ করেন ৫৯ রান। পাওয়ারপ্লের শেষ বলে জফরা আর্চারকে কাট করতে গিয়ে ওয়াইড স্লিপে ধরা পড়েন বাবর, পাকিস্তান প্রথম ধাক্কা খায় সেখানেই। ঠিক পরের ওভারে অধিনায়ককে অনুসরণ করেন রিজওয়ান।

তিনে নামা উসমান খান এক প্রান্তে ছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানের মিডল অর্ডার সুবিধা করতে পারেনি মোটেও। ফখর জামান, শাদাব খান, আজম খান;তিনজন মিলে ১৫ বল খেলে করতে পারেন মাত্র ৯ রান। শাদাব ও আজমের অবশ্য সেখানে অবদান শূন্য। আজম পরে উইকেটকিপিংয়েও সহজ দুটি ক্যাচ ফেলেছেন, সব মিলিয়ে ওভালে আরেকটি ভুলে যাওয়ার মতো দিন কেটেছে এ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের।

তবে পাকিস্তানের ভালো করতে গেলে যে মিডল অর্ডারকে এগিয়ে আসতে হবে, আরেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন বাবর, 'ছয় ওভার পর আমরা ভালো করছিলাম, এরপর আমি আউট হয়ে গেলাম। মিডল অর্ডারকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্বকাপের আগে এসব ঠিক করতে হবে।'

১৫৮ রানের লক্ষ্যে ফিল সল্ট ও জস বাটলারের ওপেনিং জুটি পাওয়ারপ্লেতেই তোলে ৭৮ রান। সপ্তম ওভারে ২৪ বলে ৪৫ রান করে সল্ট থামলে ভাঙে সে জুটি। সল্টসহ টপ অর্ডারের তিনজনকেই ফেরান হারিস রউফ, পাকিস্তানও নিতে পারে এই ৩ উইকেট। সল্ট, বাটলারের পর রানের দেখা পেয়েছেন উইল জ্যাকস, জনি বেয়ারস্টো ও হ্যারি ব্রুকও। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতিটা হয়েছে বেশ ভালোই।

বাটলার পরে বলেছেন, 'আরও দুটি ম্যাচ খেলতে পারলে দারুণ হতো। তবে বেশ অভিজ্ঞতা আছে আর অনেকেই আইপিএলেও খেলেছে। ফলে ক্রিকেটের কমতি নেই।'

যে দুটি ম্যাচ হলো, তার একটিতেও খেলেননি গত বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড় স্যাম কারেন। গতকাল একসঙ্গে খেলেছেন জফরা আর্চার ও মার্ক উড। বাটলার বলেছেন, 'দল নির্বাচন কঠিন, তবে এমন জায়গায় থাকাটাও দারুণ। উড ও আর্চারকে একসঙ্গে খেলতে দেখা সত্যিই রোমাঞ্চকর ব্যাপার ছিল।'

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান ১৯.৫ ওভারে ১৫৭ (উসমান ৩৮, বাবর ৩৬, রিজওয়ান ২৩, ইফতিখার ২১; লিভিংস্টোন ২/১৭, রশিদ ২/২৭, উড ২/৩৫)

ইংল্যান্ড ১৫.৩ ওভারে ১৫৮/৩ (সল্ট ৪৫, বাটলার ৩৯, বেয়ারস্টো ২৮*, জ্যাকস ২০, ব্রুক ১৭; রউফ ৩/৩৮)

ফল ইংল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী

সিরিজ ইংল্যান্ড ২-০-তে জয়ী

ম্যাচসেরা আদিল রশিদ (ইংল্যান্ড)

সিরিজসেরা জস বাটলার (ইংল্যান্ড)

অলিম্পিক্সের আর একটি কোটা ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের প্রথম পুরুষ বক্সার হিসাবে প্যারিস অলিম্পিক্সের কোটা জিতলেন নিশান্ত দেব। অলিম্পিক্সের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রতিযোগিতায় ৭১ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে উঠে দেশের জন্য একটি কোটা নিশ্চিত করেছেন তিনি।

মহিলাদের বক্সিংয়ের তিনটি বিভাগে ভারতের অংশগ্রহণ আগেই নিশ্চিত হয়েছে। পুরুষদের বিভাগে এত দিন কেউ কোটা জিততে না পারায় ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল। নিশান্ত সেই অনিশ্চয়তা দূর করলেন। কোয়ার্টার ফাইনালে মলডোভার ভাসিলে সেবোটারিকে হারিয়ে পুরুষদের বক্সিংয়ে দেশের জন্য প্রথম কোটা জিতেছেন নিশান্ত। ভারতীয় বক্সারের পক্ষে ম্যাচের ফল ৫-০।

বক্সিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে ৭১ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন নিশান্ত। এর আগে অলিম্পিক্সের একটি যোগ্যতা অর্জন প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। প্যারিসের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শেষ সুযোগ কাজে লাগালেন। যদিও তাঁর অলিম্পিক্সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা নিশ্চিত নয়। সর্বভারতীয় বক্সিং সংস্থা মনে করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগে অন্য কোনও বক্সারকেও অলিম্পিক্সে পাঠাতে পারে। পুরুষদের বক্সিংয়ে আরও দু'তিনটি কোটা জেতার সুযোগ রয়েছে ভারতের।

এর আগে মহিলাদের ৫০ কেজি বিভাগে নিখাত জারিন, ৫৪ কেজি বিভাগে প্রীত পাওয়ার এবং ৭৫ কেজি বিভাগে লভলীনা বরগোঁহাই ভারতের জন্য প্যারিস অলিম্পিক্সের কোটা জিতে এনেছেন।

ফিফাকে ধর্মঘটের হুমকি ফুটবলারদের, কারণ ঠাসা সূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এমনিতেই ফুটবলে ঠাসা সূচি। তার ওপর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের কারণে সামনের মৌসুমে ম্যাচের সংখ্যা বাড়তে যাচ্ছে আরও। এত দিন এই প্রতিযোগিতা ৭টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও আগামী বছর ১৫ জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া ক্লাব বিশ্বকাপ হবে ৩২টি দল নিয়ে। বিভিন্ন লিগ ও পেশাদার খেলোয়াড়দের সংগঠন (পিএফএ) এ মাসের শুরুতে অভিযোগ তুলেছিল, ক্লাব বিশ্বকাপ তাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে ফিফা। আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকিও দিয়েছিল তারা। এবার এল ধর্মঘটের হুমকি।

পিএফএর প্রধান নির্বাহী মাহেতা মোলাঙ্গো গতকাল বলেছেন, ঠাসা সূচির প্রতিবাদে খেলোয়াড়েরা ধর্মঘটে যেতে প্রস্তুত; এমন সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে ফিফাকে। খেলোয়াড়দের বৈশ্বিক ইউনিয়ন ফিফপ্রো এ নিয়ে ফিফার বিরুদ্ধে যৌথ আইনি লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন লিগকে পাশে পাচ্ছে ফিফপ্রো, যাদের মধ্যে আছে লা লিগা এবং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগও।

ক্লাব বিশ্বকাপের নতুন সংস্করণ ৩২ দলের হওয়ায় এই প্রতিযোগিতায় ম্যাচের সংখ্যা এমনিতেই বাড়বে। ফিফার এমন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পিএফএ, সিরি আ, লা লিগা ও প্রিমিয়ার লিগের কর্তারা একসঙ্গে বসেছিলেন। মাহেতা মনে করেন, খেলোয়াড়েরা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর মতে, ঠাসা সূচি খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে এবং খেলার মানও কমেছে।

মাহেতা বলেছেন, 'বেশি দিন নয়, মাত্র ১০ দিন আগে একটা ড্রেসিংরুমের ঘটনা বলতে পারি। ঠাসা সূচির সরাসরি প্রভাব ছিল ওই ড্রেসিংরুমে। আমি (খেলোয়াড়দের) বললাম, এখানে এসে ভালো লাগছে, হয়তো উচ্চবাচ্যও করতে পারি একটু। কিন্তু এটা (ঠাসা সূচির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ) সম্পূর্ণ তোমাদের ওপর। তোমরা ঠিক কতদূর যেতে চাও? উত্তরে কেউ কেউ বলল, তঅনেক হয়েছে, আমরা ধর্মঘটেও যেতে পারি।দ অন্যরা বলল, আনেটা কী? হ্যাঁ, আমি হয়তো কোটিপতি। কিন্তু টাকা খরচ করার সময়টাই তো নেই আমার।'দ

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় খেলোয়াড়দের ম্যাচের সংখ্যা বেড়েছে। নতুন নতুন প্রতিযোগিতা চালু হয়েছে। অথবা নতুন প্রতিযোগিতাকেই কলেবরে বড় করা হয়েছে। খেলোয়াড় থেকে কোচেরাও বলেছেন, চাপটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। মাহেতা এ নিয়ে বলেছেন, 'ইউনিয়ন নয়, ইয়ুর্গেন ক্লপ ও পেপ গার্দিওলাই এ নিয়ে কথা বলেছেন। আমরা এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছি, যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার সম্ভাবনাটা যেখান থেকে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা যদি নিজেদের অবস্থান থেকে সরে না আসে তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে;এমন হুমকি দেওয়া অব্যাহত রেখেছে ফিফপ্রো, পিএফএ এবং ওয়ার্ল্ড লিগ অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএলএ)। ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এবং জেনারেল সেক্রেটারি ম্যাথিয়াস গ্রাফস্টর্মকে এ নিয়ে তারা চিঠিও পাঠিয়েছে। সেই চিঠিতে ক্লাব বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

ফিফা অবশ্য নিজেদের অবস্থানে অনড়। ক্লাব বিশ্বকাপ চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তারা অস্বীকার করেছে। ডব্লিউএলএ ও ফিফপ্রোকে পাঠানো চিঠিতে ফিফার সেক্রেটারি জেনারেল ম্যাতিয়াস গ্রাফস্টর্ম দাবি করেছেন, আন্তর্জাতিক সূচি নিয়ে ব্যাপকভাবে সবার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। চিঠিতে গ্রাফস্টর্ম লিখেছেন, 'পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর ওপর ফিফার আন্তর্জাতিক ম্যাচের সূচি (আইএমসি) চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ আমরা শুরু থেকেই প্রত্যাখ্যান করছি।'

কিন্তু মাহেতার কথা শুনলে মনে হবে ব্যাপারটা আরও জটিল হচ্ছে। অন্তত ফিফার সঙ্গে এসব সংগঠনগুলোর আলোচনার টেবিলে বসে সমাধান বের করার রাস্তাটা সম্ভবত বের যাচ্ছে না। মাহেতা তাই বলেছেন, 'ফিফা এবং উয়েফার কিছু পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ফুটবলে বাধ্য হয়েই কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেটা ঘটেছে তাতেই পরিষ্কার যে কিছু একটা করতে হবে। আমরা কূটনৈতিক রাস্তাগুলো খোলা রেখেছি। চিঠি পাঠিয়েছি। সেটার উত্তরও পেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সময় আমাদের পক্ষে নেই। কখনো কখনো দুজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ খুব চেষ্টা করেও সমাধান বের করতে না পারলে তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন হয়, সেটা হতে পারে একজন সালিসকারী কিংবা বিচারসভা।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**